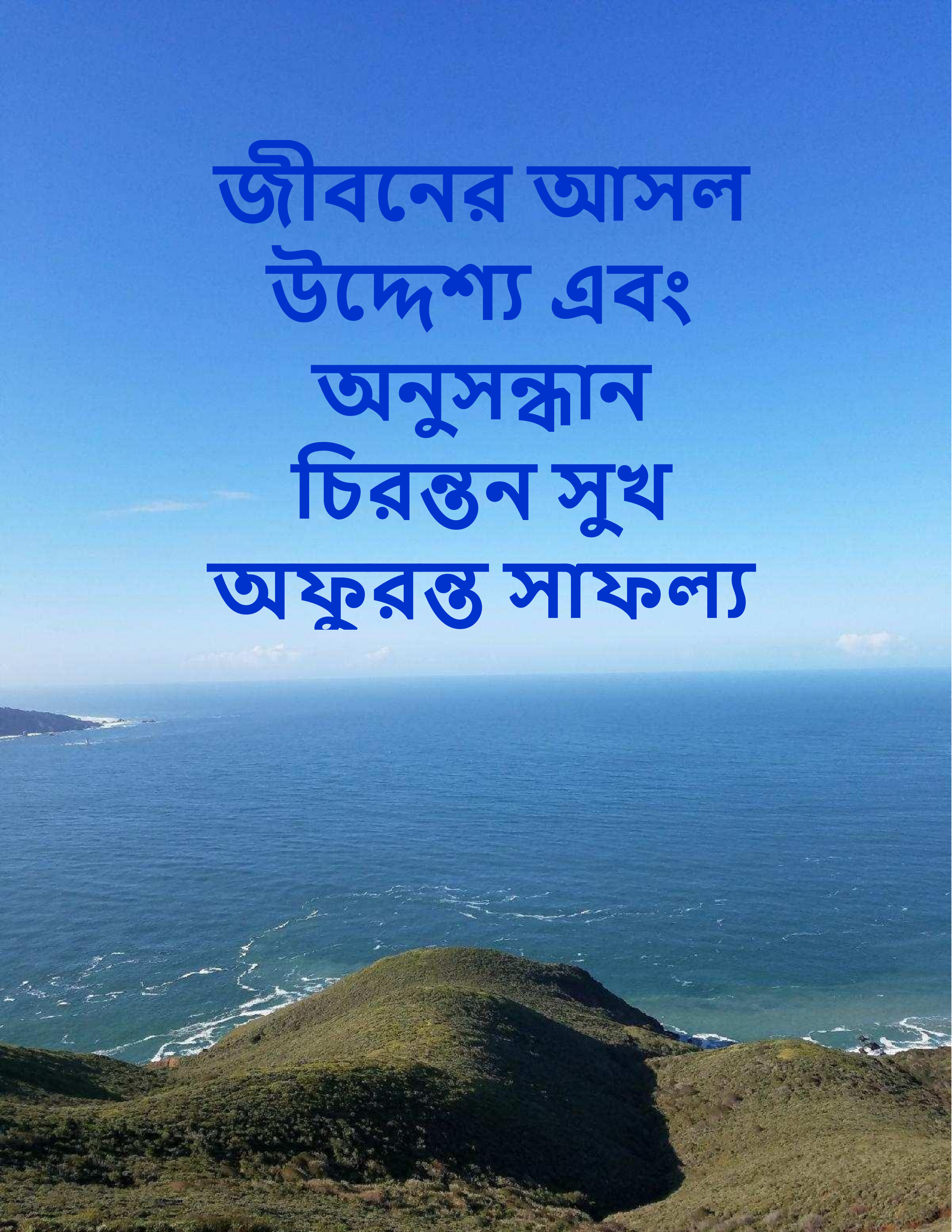
জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং অনুসন্ধান

চিরন্তন সুখ

অফুরন্ত সাফল্য



জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের সন্ধান

সমগ্র মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও পুনরুজ্জীবনকারী ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী (1058-1111 খ্রিস্টাব্দ) এর কালজয়ী রচনা থেকে সংকলিত।

প্রথম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর 2017
দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন 2021

স্বীকৃতি

ড. মুহাম্মদ আহমদ হাশমি (1929 - 2014 খ্রিস্টাব্দ) ইমাম গাজলীর জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার কালজয়ী ভাণ্ডার থেকে এই গ্রন্থের সংকলনকে অনুপ্রাণিত এবং পরিচালনা করার জন্য, মানবতার প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং এর কল্যাণ ও উপকারের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্‌ভূত হয়েছিল।

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

'আমরা তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটিই সত্য।

(কুরআন, অধ্যায় 41, আয়াত 53)

সামগ্রী

সারসংক্ষেপ

অনাদিকালের শুরু থেকেই, মানবতা তার অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্যের মৌলিক প্রশ্নগুলির সাথে লড়াই করেছে। "আমি কে?", "আমি কোথা থেকে এসেছি?", "আমি কোথায় যাচ্ছি?", "আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?", এবং "সত্যিকারের অনন্ত সুখ এবং সাফল্য কী?" এর মতো প্রশ্নগুলি সন্তোষজনক উত্তর এড়িয়ে গেছে। যে অভ্যন্তরীণ শান্তি অর্জন করতে আকাঙ্ক্ষা করে, তা অস্তিত্বের এই মৌলিক প্রশ্নগুলির চারপাশের রহস্য উন্মোচনের চারপাশে আকৃষ্ট হয়। এই মূল প্রশ্নগুলির উত্তর মানব ইতিহাস জুড়ে চেষ্টা করা হয়েছে, তবে সত্যের সন্ধানকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করার পরিমাণে নয়, যার উপর মানুষের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সত্তার মঙ্গল নির্ভর করে।

এই গ্রন্থটি অস্তিত্বের এই মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য একটি পথ সরবরাহ করে, ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করে তবে নিশ্চিত অভ্যন্তরীণ চোখে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সকলকে অভ্যন্তরীণ উপলব্ধির দিকে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে শেষ হয় এবং সেই প্রক্রিয়ায়, অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের পথকে আলোকিত করে। উপরন্তু, এই গ্রন্থটি ইসলামের উপর বক্তৃতার সাথে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত যা আধুনিক সময়ে তার অনুসারীদের অপরিসীম আধ্যাত্মিক শিক্ষা, সাধারণ প্রচলিত বস্তুবাদ এবং সত্যিকারের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব বা অভাবের কারণে নিছক আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্যিক স্তরে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই অবস্থার পরিণতি হ'ল একটি নিম্নমুখী গতিপথ, যা মানব কৃতিত্বের শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য সংগ্রামের প্রকৃত বার্তার সৌন্দর্যকে অস্পষ্ট করে দেয়। এটি কেবল সমগ্র মানবতার জন্য যে উচ্চতর আদর্শ স্থাপন করেছিল তাতে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমেই এটি বিপরীত হতে পারে। সমগ্র মানবজাতির উপকারের জন্য আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মাকে উন্নত করার জন্য এই স্তরটি তার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা জরুরি।

এই গ্রন্থটি ইসলামের অন্যতম সেরা প্রবক্তা এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য এর আধ্যাত্মিক শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত, মানব জাতির একটি রত্ন, ইসলাম এবং এর আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলি সম্পর্কে বক্তৃতাকে যেখানে রয়েছে - মানব কৃতিত্বের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য স্তরে - আধ্যাত্মিক আরোহণের শীর্ষে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত বিজয়ের দিকে পরিচালিত করে। পার্থিব সম্পদ সীমিত, যার ফলে তাদের অধিগ্রহণের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা, শত্রুতা এবং ফলস্বরূপ মানবতা অশান্তির মুখোমুখি হয়। যাইহোক, ঐশ্বরিক প্রেমের সমুদ্র, তার অর্জনকারীদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বে প্রকাশিত হয়, তার বিশালতা থেকে এক ফোঁটাও হ্রাস না করে মানবতার প্রথম এবং শেষের অভ্যন্তরীণ চাহিদাগুলি সর্বকালের জন্য পূরণ করে। সমগ্র মানবজাতি যখন প্রশান্তি এবং প্রশান্তির জন্য তার দিকে তাকিয়ে থাকে তখন আকাশ যেমন সামান্যতম হ্রাস পায় না, তেমনি ঐশ্বরিক উদারতার সাগর থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না, যা থেকে চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত বিজয়ের নদী প্রবাহিত হয়, যদি সমগ্র মানবজাতি তার পূর্ণ সম্ভাবনার সাথে এটি গ্রহণ করে।

এই গ্রন্থটি পাঠকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়াতে এবং মানব কৃতিত্বের শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়, জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য এবং দিকনির্দেশনার অভাবের কারণে হতাশা এবং নিম্ন অর্জনের গভীরে ডুবে যাওয়ার পরিবর্তে, জাগতিকের প্রতি অবচেতন উত্সর্গ এবং সাধারণের সাথে সন্তুষ্টি। এই গ্রন্থটি অগ্রগতির সাথে সাথে তীব্রতায় উন্মোচিত হয়, মানুষের সম্ভাব্য এবং সত্যিকারের সম্ভাবনা এবং মূল্যের শিল্পকে দেখায়, যার ফলস্বরূপ অনন্ত সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে অমর অনন্ত জীবনে। মানব দেহ, মন এবং বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাগুলি, সময় এবং স্থানের মাত্রার সীমাবদ্ধতায় আটকা

পড়ে, তার হৃদয় এবং আত্মার উচ্চতা দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, একবার এটি ধরে রাখা শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে গেলে। এই গ্রন্থটি একজনকে অনন্ত সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের অগভীর সমুদ্রের দিকে নিয়ে যায়, একজনকে অনন্ত আনন্দের পথে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে, সচেতনতা এবং আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জার নতুন পূর্বে অজানা দৃষ্টিভঙ্গি খুলে দেয় এবং চিরন্তন সত্যের ভোরে শেষ হয়। সমগ্র মানব সভ্যতা যে বিষয়টি তৈরি করেছে তার একজন দক্ষ লেখকের রত্নের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন হবে।

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালু, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

এই এক্সপোজিশনের উদ্দেশ্য হ'ল মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, কীভাবে সেই উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় এবং নিজের জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংগ্রামের সুবিধাগুলি জানা। এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই মূল প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বের করার জন্য, আমরা সমগ্র মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, পুনরুজ্জীবনকারী এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের মধ্যে একজন - ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী (1058-1111 খ্রিস্টাব্দ) এর বইয়ের উপর নির্ভর করব যিনি আল-গাজ্জালী নামে পরিচিত।

এই এক্সপোজিশনের তিনটি অংশ রয়েছে।

প্রথম অংশে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য কী? চিরন্তন সুখ কি? প্রকৃত চিরস্থায়ী সাফল্য কী? দুজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী?

দ্বিতীয় অংশটি আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং চিরন্তন আনন্দ অর্জনের জন্য আমাদের যে অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক পথ নিয়ে কাজ করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করে।

তৃতীয় অংশটি আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং চিরন্তন আনন্দ প্রাপ্তি সম্পর্কে আরও তথ্য এবং বিশদ অধ্যয়নের উত্স নিয়ে কাজ করে যাতে আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং চিরন্তন আনন্দের উপলব্ধি এবং অর্জনের দিকে পরিচালিত পথে অগ্রসর হতে পারি।

<u>প্রথম অংশ: মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা এবং অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত বিজয় অর্জন</u>

মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে জানা এবং এর মাধ্যমে ঈশ্বরের "*মারিফা*" বা জ্ঞান অর্জন করা এবং তাঁর সাথে একটি ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। কেবল এর মাধ্যমেই মানুষ অনন্ত সুখ অর্থাৎ অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত বিজয় অর্জন করতে পারে। কিছু প্রাথমিক ব্যাখ্যার পরে এটি কীভাবে এবং কেন তা খুঁজে বের করার জন্য এই এক্সপোজিশনটি গভীরভাবে ডুব দেবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

ওয়া মা খালাকতু আল-জিন্না ওয়া আল-ইনসা ইল্লা লি ইয়াবুদুন
"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার এবাদতের জন্য। (কুরআন, অধ্যায় 51, আয়াত 56)

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই আয়াতে 'লি *ইয়া' বুদুন'* বা 'আমার ইবাদতের জন্য' শব্দটির অর্থ 'লি *ইয়া' রিফুন* বা 'আমার জ্ঞানের জন্য'। কুরআনের এই আয়াতের এই ব্যাখ্যাটি অন্যান্য গ্রন্থের সাথে কুরআনের বিখ্যাত ধ্রুপদী ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় যার নাম " *তাফসীর জালালেন*"। অন্য কথায়, এই আয়াতের অর্থ এই যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে জানা, ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা, ঈশ্বরের জ্ঞান (" *মারিফা*") এবং ঐশ্বরিক ঘনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতার উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থানে পৌঁছানো। যখন কেউ এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থানে পৌঁছায়, তখন সে একটি অবিরাম সম্পদ, সত্যিকারের আভ্যন্তরীণ শান্তি, হৃদয়ের সান্ত্বনা, প্রকৃত স্থায়ী সাফল্য এবং একটি অনন্ত জীবন অর্জন করে যা কখনও শেষ হয় না, অন্য কথায়, সে অনন্ত আনন্দ অর্জন করে। সুতরাং এটি চিরন্তন সুখের সংজ্ঞা (বা চিরন্তন সুখ) এবং এটি অর্জনের উপায় হ'ল ঈশ্বরকে জানা এবং ঈশ্বরের জ্ঞান (" *মারিফা*") অর্জন করা। এই অনন্ত আনন্দ এই জীবনে শুরু হয় এবং এর সমাপ্তি এবং পরিপূর্ণতা, অনন্ত জীবনের রূপে একজন মানুষকে অমর করার জন্য, এই জীবনের পরের জীবনে ঘটে।

ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত ঐতিহ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে *"*হাদিস" বা *সহীহ বুখারী ও* সহীহ মুসলিম *নামে পরিচিত নবীর বর্ণনাগুলির সংকলন* থেকে:

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন আমরা যখন আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসেছিলাম, তখন এমন এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন, যার পোশাক ছিল অত্যন্ত সাদা এবং যার চুল ছিল অত্যন্ত কালো; তার উপর ভ্রমণের কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি এবং আমরা কেউই তাকে চিনতাম না। তিনি হেঁটে গিয়ে রাসূলের কাছে বসলেন। হাঁটু গেড়ে রাখে এবং হাতের তালু তার উরুতে রেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, '*ইসলাম* হচ্ছে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, নামায আদায় করা, *যাকাত প্রদান* করা , রমজান মাসে রোজা রাখা এবং যদি তোমরা তা করতে সক্ষম হও তবে হাজের (আল্লাহর পবিত্র মক্কার পবিত্র স্থান) আদায় করা। তিনি বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, আর আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনি (রাসূল)কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন যে, তিনি ঠিকই বলেছেন। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ, কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর কল্যাণ ও মন্দ উভয়ের প্রতি ঈমান আনা। তিনি বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে *ইহসানের কথা বলুন*। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর যেন তোমরা তাঁকে দেখছ, অথচ তোমরা তাঁকে দেখতে পাও না, তবুও তিনি তোমাদেরকে দেখেন। তারপরে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং আমি কিছুক্ষণ রইলাম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওমর, তুমি কি জান যে প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি ছিলেন *জিবরাঈল (*আঃ) যিনি

তোমাদের কাছে এসেছিলেন তোমাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে। (এই ঐতিহ্য থেকে নেওয়া হয়েছে *হাদীস* [বা নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য] সংকলন "*সহীহ মুসলিম*")।

ইসলামী পণ্ডিতদের মতে, এই ঘটনাটি ঘটেছিল মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর পঁয়তাল্লিশ দিন আগে। ততক্ষণে, পুরো কুরআনের ঐশ্বরিক অবতীর্ণ (ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ যা বিশ্বাস করা হয় যে ঈশ্বর নবী মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন 23 বছর ধরে) এবং কুরআনের বিখ্যাত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য *দ্বীন* সম্পন্ন করলাম , তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম এবং এর নাম রেখেছি 'ইসলাম'। (কুরআন, অধ্যায় 5, আয়াত 3)। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে ঐশ্বরিক আদেশ নিয়ে প্রধান ফেরেশতা জিব্রাঈলের আগমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *মহান মুসলিম পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা অনুসারে, মহান মুসলিম পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা অনুসারে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই হাদীস বা ঐতিহ্যে, যা "জিবরাঈলের হাদীস (নবী বর্ণনা) নামেও পরিচিত, মহান মুসলিম পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা অনুসারে, ঈশ্বর মহান ফেরেশতা জিবরাঈল (বা জিবরাঈল) এর মাধ্যমে নবী মুহাম্মদকে বলেছিলেন যে ইসলামের নিম্নলিখিত তিনটি স্তর রয়েছে:*

1. **ইসলাম:** ইসলামের প্রথম স্তরটিকে "*ইসলাম*" বলা হয় এবং এটি দেহের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি আমাদের বাহ্যিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের শিক্ষাগুলি অনুসরণ করাকে বোঝায়, অর্থাত্ বাহ্যিক উপাসনা, মানুষের সাথে আচরণ, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সামাজিক দায়িত্ব, নৈতিক ও নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি, সমস্ত জিনিস যা বাহ্যিক চোখে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই স্তরটিকে ইসলামের অনুভূমিক মাত্রা হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তি।
2. **ইমান:** ইসলামের দ্বিতীয় স্তরকে বলা হয় "*ঈমান*" বা ঈশ্বর এবং বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস এবং প্রত্যয়তা এবং এটি হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি এমন বিশ্বাসকে বোঝায় যা একজন মুসলমানের উচিত এবং আন্তরিকভাবে জ্ঞান অর্জন করে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এটি প্রয়োগ করে জীবনের সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁর নির্দেশনায় নিজের প্রত্যয়তা বাড়ানোর প্রচেষ্টা করা উচিত আল্লাহ ও তাঁর হেদায়েত সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই স্তরটি ইসলামের উল্লম্ব মাত্রা হিসাবে বিবেচিত হয় যা ইসলামকে তার উচ্চতা দেয়।
3. **ইহসান:** ইসলামের তৃতীয় স্তরকে "*ইহসান*" বা আধ্যাত্মিকতা বলা হয় যা নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর এই বাণী দ্বারা প্রতীকী হয়: "ঈশ্বরের ইবাদত করো যেন আপনি তাঁকে দেখেন, এবং যখন আপনি এখনও তাঁকে দেখতে পান না (একটি জীবন্ত চিরস্থায়ী চেতনা আছেন যে] তিনি সত্যই আপনাকে দেখেন" এবং এটি আত্মার সাথে সম্পর্কিত। এর অর্থ এই যে, একজন পূর্ণাঙ্গ বা সিদ্ধ মুসলমান হয় নিজের আত্মার চোখে ঈশ্বরকে সাক্ষ্য দেওয়ার অবস্থায় থাকে অথবা [যদি কেউ এমন উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম না হয় তবে সে চিরকাল ঈশ্বরের চোখে থাকে। ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা, ঈর্ষা, ঈর্ষা, অহংকার, লোভ, অবিচার, অধৈর্য, অহংকার, বর্ণবাদ, ধর্মান্ধতা, চরমপন্থা, আত্ম-ধার্মিকতা, প্রতিশোধ, কঠোরতা, অজ্ঞতা, কাপুরুষতা, মন্দ চিন্তাভাবনা, খ্যাতি/নিয়ন্ত্রণ/ক্ষমতার লোভ এবং সকল নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার মতো সকল মন্দ গুণাবলী থেকে হৃদয় ও

> আত্মাকে মুক্ত করে আত্মাকে সুন্দর করার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিকতা অর্জন করা যায়; এবং প্রেম, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা, দয়া, সহানুভূতি, উদারতা, নম্রতা, জাতি, ধর্ম ও জাতীয়তা নির্বিশেষে ঈশ্বর এবং সকল মানুষের প্রতি আন্তরিকতার মতো সমস্ত ভাল অভ্যন্তরীণ এবং ইতিবাচক গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে সুন্দর করে তোলার মাধ্যমে, ঈশ্বরের প্রতি আস্থা, ঐশ্বরিক স্মরণ, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, সমস্ত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতা বিকাশের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং এভাবে জীবনের সমস্ত বিষয়ে ঐশ্বরিক সুরক্ষা এবং নির্দেশনা লাভ করে।
>
> এই স্তরটি ইসলামের তৃতীয় মাত্রা হিসাবে বিবেচিত হয় যা ইসলামকে তার গভীরতা এবং সৌন্দর্য দেয়। এটি ইসলামের সর্বোচ্চ স্তর যেখানে একজন ব্যক্তি তার আত্মার অন্ধকারকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে এবং ফলস্বরূপ জ্ঞানের ঐশ্বরিক আলো গ্রহণ করে পূর্ণ মানবিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করার জন্য পৌঁছানোর চেষ্টা করে যেখানে একজন জীবনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় যেমন "আমি কে?", "আমি কোথা থেকে এসেছি?", "আমি কোথায় যাচ্ছি?", "জীবনের উদ্দেশ্য কী?", "কেন ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন?", এবং "সত্যিকারের সুখ এবং সাফল্য কী?"। এখানেই ঈশ্বরের আন্তরিক অন্বেষণকারীরা ঈশ্বর-উপলব্ধির একটি অবস্থা অর্জন করে, অর্থাৎ জ্ঞান যা আধ্যাত্মিক অর্জনের শীর্ষস্থান, যার ফলে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং একটি অন্তহীন আনন্দ পাওয়া যায়। মজার ব্যাপার হলো, ইসলামের এই সর্বোচ্চ স্তরটিও সবচেয়ে কম বোঝা যায়।

ইসলামের প্রথম স্তর, যা "ইসলাম" বা "ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ" নামেও পরিচিত, এর উদ্দেশ্য হ'ল দেহ বা কারও বাহ্যিক সত্তার সাথে সম্পর্কিত বাহ্যিক উপাসনা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের পথে স্থাপন করা। ইসলামের দ্বিতীয় স্তর, যা "ঈমান" বা "ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং প্রত্যয়" নামে পরিচিত, হৃদয়ের নির্ধারণ এবং প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত। যখন একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাঁর পথ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং ঐশ্বরিক উপাসনায় সংগ্রাম করে, তখন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রত্যয়টি একজনের হৃদয়ের গভীরে ডুবে যেতে শুরু করে, যার ফলে হৃদয়ে বিশ্বাসের মাধুর্য ঘটে যা একজনের বিশ্বাসকে ঈশ্বরের প্রতি অটল প্রত্যয়ে রূপান্তরিত করে এবং এইভাবে ঈশ্বর এবং তাঁর নির্দেশনার সমস্ত সন্দেহ দূর করে। আল্লাহর এই পথে আরও অগ্রসর হয়ে, একজন ইসলামের তৃতীয়, সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম স্তরে পৌঁছেছে যা "*ইহসান" নামে পরিচিত "ইহসান"* হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, "যেন আপনি ঈশ্বরকে দেখেন এবং যদি আপনি তাঁকে না দেখেন তবে [জীবন্ত চিরস্থায়ী সচেতনতা রয়েছে] যে তিনি সত্যই আপনাকে দেখেন"। এর অর্থ হ'ল একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী, যিনি এমন একটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থান অর্জন করেছেন, তিনি হয় "*মুশাহাদা"* বা "*মুরাকাবা"* অবস্থায় রয়েছেন। "*মুশাহাদা"* বা "ঈশ্বরের সাক্ষী" মানে "ঈশ্বরের সত্তার সাক্ষী" নয় কারণ এই জাতীয় সাক্ষ্য পরকালে ঘটবে যেমন ঐশ্বরিক গ্রন্থে যথেষ্ট বলা হয়েছে, তবে এই পার্থিব জীবনে, "ঈশ্বরের সাক্ষ্য" মানে "ঈশ্বরের গুণাবলী এবং কর্মের সাক্ষী"। ঈশ্বরের এই গুণাবলী এবং কর্ম এই মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর মধ্য দিয়ে এবং এর বাইরে এবং "অস্তিত্বের" সমস্ত রূপে প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ঈশ্বরের এই গুণাবলী এবং কর্মগুলি আত্মার চোখের মাধ্যমে এই জীবনে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। ইমাম গাজ্জালী রচিত '*জাওয়াহির আল কুরআন*' বা 'কুরআনের রত্ন' গ্রন্থের মাধ্যমে এর একটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'জিবরাঈলের *হাদিস* নামে পরিচিত এই নবুয়ী বর্ণনায় বলেছেন , যদি তোমাদের পক্ষে আল্লাহকে দেখে ইবাদত করা সম্ভব না হয়, তাহলে তোমরা উচিত আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা যেন তিনি আপনাকে দেখেন। এর অর্থ হ'ল যদি আপনার " *মুশাহাদা*" বা "ঈশ্বরের সাক্ষী" থাকার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা না থাকে তবে অন্তত " *মুরাকাবা*" বা "আপনার হৃদয়ের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ধ্যান" রাখুন যে আপনি চিরকাল ঈশ্বরের চোখে আছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় *হাদীস* সংকলন " *সহীহ মুসলিম*" থেকে অন্য একটি হাদিস বা *নবুতে* যেখানে নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন যে "ঈশ্বর আপনার মুখ এবং দেহের দিকে তাকান না বরং তিনি আপনার হৃদয়ের দিকে তাকান"। যখন একজন মানুষ তার হৃদয়ের উপর ঈশ্বরের দৃষ্টি অনুভব করে, তখন সে কেবল মন্দ কর্ম এড়িয়ে যাবে না, বরং সমস্ত মন্দ চিন্তাকে তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে বাধা দেবে, কারণ একজন চিন্তার মধ্যে থাকে যে ঈশ্বর প্রতিটি অবস্থা দেখছেন, বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ, প্রকাশ্য এবং গোপন, একজন ভিতরে রয়েছে এবং ঈশ্বর তার অস্তিত্বের প্রতিটি তন্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

মহান মুসলিম সাধুদের (জ্ঞানবাদী, ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ এবং আধ্যাত্মিক গুরু) শিক্ষা থেকে এটি স্পষ্ট যে "ইহসান" নামে পরিচিত ইসলামের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো (অর্থাত্, ঈশ্বরকে এমনভাবে উপাসনা করা যেন আপনি তাঁকে দেখেন এবং যদি আপনি তাঁকে না দেখেন, তিনি সত্যই আপনাকে দেখেন), যেখানে একজন ঈশ্বরের জ্ঞান (" *মারিফা*") অর্জন করে যার মাধ্যমে সে চিরন্তন সুখ অর্জন করে এবং এর মাধ্যমে সে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করে। অর্জনের এই সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর জন্য, এটি অপরিহার্য যে একজন ব্যক্তির আত্মাকে সমস্ত মন্দ এবং নেতিবাচক প্রবণতা এবং গুণাবলী থেকে মুক্ত করে এবং সমস্ত সুন্দর এবং ইতিবাচক প্রবণতা এবং গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করে তার আত্মাকে শুদ্ধ করা অপরিহার্য। আত্মার শুদ্ধির জন্য এই জাতীয় শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, আত্মাকে সক্ষম করে, যা ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপকরণ এবং উপায়, আরোহণ আধ্যাত্মিক স্টেশনগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে উড়ে যেতে সক্ষম করে। মন, দেহ এবং বুদ্ধির মতো অন্যান্য মানব অনুষদের বিপরীতে, আত্মার কোনও সীমাবদ্ধতা নেই এবং অন্যান্য মানব অনুষদগুলি যে উচ্চতায় পৌঁছাতে অক্ষম তা পৌঁছাতে সক্ষম। অতএব, মানব কৃতিত্বের শীর্ষে পৌঁছানো মন, শরীর এবং বুদ্ধির মাধ্যমে নয়, বরং কেবল আত্মার মাধ্যমেই সম্ভব, যখন তার শিকল এবং সংযমগুলি, যা তাকে ধরে রাখে, ভেঙে যায়।

আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য আত্মার রোগ, মন্দ এবং সকল নেতিবাচক প্রবণতা নিরাময়ের উপায় হচ্ছে কুরআন ও মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষার আলোকে দৃঢ় আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম করা, যাতে একজনকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং সকল মহান অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক গুণাবলী উদ্দীপিত করা যা একজনকে আল্লাহর নৈকট্যের লক্ষ্যে নিয়ে যায়। ঘনিষ্ঠতা, এবং গ্নোসিস। অভ্যন্তরীণ মন্দতাগুলি, যা আত্মার রোগ, একটি দৃঢ় এবং সমন্বিত আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মাধ্যমে দূর করা দরকার। আত্মার এই অভ্যন্তরীণ মন্দ বা রোগগুলির মধ্যে রয়েছে শত্রুতা, ঘৃণা, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, নিপীড়ন, অশ্লীলতা, অভদ্রতা, মিথ্যা, অভিযোগ, অত্যধিক কথাবার্তা, অহংকার, অহংকার, প্রতারণা, অসভ্য আচরণ, অশালীনতা, কৃপণতা, বাড়াবাড়ি, জাতিগত/ভাষাগত/জাতীয়তাবাদী/ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অধৈর্য্য, নির্মমতা, বিষণ্ণতা, কাপুরুষতা, সাহসের অভাব, অদূরদর্শিতা, অবহেলা, অবহেলা, অবহেলাহীনতা, সমস্ত নেতিবাচক চিন্তা, কথা, কাজ, প্রবণতা

এবং প্রবৃত্তি যা একজনকে সত্যের পথ থেকে সরিয়ে দেয় এবং প্রকৃত অভ্যন্তরীণ মানব প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্যুত করে।

আত্মার অভ্যন্তরীণ রোগগুলি তার গভীরতম অবকাশ থেকে সরিয়ে ফেলার পরে, একজনকে সমস্ত ইতিবাচক এবং মহৎ অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক গুণাবলী লালন করা দরকার যা একজনকে মহৎ চরিত্র এবং স্বভাবের উচ্চতায় নিয়ে যায় এবং আধ্যাত্মিক আরোহণের পথকে আলোকিত করে। এ ধরনের মহৎ অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে প্রেম, করুণা, দয়া, সহানুভূতি, আন্তরিকতা, সত্যবাদিতা, সাহস, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, উদারতা, আভিজাত্য, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা, পরার্থপরতা, মহৎ ও মনোরম আচরণ ও চরিত্র, নম্রতা, নিঃস্বার্থ মানবতার প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা, নম্রতা, ধার্মিকতা ও ন্যায়কর্ম, হৃদয়ের বিশালতা, চিরস্থায়ী ঐশ্বরিক স্মরণ, ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা, হৃদয় ও আত্মার বিশুদ্ধতা। এবং সমস্ত ভাল এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা, কথা, কাজ, প্রবণতা এবং প্রবণতা যা একজনকে সমস্ত ভাল অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক গুণাবলী এবং মহৎ চরিত্রের দিকে পরিচালিত করে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা এবং উপস্থিতিতে। এই পর্যায়ে পৌঁছানো হচ্ছে "*ইহসান*" এর স্তরে পৌঁছনো, যা ইসলামের সর্বোচ্চ স্তর এবং মানব অর্জনের শীর্ষে, যেমন "হাদিস (*নবুয়ী বর্ণনা*) *জিবরাঈলের হাদীস (নবী বর্ণনা) এ উল্লেখ করা হয়েছে, "আপনি ঈশ্বরকে এমনভাবে উপাসনা করুন যেন আপনি তাঁকে দেখেন এবং যদি আপনি তাঁকে না দেখেন, তবে তিনি সত্যই আপনাকে দেখেন", অন্য কথায়, "*মুশাহাদা বা *মুরাকাবা*" বা "ঈশ্বরের সাক্ষী হওয়া বা নিজের সত্তার প্রতিটি তন্তুর ঈশ্বরের আচ্ছাদনের চিন্তাভাবনা"। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ

"যার অন্তর আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত ও প্রসারিত করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণকারী), সে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি (আন্তরিক আধ্যাত্মিক) আলোতে (বা প্রজ্ঞার আলোয়) রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 39, আয়াত 22)

এটি "*ইহসান*" এর স্তর, অর্থাত্ জ্ঞান বা ইসলামের সর্বোচ্চ স্তর যা মানব অর্জনের শীর্ষবিন্দু, যা আল্লাহর নবীগণ এবং তাদের পরে নবী সাহাবারা (*সাহাবা*) এবং তাদের পরে মহান সাধু ও জ্ঞানবাদীদের দ্বারা পৌঁছেছিল। এই একই স্তর যখন অর্জন করা হয়, তখন একজন সত্যিকারের এবং সিদ্ধ মানুষ এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপাধিকারী হয়ে ওঠে এবং এখানেই একজন অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত বিজয় অর্জন করে *(সা'দাহ আবাদিয়া* বা সা'*দাত-ই-আবাদী)* যা অনন্তকালের জন্য একজনের সাথে থাকে। পরম আরোহণের এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থানে পৌঁছানো এবং এই অসাধারণ সম্পদ অর্জন করা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সম্ভব। নবীগণ মানবজাতিকে এই পথ শেখানোর জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীর যুগের অবসান ঘটার পরে, সাধু এবং জ্ঞানবাদীদের উত্তরাধিকারীরা তাদের জিহ্বা এবং তাদের গৌরবময় অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থা দিয়ে মানবজাতিকে এই পথ শেখানোর জন্য শেষ অবধি এখানে থাকবেন। যাতে এই পথ শেষ কাল পর্যন্ত মানবজাতির জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং যাতে আল্লাহ কুরআনে সমগ্র মানবজাতির কাছে শেষ পর্যন্ত যে ওয়াদা করেছেন, তা শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছেন, "যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করবে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথে পরিচালিত করব। এবং ঈশ্বর সৎকর্মকারীদের

সাথে আছেন" (কুরআন, অধ্যায় 29, আয়াত 69), সেই ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁর যে ভালবাসা এবং সহানুভূতি রয়েছে তা পূর্ণ হয়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে, আমরা এখন সংক্ষেপে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের পদ্ধতি জানি। পরবর্তী বিষয়ে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং এটি অর্জনের উপায়গুলির তুলনামূলকভাবে বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে। এই ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য, কেবল ইসলামী সভ্যতার নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তার জ্ঞানের মহান আলোকিত কালজয়ী ভাণ্ডারের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হবে, যিনি মানব কৃতিত্বের শীর্ষে পৌঁছেছেন, *ইহসানের* স্তর, যার গ্রন্থগুলি আজও সমগ্র মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণতা ও অর্জনের শিখরে আলোকিত করছে। এই মহান ব্যক্তিত্ব হলেন "ইসলামের প্রমাণ" ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালি (1058-1111 খ্রিস্টাব্দ) যিনি ইমাম গাজ্জালী বা কেবল গাজ্জালী নামে পরিচিত।

ইমাম গাজ্জালী তাঁর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ "*মেজান আল-আমাল*" বা "মানব কর্মের সঠিকতা পরিমাপ ও বিচারের মানদণ্ড", যা তাঁর ছোট বই "*মাজমুয়া রাসাইল ইমাম গাজ্জালি*" বা "ইমাম গাজ্জালীর সংক্ষিপ্ত বইগুলির সংকলন" থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বই, অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য (সা'*দাহ আবাদিয়া বা* সা'*আদাত-ই-আবাদী*) নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন [1]:

[চিরন্তন] সুখের সন্ধানে অবহেলা এবং অলসতা অযৌক্তিকতার অনুরূপ

অনন্ত আনন্দ বলতে আমরা যা বোঝাতে চাইছি তা হল: মৃত্যুহীন চিরস্থায়ী, প্রচেষ্টা ছাড়া আনন্দ, ট্র্যাজেডি ছাড়া সুখ, দারিদ্র্যহীন সমৃদ্ধি, ত্রুটিহীন পরিপূর্ণতা এবং অপমানহীন সম্মান।

সামগ্রিকভাবে: কল্পনা করা সবকিছু, এটি কোনও আবেদনকারীর অনুরোধ হোক বা কোনও আকাঙ্ক্ষার আকাঙ্ক্ষা যা চিরকালের জন্য এমনভাবে থাকবে যা সময়ের সাথে সাথে এবং প্রজন্মের বিলুপ্তির দ্বারা হ্রাস পাবে না।

প্রকৃতপক্ষে, যদি সমগ্র পৃথিবী শস্যে পূর্ণ হয় এবং একটি পাখি প্রতি এক হাজার বছর অন্তর একটি দানা চুরি করে তবে শস্যগুলি শেষ হয়ে যাবে, অনন্তকাল থেকে কিছুই হ্রাস পাবে না।

এর জন্য অনুরোধ করার জন্য কোনও উত্সাহের প্রয়োজন হবে না বা এর অস্তিত্ব নিশ্চিত করার পরে এটি সন্ধান করার ক্ষেত্রে কোনও শিথিলতার প্রয়োজন হবে না? যেহেতু প্রত্যেক বুদ্ধিমান প্রাণী ইহার চেয়ে কম লাভের জন্য ছুটে বেড়াবে এবং তাহা সম্পাদন করিবার পথ কঠিন হইলেও তাহাকে আটকে রাখবে না, এবং পার্থিব সুখ ত্যাগ করিতে হইবে, এবং অসংখ্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

প্রতিকূলতার মধ্যে ব্যয় করা সময় সীমিত এবং যা মিস করা হয় তা ন্যূনতম কারণ জাগতিক আনন্দগুলি ক্ষণস্থায়ী এবং সহজেই ক্লান্ত হয়ে যায়।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তার পক্ষে তার পক্ষে সামান্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে ভাগ করা সহজ, যাতে এর গুণিতক দশগুণ অর্জন করা যায়। এই কারণেই আপনি দেখছেন যে বাণিজ্য ও শিল্পে এবং এমনকি জ্ঞানের অন্বেষণেও প্রত্যেকেই সমস্ত ধরণের অপমান, দারিদ্র্য, কষ্ট এবং অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করবে, ভবিষ্যতে এমন একটি আনন্দ লাভের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে যা তারা বর্তমান মুহুর্তে যা হারাচ্ছে তার চেয়ে বেশি, সীমিত বৃদ্ধি। তাহলে কীভাবে তারা অমূল্য ও সীমাহীন লাভে পৌঁছানোর জন্য বর্তমান অবস্থা ছেড়ে যাবে না?

সৃষ্টিতে এমন কোন বুদ্ধিমান সত্তা নেই যে বিশুদ্ধ সোনা লাভের জন্য এক দিনার ব্যয় করতে বললে এক মাস অপেক্ষা করতে বলা হলে সম্পদ অর্জন করতে আগ্রহী হয়, নিশ্চয়ই তার অহংকার তাকে দ্রুত তা ব্যয় করার অনুমতি দেবে। যদিও সেই সময়েই অনুরোধ করা যেতে পারে, প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে না, উদাহরণস্বরূপ, সেই সময়ের মধ্যে সে ভবিষ্যতে প্রচুর পুরষ্কার অর্জন করতে পারে, তাকে বুদ্ধিমান বলে বিবেচনা করা হবে না।

এমনও হতে পারে যে, সৃষ্টিতে তার অস্তিত্ব কল্পনা করা যাবে না, যদিও সেই মৃত্যু সর্বদা সবার উপর হুমকি এবং সোনা আখেরাতে কারও উপকার করবে না।

এমনও হতে পারে যে সে সেই মাসে বা তার পরের একদিন মারা যাবে এবং সেই সোনা থেকে কোন উপকার পাবে না। এই সমস্ত কিছু তার মতামতকে সেই পুরষ্কার কাটার জন্য ব্যয় করতে বাধা দেবে না। তাহলে বুদ্ধিমান সত্তার মতামত তার জীবনে আকাঙ্ক্ষার বোঝা বহন করতে প্রতারিত হয় যা সর্বাধিক একশো বছর এবং তার পুরষ্কার চিরন্তন আনন্দ?

যাইহোক, সৃষ্টির সুখের পথ অনুসরণ করতে অনীহা শেষ দিনে তাদের প্রত্যয়ের অভাবের কারণে। কারণ এমনকি অভাবগ্রস্ত বুদ্ধিও দ্রুত পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার উপর সুখের পথে যাওয়ার বিচার করবে।

ইমাম গাজ্জালী ফার্সি ভাষায় লেখা তাঁর মহান বই "*কিমিয়া-ই-সাদাত*" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য পরিবর্তনের আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট"-এ অনন্ত সুখকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন [2]:

আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা, বৃষ্টির ফোঁটা, বৃক্ষের পাতা, মরুভূমির বালির কণা এবং আকাশ ও পৃথিবীর পরমাণুর সমান অগণিত কৃতজ্ঞতা কেবল আল্লাহর জন্য উপযুক্ত, যার গুণ তাঁর একত্ব এবং সর্ব মহিমা, মহিমা, মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। কোন দাস মহামান্য রাজার পরিপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন নয়। তাঁর জ্ঞানের বাস্তবতায় কারও পথ নেই। বরং বাস্তবতার জ্ঞান পেতে অক্ষমতা স্বীকার করা সবচেয়ে সত্যবাদী এবং তাঁর প্রশংসা এবং স্তোত্রের অভাব স্বীকার করা ফেরেশতা এবং নবীদের দ্বারা আবৃত্তি করা প্রশংসা এবং স্তোত্রের চূড়ান্ত পর্যায়। মহারাজের প্রথম রশ্মিতে বিস্মিত হওয়াটাই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়। তাঁর অনুগ্রহের সান্নিধ্যের সন্ধানে বিস্মিত হওয়া রহস্যময় পথের পথচারীদের চূড়ান্ত পর্যায়। এর ভিত্তি হ'ল জ্ঞানের আশা ত্যাগ করা এবং নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করা। তাঁর জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার দাবি হ'ল সাদৃশ্য এবং সাদৃশ্যের কথা চিন্তা করা। তাঁর সত্তার অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে সকলের চোখ চমকে যায়। তাঁর আশ্চর্যজনক কর্ম দেখে সমস্ত বুদ্ধি যে ফল বহন করে, তা হ'ল প্রয়োজনীয় জ্ঞান। তাঁর সত্তার

মহত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য কেউ এমন হওয়া উচিত নয় যে তিনি কীভাবে এবং কেন আছেন। কোন হৃদয় এমন হইবে না যে, তাঁহার বিস্ময়কর কর্মের প্রতি অমনোযোগী থাকে। এগুলো কী এবং কার শক্তি দিয়ে কাজ করে। এটি যাতে এটি স্বীকার করতে পারে যে সবই অবশ্যই তাঁর শক্তির চিহ্ন এবং তাঁর মহত্ত্বের আলো। সেখানে যা কিছু আছে, তা তাঁর পক্ষ থেকে এবং তাঁর কর্তৃক। বরং যা কিছু আছে, সেটাই তিনিই। বাস্তবে তাঁর বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। বরং সবকিছুর অস্তিত্ব তাঁর সত্তার প্রতিফলন।

হে প্রিয় প্রিয়তমা! জেনে রেখো যে, আল্লাহ মানুষকে কৌতুক ও অহংকারের জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং একজনের কর্তব্য এবং এর মধ্যে থাকা বিপদ উভয়ই প্রচণ্ড, যেন কেউ অনন্ত নয় তবে অবশ্যই চিরকাল বেঁচে থাকতে হবে। অর্থাৎ, যদি কেউ সর্বদা থেকে না হয় (বা অনন্তকাল থেকে বেঁচে থাকে), তবে সে চিরকালের জন্য থাকবে। যদিও কারও দেহ কাদামাটি দিয়ে তৈরি হওয়া তুচ্ছ, তবে একজনের আত্মার বাস্তবতা অসাধারণ ঐশ্বরিক হওয়া। যদিও এর উৎপত্তি পশু, পশু, শয়তান এবং তাদের অশুচিগুলির গুণাবলীর সাথে মিশ্রিত হয়, তবে যখন এটি কষ্ট পায়, তখন এটি শুদ্ধ হয়ে যায় এবং ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। সর্বনিম্নের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হওয়া এবং সর্বোচ্চদের মধ্যে সেরা হওয়া একজনের কাজ। এর সর্বনিম্ন অবনতি হ'ল পশু এবং পশু এবং শয়তানের গর্তে পড়ে এটি ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষার জালে জড়িয়ে পড়ে। এর চূড়ান্ত পর্যায় হল এটি যে এটি ফেরেশতাদের পদমর্যাদায় পৌঁছেছে [অর্থাত্, আধ্যাত্মিক রাজ্যে]। উদাহরণস্বরূপ, এটি (আত্মা) ক্রোধ এবং কামনার খপ্পর থেকে মুক্তি পাবে। এই দু'জনকেই একজনের বন্দী হতে হবে এবং একজনকে তাদের রাজা হতে হবে। যখন রাজত্বের এই পদমর্যাদা একজন অর্জন করে, তখন সে ঈশ্বরের উপাসনার যোগ্য হয়ে ওঠে। এই উপাসনা করার ক্ষমতা ফেরেশতাদের গুণ। এটি একজন মানুষের পদমর্যাদার পরিপূর্ণতা। যখন কেউ ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রেমের স্বাদ পায়, তখন কেউ ঐশ্বরিক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে একটি মুহূর্তও কাটাতে পারে না। অফুরন্ত অনুগ্রহের দর্শন একজনের স্বর্গে পরিণত হয়। চোখ, পেট ও দৈহিক সুখের স্বর্গ একজনের জন্য তুচ্ছ ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যেহেতু কারও জন্মের শুরুতে মানুষের ভিত্তি অসম্পূর্ণ এবং তুচ্ছ, তাই পিতল এবং তামাকে বিশুদ্ধ করে এবং এটিকে সোনায় পরিণত করার মতো আলকেমির মতো কষ্ট এবং চিকিত্সা ছাড়া একজনকে নিখুঁত করা সম্ভব নয়। সবাই তা শনাক্ত করতে পারছে না। অনুরূপভাবে, এই আলকেমি যা মানুষের ভিত্তিকে পশুর অভ্যাসের অশুচিতা থেকে বিশুদ্ধ করে এবং এতে ফেরেশতাদের [আধ্যাত্মিক] শুদ্ধি নিয়ে আসে যার ফলে এটি চিরন্তন আনন্দ পায়। এটি খুব কঠিন, এবং প্রতিটি মানুষ এটি জানে না। এই থিসিস লেখার উদ্দেশ্য হল এই আলকেমির উপাদানগুলি বর্ণনা করা যা প্রকৃতপক্ষে চিরন্তন পরমানন্দের আলকেমি। এ কারণেই আমরা এই বইটির নাম দিয়েছি '*কিমিয়া-ই-সা'দাত*' বা 'আলকেমি বা ট্রান্সফরমেটিভ এজেন্ট অব চেঞ্জ ফর ইটারনাল হ্যাপিনেস অ্যান্ড এন্ডলেস সাকসেস'। "আলকেমি" নামটি এই বইয়ের সাথে অনেকটাই উপযুক্ত। কারণ পিতল এবং তামার মধ্যে হলুদ এবং ওজন ছাড়া আর কোনও পার্থক্য নেই এবং এই আলকেমি দ্বারা এই পৃথিবীতে ধনী হওয়া ছাড়া আর কোনও বস্তু নেই। পার্থিব জীবন সংক্ষিপ্ত। পার্থিব সম্পদ নিজেই কিছুই নয়। গবাদি পশুর অভ্যাস এবং ফেরেশতাদের গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই আলকেমির ফল হল চিরন্তন পরমন্দ। এর কোনো সীমা নেই। তার অনুগ্রহের শেষ নেই। কোন অপবিত্রতা তার পবিত্রতায় প্রবেশ করতে পারে না। আসলে এই বইটি একটি আলকেমি। এটি ছাড়া, অন্য কোনও কিছুকে আলকেমি হিসাবে নামকরণ করা লজ্জাজনক ছাড়া আর কিছুই নয়।

হে প্রিয় প্রিয়তমা! আপনার জানা উচিত যে সোনার আলকেমি যেমন প্রতিটি বৃদ্ধার কুটিরে পাওয়া যায় না বরং এটি অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি এবং রাজাদের সম্পদে পাওয়া যায়। তেমনি অনন্ত পরমানন্দের রসায়নও সর্বত্র পাওয়া যায় না। বরং তা ঐশ্বরিক ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। স্বর্গের ঐশ্বরিক ভাণ্ডার, ফেরেশতাদের সত্তা এবং পৃথিবীতে, নবীদের হৃদয়। যে ব্যক্তি নবুতের দরবারে ব্যতীত অন্য কোথাও তাদের অনুসন্ধান করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতারিত হবে। একজন বৃথা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কিয়ামতের দিন একজনের দারিদ্র্য প্রকাশ পাবে। সমগ্র সৃষ্টিই তার ভুয়া মুদ্রা জানতে পারবে এবং সবাই জানতে পারবে যে, তার কোনো জ্ঞান নেই। কেউ কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে:

لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ

"তোমরা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অজ্ঞ ও অজ্ঞতায় ছিলে। আমি তোমাদের কাছ থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ [যেমন পূর্বে তোমাদের কাছ থেকে যা গোপন ছিল, তা এখন তোমার তীক্ষ্ণ মনোযোগে রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 50, আয়াত 22)

সকল দয়াময় আল্লাহর (অর্থাৎ আল্লাহর) সবচেয়ে বড় রহমত হলো, তিনি দুনিয়ায় এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী (আঃ) প্রেরণ করেছেন, যিনি এই রসায়নের কৌশল শিক্ষা দেওয়ার জন্য (দুনিয়ার মানুষকে) শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে বলেন যে, হৃদয়ের নগদ মুদ্রা কষ্টের আড়ালে রাখুন এবং তাদেরকে কু-নৈতিকতার সংস্কারের পথ শিক্ষা দেন যা হৃদয়ের ঘনত্ব এবং অশুদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং হৃদয়কে ভাল নৈতিকতায় পরিপূর্ণ করার উপায়। আল্লাহ তাআলা যেমন তাঁর নিজের মহিমা ও সার্বভৌমত্বের দ্বারা নিজের প্রশংসা করেছিলেন, তেমনি তিনি নবীদের প্রেরণের গুণ ঘোষণা করেছিলেন এবং এটিকে সৃষ্টির উপর তাঁর কর্তব্য হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তিনি রাজা পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনিই সেইজন যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন। আর এর পূর্বে তারা প্রকাশ্য অজ্ঞতায় ছিল। (কুরআন, অধ্যায় 62, আয়াত 1-2)

(উপরের আয়াতে) "ইউজাক্কিহিম" *শব্দটি সেই* একই খারাপ নৈতিকতাকে বোঝায় যা পশুদের গুণাবলী এবং যা থেকে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদের মুক্তি দেন [বা অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুদ্ধ হন]। আরবী শব্দগুলো 'ইউ' *আল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা'* (যার অর্থ উপরোক্ত একই আয়াতে তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়) এই কথাকে বোঝায় যে, তিনি তাদেরকে ফেরেশতাগণের বলিদানের পোশাক পরিধান করান। এবং

আলকেমির উদ্দেশ্য (অর্থাত্, আধ্যাত্মিক রূপান্তরের রূপান্তরকারী এজেন্ট) হ'ল একজন মানুষকে সমস্ত ক্ষতিকারক এবং অবাঞ্ছিত জিনিসগুলির (অর্থাত্, আত্মার সমস্ত অভ্যন্তরীণ ত্রুটি এবং ক্ষতিকারক নেতিবাচক প্রবণতা) থেকে বিশুদ্ধ হওয়া উচিত এবং [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] পরিপূর্ণতার গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত হওয়া উচিত। সবচেয়ে বড় রসায়ন হচ্ছে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং মহান আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়া, যেমনটি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

"*ওয়াদকুরুস্মা রাব্বিকা ওয়া তাবততাল ইলাইহি তবতিলা*"
"আর তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ করো এবং পূর্ণ অনুজ্ঞার সাথে নিজেকে উৎসর্গ করো। (কুরআন, অধ্যায় 73, আয়াত 8)

(আরবি ভাষায়) '*তাবতিলা*' অর্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা। এটি এই আলকেমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা [চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের]। এর বিবরণ দীর্ঘ এবং কোনও সীমা নেই। কিন্তু এর শিরোনাম হল চারটি জিনিস জানা, [এবং] এর অপরিহার্য উপাদানগুলি হল চারটি লেনদেন জানা, এবং প্রতিটি অপরিহার্য উপাদানের দশটি মৌলিক নীতি রয়েছে।

চারটি শিরোনাম [চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের এই আলকেমির] হল:

(1) নিজের সত্তা জানা,
(2) ঈশ্বরকে জানা,
(3) বিশ্বের বাস্তবতা জানা, এবং
(4) আখেরাতের বাস্তবতা জানা।

উপরোক্ত চারটি বিষয় জানা আসলে ইসলামকে জানার শিরোনাম (অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ)। কিন্তু ইসলামের অপরিহার্য উপাদানগুলোর বিষয় চারটি।

দুটি অপরিহার্য উপাদান বাহ্যিক আত্মা ("*জহির*") এবং দুটি অভ্যন্তরীণ আত্মার সাথে সম্পর্কিত ("*বাতিন*")।

বাহ্যিক আত্মার সাথে সম্পর্কিত দুটি অপরিহার্য উপাদান হ'ল:
(1) ঈশ্বরের আদেশ পালন করা। এগুলোকে বলা হয় বাইরের ইবাদত (*ইবাদ) ।*
(2) কারও চলাচল ও জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিতে রাখা। এগুলোকে বলা হয় [সামাজিক] লেনদেন ("মু'*আম্মালাত*")।

অভ্যন্তরীণ আত্মা ("বাটিন") সম্পর্কিত দুটি অপরিহার্য উপাদান হ'ল:

(1) ক্রোধ, কৃপণতা, অহংকার, অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা ইত্যাদির মতো সমস্ত খারাপ [অভ্যন্তরীণ] নৈতিকতা থেকে হৃদয় [বা আত্মাকে] শুদ্ধ রাখা। এই [খারাপ এবং নিম্ন অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা] নৈতিকতাকে বিশ্বাসের পথে "*মুহলিকাত*" (আত্মার নেতিবাচকতা বা

অভ্যন্তরীণ অনৈতিকতা বা ধ্বংসাত্মক) এবং "*আকাবাত*" (অন্ধকার এবং সংকীর্ণ জায়গা যেখানে লোকেরা ডাকাতদের শিকার হয়) বলা হয়।
(2) ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, প্রেম, আশা, ঈশ্বরের উপর আস্থা ইত্যাদির মতো ভাল [অন্তর্নিহিত] নৈতিকতা দিয়ে হৃদয় [বা আত্মাকে] শোভা দেওয়া। এই নৈতিকতাকে বলা হয় *"মুনাজ্জিয়াত"* (ইতিবাচকতা বা আত্মার সমস্ত উচ্চতর অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যা তাকে পরিত্রাণ, আনন্দ, সত্যিকারের [চিরন্তন] সুখ এবং [চিরন্তন] সাফল্য নিয়ে আসে)।

চারটি অপরিহার্য উপাদান যার মধ্যে (আল্লাহর) ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দশটি ভিত্তি নিয়ে গঠিত। সেগুলো হলো:

(1) *আহলে সুন্নাহ* (অর্থাৎ, যারা সঠিক প্রথাগত পদ্ধতির উপর নির্ভর করে যা সমস্ত স্তরে [বাহ্যিক জীবন, অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা পরিচালনার] একটি অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল এবং প্রত্যয়িত পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে যা নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যায়),
(2) জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে,
(3) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (বা বাহ্যিক পবিত্রতা) এর ক্ষেত্রে,
(4) নামাযের ক্ষেত্রে (আল্লাহর কাছে)
(5) যাকাত (বা বাধ্যতামূলক দরিদ্র বা দান-খয়রাত) এর ক্ষেত্রে,
(6) রোজার ক্ষেত্রে,
(7) *হজ্জের* ক্ষেত্রে (বা মক্কার কা'*বা হজ্জ* যা পৃথিবীতে আল্লাহ ও তাঁর রহমতের প্রতীক)
(8) পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে,
(9) ঈশ্বরের স্মরণ, প্রার্থনা ও প্রার্থনার ক্ষেত্রে, এবং
(10) লিটানিগুলির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে [বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই নিজের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরকে প্রার্থনা করার জন্য]।

[সকল মানুষের সাথে] পারস্পরিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় অপরিহার্য উপাদানটিও দশটি ভিত্তি [বা নীতি] রয়েছে:
(1) খাবার গ্রহণের শিষ্টাচার,
(2) বিবাহের আচরণ,
(3) বাণিজ্য এবং বৃত্তির আচার-আচরণ,
(4) বৈধ অন্বেষণ [এবং বেআইনি থেকে বিরত থাকা],
(5) সাহচর্যের আচরণ,
(6) নির্জনতার আচরণ,
(7) ভ্রমণ ও ভ্রমণের আচার-আচরণ,
(8) আবৃত্তির শিষ্টাচার ("সামা" *বা* ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কিত ভক্তিমূলক আবৃত্তি) এবং [ফলস্বরূপ] আধ্যাত্মিক] পরমানন্দ,
(9) ভাল আদেশ দেওয়া এবং মন্দ নিষিদ্ধ করার আচরণ, এবং
(10) শাসক ও শাসকদের জন্য আচার-আচরণ।

"মুহলিকাত" *(বা আত্মার ধ্বংসাত্মক মন্দতা) সম্পর্কিত তৃতীয় অপরিহার্য উপাদানটিরও দশটি ভিত্তি [বা নীতি] রয়েছে:*

(1) [অভ্যন্তরীণ] আত্ম-শৃঙ্খলার আচরণ [এবং নিম্ন আত্মার মৌলিক আকাঙ্ক্ষাগুলি দমন করার জন্য আধ্যাত্মিক অনুশীলন ("*নাফস*")],
(2) খাদ্য এবং শারীরিক সুখের অত্যধিক ভোগের জন্য নিরাময়ের শিষ্টাচার,
(3) অতিরিক্ত কথা বলা এবং জিহ্বার মন্দ নিরাময়ের পদ্ধতি,
(4) ক্রোধ এবং অহংকার এবং মিথ্যা সম্মানের নিরাময়ের শিষ্টাচার,
(5) জগতের প্রেমের নিরাময়ের শিষ্টাচার,
(6) সম্পত্তি [এবং সম্পদ] এর প্রতি ভালবাসা নিরাময়ের আচরণ,
(7) আড়ম্বর এবং সম্মানের নিরাময়ের আচরণ (আত্ম-মহিমা এবং আত্ম-প্রশংসা),
(8) প্রদর্শন এবং ভণ্ডামির নিরাময়ের আচার-আচরণ,
(9) অহংকার এবং আত্ম-ধার্মিকতার নিরাময়ের শিষ্টাচার, এবং
(10) অহংকার এবং অবহেলার নিরাময়ের আচরণ।

"মুঞ্জিয়াত" সম্পর্কিত *চতুর্থ অপরিহার্য উপাদান* (বা আত্মার মহৎ অভ্যন্তরীণ গুণাবলী যা তাকে মোক্ষ এবং আনন্দ দেয়) এর দশটি ভিত্তি [বা নীতি] রয়েছে:
(1) তওবা করা [যে অন্যায় করেছে তা থেকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা,
(2) ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা [ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের জন্য],
(3) [ঈশ্বরকে] ভয় কর এবং [ঈশ্বরে] আশা কর;
(4) দারিদ্র্য [বা ঈশ্বরের সামনে পরম প্রয়োজনের অবস্থা] এবং তপস্যা,
(5) [ভাল] উদ্দেশ্য, আন্তরিকতা এবং সত্যবাদিতা,
(6) নিষ্ঠা এবং স্ব-জবাবদিহিতা,
(7) [আধ্যাত্মিক] ধ্যান (বা "*মুরাকাবা*" বা নিজের হৃদয়ের উপর ঈশ্বরের দৃষ্টি এবং আত্ম-প্রতিফলন এবং সমালোচনামূলক আত্ম-মূল্যায়ন নিয়ে চিন্তা করা),
(8) ঈশ্বরের একত্ব এবং ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখা,
(9) ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, এবং
(10) মৃত্যু এবং তার স্মৃতি (বা নিজের অনিবার্য মৃত্যু এবং নিজের জাগতিক অস্তিত্বের সমাপ্তি নিয়ে চিন্তা করা, যাতে বিষয়গুলি সঠিক দৃষ্টিকোণে রাখা যায়)।

এটি "কিমিয়া-ই-সা"দাত" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য পরিবর্তনের আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট" *বইয়ের অপরিহার্য উপাদান এবং মৌলিক বিষয়গুলির তালিকা।* আমরা চারটি শিরোনাম এবং চল্লিশটি নীতি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করব এবং আমাদের কলমকে কঠিন বাক্যাংশ এবং জটিলতায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখব যাতে এই বইটি সহজেই বোধগম্য হয়। কারণ যে কেউ গবেষণা করতে চায় বা জটিলতার গভীরে যেতে চায়, সে আমাদের আরবি বই যেমন "*ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন", "*জাওয়াহির আল-কুরআন*" বা "কুরআনের রত্ন" বা এই শাখার অন্যান্য সংকলনগুলির সাথে পরামর্শ এবং অধ্যয়ন করতে পারে।

এরপরে গাজ্জালী এই আলকেমির চারটি শিরোনাম (বা প্রয়োজনীয়তা) এবং চল্লিশটি নীতির একটি বিস্ময়কর ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম বিজয়ের রূপান্তরকারী এজেন্ট। ইমাম গাজ্জালী তাঁর চার খণ্ডের জ্ঞানের সংকলন "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন" গ্রন্থে অনন্ত পরমন্তুষ্টির আলকেমির একই চল্লিশটি নীতির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম গাজ্জালী তাঁর বই "*কিমিয়া-ই-সাদাত*" বা "অনন্ত সুখ এবং

অন্তহীন সাফল্যের জন্য আলকেমি বা পরিবর্তনশীল এজেন্ট" এর উপরের ভূমিকার পরে আলকেমি বা অনন্ত আনন্দের রূপান্তরকারী এজেন্টের চারটি প্রয়োজনীয়তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। অনন্ত আনন্দ এবং অবিরাম সাফল্য অর্জনের জন্য প্রথম শিরোনাম বা প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যায়, অর্থাৎ "নিজের আত্মাকে জানা", গাজ্জালী লিখেছেন [2]:

নিজের সত্তা জানা

প্রিয় প্রিয়তমা! সাবধান থাকুন যে নিজের সম্পর্কে জানা ঈশ্বরের উপলব্ধির চাবিকাঠি। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে বিধান করা হয়েছে যে:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"যে নিজেকে চিনতে পারে, সে তার প্রতিপালককে চিনতে পারে।

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব বিশ্বজগতের দূরবর্তী অঞ্চলে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে (আত্মা) , যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই সত্য। (কুরআন, অশেষ অধ্যায় 41, আয়াত 53)।

প্রিয় প্রিয়তমা! এই সমগ্র দুনিয়ায় আপনার নিজের 'নফস' (নাফস) এর চেয়ে নিকটবর্তী আর কিছুই আপনার নিকটবর্তী নয়। অতএব, আপনি যদি নিজের সত্তা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার চেষ্টা না করেন, অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার চেষ্টা না করেন, তবে আপনি আর কী সন্ধান করার বৃথা চেষ্টা করবেন? আপনি যদি মনে করেন যে, 'আমরা আমাদের নিজে হিসাব করি এবং চিনতে পারি' তবে আপনি অবশ্যই ভুল করছেন, কারণ এই জাতীয় জ্ঞান সম্ভবত কোনও কাজে আসতে পারে না। এটি কোন অবস্থাতেই জ্ঞানের ("মারিফা") চাবিকাঠি হতে পারে না, পরম প্রভু এবং মহাবিশ্বের প্রভুর (অর্থাৎ ঈশ্বর) জ্ঞানের জন্য মানুষের প্রচেষ্টার চাবিকাঠি হতে পারে। কারণ, এভাবে পশুরাও নিজেদের সম্পর্কে জানে। তারাও তাদের মাথা, মুখ, তাদের হাত, তাদের পা এবং তাদের মাংস ইত্যাদির মতো তাদের দেহের দৃশ্যমান অংশগুলি তৈরি করতে পারে, তবে আপনি আপনার অন্য সত্তা সম্পর্কে এতটাই জানেন যে আপনি ক্ষুধার্ত হলে আপনার খাবার গ্রহণ করেন, যার সাথে আপনি রাগ করেন এবং যখন শারীরিক আকাঙ্ক্ষার তাগিদ আপনাকে পরাজিত করে, আপনি বিবাহে প্রবেশ করেন। সুতরাং, আপনার এবং এই প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য কি? প্রকৃতপক্ষে, আপনার যা জানা উচিত তা হ'ল, আপনি কী, আপনি কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাবেন? আপনি এখানে (এই দুনিয়ায়) আসার কারণ কী? প্রভু আপনাকে কিসের জন্য সৃষ্টি করেছেন? সংক্ষেপে, কোনটি আপনার জন্য ভাল এবং কোনটি আপনার জন্য খারাপ?

এমনকি পাখি ও পশুরাও শয়তানের কিছু বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আপনার মধ্যে যে গুণাবলী রয়েছে তাতে সমৃদ্ধ। তবুও, আপনার চরিত্রের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মধ্যে আপনি এবং ফেরেশতারা সমান। তাহলে আপনার ক্ষণস্থায়ী ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্যগুলো কী? আপনার উৎপত্তি,

সারমর্ম কী? সুতরাং, আপনি যদি নিজের সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ 'বেসিকগুলি' সম্পর্কে আঁকড়ে না পড়েন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ধন্যের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হবেন না।

এই গুণাবলীর প্রত্যেকটির নিজস্ব স্বতন্ত্র 'খাদ্য' রয়েছে যা এটিকে পুষ্ট করে, বজায় রাখে এবং এর বৃদ্ধিকে উত্সাহ দেয়, যার ফলে মঙ্গল এবং প্রশংসনীয় আচরণের প্রচার হয়। পশুদের উন্নতি, যেমন কেউ পর্যবেক্ষণ করে, খাওয়া, পান করা এবং সুস্থ ও শক্তিশালী হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে। অতএব, যদি আপনিও পশু হন তবে আপনার দিনের পর দিন তাদের পথ অনুসরণ করা উচিত, আপনার পেট পূর্ণ করা উচিত এবং আপনার শারীরিক আকাঙ্ক্ষাগুলি সর্বাধিক পূরণ করা উচিত।

আক্রমণ এবং হত্যা জঙ্গলের প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিকভাবেই তাহাদিগকে তাহা করিতে বাধ্য হইবে, অথচ মন্দতা, তাহার পরিণতি, খলনায়ক কার্যকলাপ ও বিশ্বাসঘাতকতা হইতে শয়তানের চিহ্ন ও প্রতীক। সুতরাং, আপনি যদি মনে করেন যে আপনিও এই শয়তানদের মধ্যে একজন, তবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আপনার হৃদয়কে খুশি করা উচিত। অন্যদিকে, পশু ও পশুদের বিপরীতে, ঈশ্বরের মহিমা অন্বেষণ করা ফেরেশতাদের আত্মার খাদ্য। আর যদি তোমরা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে হও, তবে তাদের মতো আপনাদেরও উচিত ঈশ্বরের মহিমা দেখার চেষ্টা করা, যাতে তোমরা অনৈতিক কামুক সুখ এবং তোমার সহকর্মীদের উপর অহংকারী ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে পার।

সুতরাং আপনার মধ্যে আত্মাকে গ্রাস করুন, নিজের মধ্যে সত্যের সন্ধান করুন। এতটাই নিষ্ঠার সহিত তা কর, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, তোমাদের মধ্যে, পশুপাখি, শিকারী পাখি ও পশুদের মধ্যে ঈশ্বর যে অভিন্ন গুণাবলী সৃষ্টি করেছেন, তা সাধারণ মঙ্গলের জন্য, এই জন্য নয় যে, আপনিও পশু ও অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারেন। পশু, পাখি ও পশু তোমাদের সেবা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

বিচক্ষণ ও জ্ঞানীগণ এই মর্যাদাকে 'আল্লাহর পথে ও আল্লাহর সামনে থাকা' বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ (অর্থাৎ সাধারণ মানুষ) একে জান্নাত বলে। সুতরাং, ঈশ্বর আপনার মধ্যে যে মহান, সৎ অন্তর্নিহিত মূল্য প্রবর্তিত করেছেন তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে জীবিত হওয়া আপনার কর্তব্য যাতে আপনি তাঁর জ্ঞান (" *মারিফা") অর্জন করতে পারেন*। প্রকৃতপক্ষে, একজন সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি, যিনি 'দ্বীন' (ঈশ্বরের পথ) এর মূল্য জানেন সত্ত্বেও এটি থেকে দূরে থাকেন।

প্রিয় প্রিয়তমা! আপনি যদি আন্তরিকভাবে আপনার অন্তরের অন্তর্দৃষ্টি পেতে চান, তবে জেনে রাখুন যে ঈশ্বর আপনাকে দুটি জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছেন, যথা, বাইরের গঠন, শরীর যা চোখে দৃশ্যমান এবং অভ্যন্তরীণ আত্মা যাকে বলা হয় '*নাফস*' (স্ব), '*কলব*' (হৃদয়) বা '*রুহ*' (আত্মা)। যাইহোক, এগুলি '*বাতিন*' (অভ্যন্তরীণ সত্তা) এর চোখ দিয়ে দেখা যায়, অর্থাৎ অন্য দৃশ্যমান, অস্পষ্ট আত্মা দ্বারা। এই সত্যই হচ্ছে মূল জিনিস, অলঙ্ঘনীয় ভিত্তি, অস্তিত্বের মূল অর্থ। অন্য সমস্ত জিনিস এর অধীন (অর্থাৎ হৃদয়ের)। তাই, আমরা যখন আমাদের হৃদয় থেকে কথা বলি, তখন আমরা সত্যকে বোঝাই। কখনও কখনও একে 'আত্মা' ("রুহ") বলা হয়। কখনো কখনো একে '*নাফস*' বলা হয়। *'কলব'* অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড মানে মানব দেহের বাম পাশে অবস্থিত মাংসের পিণ্ড নয়, যা পশুদেরও অধিকারী এবং এমনকি মৃতদেরও রয়েছে। এই '*কলব*' অর্থাৎ হৃদয়

মানবজাতির জন্য প্রকৃত অনস্বীকার্য সত্য। এটি অনন্য, খাঁটি এবং প্রধান সত্য যা প্রকাশিত হলেও মানুষের চোখে তা অনুশোচনা করা যায় না। এটি 'শাহাদা' নামক [দৃশ্যমান বা দৃশ্যমান] রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত। এটি একটি উঁচু ডোমেইন। মঙ্গলভাব তার সমস্ত জাঁকজমকের সাথে এটি থেকে বেরিয়ে আসে!

এই মাংসের পিণ্ড, হৃদয়, দেহের নাইট-রাইডার। দেহের বাকি অংশটি তার সৈন্য বা তার আদেশের অধীন। হৃদয় এই বাহিনীর রাজা এবং সেনাপতি। এর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর "*মারিফা*" বা জ্ঞান অর্জন, মানুষের হৃদয়ে তাঁর দ্বারা প্রদত্ত অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে তাঁর মহৎ করুণার উপলব্ধি এবং অর্জন। এটি তাঁর ভালবাসায় স্পন্দিত হয়। সর্বদা তাঁর প্রশংসা আবৃত্তি করা হয়, একমাত্র তিনিই উপাসনার যোগ্য। একমাত্র তিনিই তাঁর লোকদের উপর রহমত বা শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। প্রতিশোধ ও প্রতিদান কেবল তাঁর অধিকার, একমাত্র তিনিই আশীর্বাদ করতে পারেন বা বাধা দিতে পারেন। সুতরাং, ঈশ্বরের "মারিফা" বা জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করাই এই লক্ষ্যের মূল চাবিকাঠি।

হে প্রিয় প্রিয়তমা! আপনার বোঝা উচিত যে আপনার এটি মূল্যায়ন করা উচিত, কারণ আপনার স্ব একটি অমূল্য রত্ন। এর স্বর্গদূতের আত্মীয়তা রয়েছে। সর্বোচ্চ শিখর তার স্বর্গ। এটি ঈশ্বরের চূড়ান্ত উচ্চতর লক্ষ্যের পথে একজন মহৎ পথচারী। জীবনের এই সংক্ষিপ্ত যাত্রায়, এটি সর্বদা [তার চূড়ান্ত এবং চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে] এগিয়ে যাওয়ার সময় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি এবং অন্যান্য পেশায় রয়ে যায়।

প্রিয় বন্ধু! বুঝে নিন যে, যদি না আপনি নিজের ভেতরে এক নজর না দেন, তাহলে আপনি হৃদয় সম্পর্কে সত্য ("কলব") বুঝতে পারবেন না। একবার আপনি হৃদয়কে অনুধাবিত করার পরে, তারপরে আপনাকে তার সেনাবাহিনী, অর্থাৎ তার অপরাজেয় শক্তির সন্ধান করা উচিত। তারপর 'মা'*রিফা*' (বা আল্লাহর জ্ঞান) এবং 'সা'*দাহ*' (বা অনন্ত সুখ ও চিরস্থায়ী সাফল্য) এর মধ্যে সংযোগকে সনাক্ত করার চেষ্টা করুন। হৃদয়ের মহিমা অস্বীকার করা যায় না, উপরিউক্ত দেহের তুলনায়, যা একটি কাঠের ফ্রেমের মতো, একটি নিছক সুপ্ত অবকাঠামো। এটা কিছুই নয়। এ যেন মৃতের মতো। "*কলব*" অর্থাৎ হৃদয় বলতে আমরা আত্মার সত্যতা ("রুহ") বোঝাই। আত্মা ছাড়া, দেহ মৃত এবং মৃতদেহ। যদি কেউ কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে নিজের শারীরিক সত্তার সমস্ত চিন্তাভাবনাকে নির্বাসিত করে, যা পূর্বে সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান ছিল এবং নিজের আত্মা, নিজের আত্মার সন্ধানে নিমগ্ন থাকে, তবে সে তার সন্ধান খুঁজে পাবে। প্রকৃতপক্ষে, আসল অনুসন্ধানটি হ'ল হৃদয়ের যোগ্য। এটি আখেরাতের একটিকেও অবহিত করবে। এর বিপরীতে যাহা কিছু হইবে তাহা বাদ দিলে একইসঙ্গে হৃদয়ের অন্তর্নিহিততাও উপলব্ধি করিতে পারিবে।

'হৃদয়' কী? হৃৎপিণ্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ঐশ্বরিক আইন তার একাডেমিক বিতর্কের অনুমতি দেয় না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ এ বিষয়ে উত্থাপন করেননি যে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ঘোষণা করেছেন:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

"আর তারা তোমাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, আত্মা আমার পালনকর্তার আদেশ। (কুরআন, 17 অধ্যায়, 85 আয়াত)

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ

"দেখ, সৃষ্টি তাঁরই এবং আদেশ তাঁরই। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 54)

"খালক", *সৃষ্টি এবং "আমর"* এর *রাজ্যে,* অর্ডিনেশন একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। "*খালক*" (সৃষ্টি), মাত্রাগত পরিমাপের উপাদান, পরিমাণ এবং ভর আসন্ন। অভিধানে, অর্থ "*খালক*" (বা সৃষ্টি) অনুমানকে বোঝায়। কিন্তু মানুষের হৃদয়কে এই পরীক্ষা দেওয়া যায় না, কারণ এটি বিভাজন মেনে নেয় না। যদি হৃদয় বিভাজিত হতে পারে, তবে ভিত্তিটি ভালভাবে ধরে রাখতে পারে, যার মাধ্যমে এটি একবারে কোনও ইস্যুতে একটি ঋষি বা সম্পূর্ণ নবীন হতে পারে। সুতরাং একজন ব্যক্তি একই সাথে '*আলিম*' (পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি) এবং '*জাহিল*' (অজ্ঞ) হওয়া অকল্পনীয়। বিপরীতে, যদিও আত্মা ("*রুহ*") ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, এটি একইভাবে সম্পূর্ণরূপে অবিভাজ্য, বা ভরের কোড, পরিমাপ বা পরিমাণের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। *আমর* (হুকুম) আল্লাহর ইচ্ছা, প্রকাশ্য ও সর্বোচ্চ।

তাছাড়া যারা আত্মাকে সুদূর, সুদূর ও প্রাচীন জিনিস বলে মনে করে, তারা সবাই ভুল। সীমাবদ্ধতা, যা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, কীভাবে সীমাবদ্ধতা এবং কর্তৃত্বের অধীন হতে পারে না? যখন আত্মা সত্যই খাঁটি এবং অত্যধিক হয়, তখন শারীরিক কাঠামো, দেহ কীভাবে আত্মাকে অগ্রাহ্য করতে পারে? যেমন, আত্মা কীভাবে "আর্ড" বা স্প্যান হতে পারে?

অনুরূপভাবে, যারা আত্মাকে দেহ বলে অভিহিত করেছেন, তারা আত্মবিরোধী এবং তাই প্রতারিত। অবশ্যই, দেহটি টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে তবে আত্মা নয়, যা পূর্বোক্ত হিসাবে অবিভাজ্য। এই বিষয়ে একটি সূক্ষ্ম পয়েন্ট উত্থাপন করে, প্রাণীদের মধ্যে আত্মাকে তার চূড়ান্ত সংকোচনে দূর করার কথা বলা হয় তবে আসল আত্মা যাকে আমরা হৃদয় বলি, ঈশ্বরের জ্ঞানের মহান স্থান ("*মা'রিফা*") কিন্তু প্রাণীরা এই [দ্বিতীয় আত্মা] থেকে বঞ্চিত। আত্মা শারীরিক দেহ বা ব্যাপ্তি নয় তবে এটি একটি বিশুদ্ধ দেবদূত রত্ন যার মূল্যায়ন কঠিন, উচ্চারণ বা প্রসারিত করার অনুমতি দেওয়া হয় না। নির্ধারিত পরামিতিগুলির মধ্যে কেবল এটি সম্পর্কে একটি ন্যায্য জ্ঞান থাকতে পারে:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব। (কুরআন, অধ্যায় 29, আয়াত 69)

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"তিনি ব্যতীত আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে কেউ জানে না। (কুরআন, অধ্যায় 74, আয়াত 31)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, হৃদয়কে আখেরাতের জন্য নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহর রহমত লাভের আকাঙ্ক্ষাই এর লক্ষ্য। এই

আশীর্বাদগুলি ঈশ্বরের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কেউ তার পণ্য দ্বারা কোনও জিনিসের লেখক বা প্রযোজক সম্পর্কে একটি ধারণা পায়। মানুষের বিচক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলি একজনকে তাদের মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে, তাদের মূল্য। জগতের বিস্ময়কর বিস্ময়গুলির মহৎ স্রষ্টার কাজগুলি, প্রতিটি তার নিজস্ব শক্তিতে প্রতিকূল এবং অনন্য, তবে কেবল মানুষের মধ্যে বিচক্ষণতার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেই তাদের সূক্ষ্ম আকর্ষণের জন্য প্রশংসা এবং প্রশংসিত হতে পারে। উপলব্ধি এবং অনুপ্রবেশের আপাতদৃষ্টিতে গুণাবলী প্রধানত বিপরীতে শারীরিক ক্রিয়া, তবে হৃদয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের "*মারিফা*" বা জ্ঞান যা উপরিভাগে অর্জন করা যায় না। দেহের সংবেদনশীল ক্ষমতাগুলি এইভাবে ফাঁস (অর্থাত্, "প্রাণী আত্মা"), যেখানে দেহ হ'ল ফাঁসি এবং আরোহী (অর্থাত্, প্রকৃত আত্মা বা "মানব আত্মা") উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং বাহক)। সুতরাং ঐক্যবদ্ধ ফ্রেম (অর্থাত্, দেহ) হৃৎপিণ্ডের জন্য একটি পূর্বশর্ত, যা জল, কাদামাটি এবং তাপ দ্বারা গঠিত। অতএব, এটি এতটা শক্তিশালী নয়। অভ্যন্তরীণ ("*বাতিন*") এবং বাইরের ("*জহির*") সত্তার প্রয়োজনীয় খাবারের অভাবের কারণে, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক চাহিদার কারণে, মানুষের মৌলিক বিবর্তনীয় উপাদান হিসাবে আগুন এবং জলের মতো পশুর মতো উপাদানগুলির কারণে এটি মারাত্মকভাবে মৃত্যুর ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। অতএব, এটি স্বাভাবিকভাবেই খাওয়ার জন্য খাবার এবং পান করার জন্য জলের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। আশ্চর্যের কিছু নেই, একদিকে [যা মানব জীবন এবং এর কল্যাণকে হুমকিস্বরূপ] এবং অন্যদিকে লোভ এবং ক্রোধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই দুটি শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে [কারণ এই এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অনৈতিকতা আত্মার জীবন এবং কল্যাণকে হুমকির মুখে ফেলেছে]। এগুলো অন্তরের শক্তি। অতএব, প্রথমে আত্মার সারমর্ম, তারপরে তার সেনাবাহিনী এবং তারপরে অন্তরের এই দুষ্ট শক্তিগুলির বিরুদ্ধে "সংগ্রাম" (অর্থাত্, ঈশ্বরের পথে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম) আসে। অতএব, প্রথমে আত্মার সারমর্ম আসে ["মানব আত্মা" নামেও পরিচিত, "পশু আত্মা" এর বিপরীতে যা কেবল মানুষের শারীরিক অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলির জীবনে অবদান রাখে], তারপরে তার সেনাবাহিনী বা বাহিনী এবং তারপরে এই দুষ্ট অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির (অর্থাত্ মন্দ এবং নেতিবাচক প্রবণতা) বিরুদ্ধে "সংগ্রাম" বা সংগ্রাম করে।

যেহেতু অদৃশ্য জিনিসগুলি দেখা এবং দেহ এবং অভ্যন্তরীণ উভয়ের অদৃশ্য শত্রুকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, তাই দেহের এই সংবেদনশীল অঙ্গগুলির এবং অভ্যন্তরীণ সংবেদনশীলতার প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। [মানবিক ইন্দ্রিয়] দেখা, গন্ধ নেওয়া, স্বাদ নেওয়া, স্পর্শ করা এবং শ্রবণ শরীরের মৌলিক সংবেদনশীল অঙ্গ। তাদের প্রত্যেকেই একটি একক দায়িত্ব পালন করে। তাদের মধ্যে কেউ যদি বিপথগামী হয়, তবে তা বিঘ্নিত হবে এবং পার্থিব ও পরকালের বিষয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের [মানব অনুষদ] এই শক্তিগুলি হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বোচ্চ প্রজ্ঞায় তাদেরকে হৃদয়ের অধীনস্থ করেছেন, তাঁর মহৎ সন্তুষ্টি অনুসারে, যাতে তারা মানব দেহের যত্ন নিতে পারে। এটি যাতে হৃদয় তার পুরষ্কার পেতে পারে, তার শিকার পেতে পারে, [জ্ঞানের ঐশ্বরিক অনুগ্রহে] আশীর্বাদ পেতে পারে এবং ফলস্বরূপ, পরকালের জন্য তার দর কষাকষি সম্পন্ন করতে পারে। এই সৎ শক্তিগুলি ফেরেশতাদের মতো অনেক উল্লেখযোগ্য ভক্তির সাথে সেবা করে এবং গভীর আনন্দে ঈশ্বরের আনুগত্য করার জন্য গভীর গর্ব করে। তারা কখনো তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে না। হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বরং দীর্ঘ।

প্রিয় প্রিয়তমা! উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শরীর একটি শহরের মতো, হাত-পা এই শহরের শ্রমিকের মতো। আকাঙ্ক্ষা তার প্রধান চালিকাশক্তি (অর্থাত্, প্ররোচনাকারী)। ক্ষোভ শহরের পুলিশ প্রধানের মতো। হৃদয় তার রাজা এবং কারণ তার প্রধানমন্ত্রী। রাজার সরকার চালানোর জন্য তাদের সবাইকে দরকার কিন্তু কামনা, যা একটি শক্তিশালী প্রেরণাদায়ক শক্তি, মন্দ এবং উস্কানিমূলক। অন্যদিকে বিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রীর মতো বুদ্ধিমত্তা সব সময় এর বিরোধিতা করে থাকে যাতে সরকারের তহবিল আত্মসাৎ বা দখল না হয়। পুলিশ প্রধানের মতো ক্ষোভ সর্বদা অনিয়মিত, প্রতিক্রিয়াশীল এবং তার সীমানা অতিক্রম করে। এই পরিস্থিতিতে, রাজা যিনি তাদের সবার ঊর্ধ্বে, সবকিছুর দৃঢ়ভাবে হিসাব করেন, তার প্রধানমন্ত্রীর (অর্থাৎ বুদ্ধি) সাথে পরামর্শ করেন এবং বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেন না। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে আকাঙ্ক্ষা এবং ক্রোধ তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে [সীমার মধ্যে], এবং অশুভকে অঙ্কুরে নিক্ষেপ করা রাজার প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এটাই হৃৎপিণ্ডের অবস্থান।

শরীর রক্ষার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা খাদ্য ও পানি সরবরাহ করেছেন। যেমন, তারা দেহের দাস। পরিবর্তে, দেহটি ইন্দ্রিয়গুলির বোঝা ধরে রাখা এবং বহন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, অর্থাত্, সংবেদনগুলির এই বিচক্ষণ এজেন্টগুলি, তাই তারা দেহের দাস হিসাবে কাজ করে। এই ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় ক্ষমতাগুলি ঈশ্বরের আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলির বিচক্ষণতা এবং সত্য উপলব্ধির জন্য সত্যগুলি শেখার এবং আত্মস্থ করার কারণের প্রহরী। বুদ্ধি, তার পক্ষে, তাদের মশাল-বহনকারী, উজ্জ্বল পথ সন্ধানকারী হিসাবে কাজ করার জন্য বোঝানো হয়েছে - এই মহাবিশ্বে তিনি যা বিবর্তিত করেছেন এবং শূন্যতা থেকে যা ডিজাইন করেছেন তার মধ্যে ঈশ্বরের সৌন্দর্যের অনন্য মহিমা উপভোগ করতে মানুষকে সক্ষম করার জন্য গাইড। সুতরাং, যদি এটি (অর্থাৎ *ঐশ্বরিক* সৌন্দর্যের সাক্ষী) "হৃদয়ের ইডেন" হয়, তবে বুদ্ধি (বা "*আকল*") তার দাস। যখনই একজন মানুষের হৃদয় এইভাবে মুগ্ধ হয় এবং তাঁর মহিমায় মুগ্ধ হয়, তখনই সে ঈশ্বরের বরকতময় বান্দা হয়ে যায়। নিচের পবিত্র আয়াতে (কুরআন) এ চিত্রিত হয়েছে:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি (অর্থাৎ আল্লাহ) কেবল আমার ইবাদত করার জন্য *জিন ও* মানুষকে সৃষ্টি করেছি। (কুরআন, অধ্যায় 51, আয়াত 56)

ঈশ্বর মানুষকে রাজত্ব করার জন্য হৃদয় এবং তার রাজ্য দিয়েছেন। তিনি একজনকে সেনাবাহিনী সরবরাহ করেছিলেন - এটি করার শক্তি, অশ্বারোহণের উপায়, যাতে একজনকে মহিমা উচ্চতর অঞ্চলে উন্নীত করা যায়। অতএব, কেউ যদি এই উচ্চতর মর্যাদার উৎকৃষ্ট করুণা পালন করতে চায় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তার অঙ্গীকার রক্ষা করতে চায়, একজন নম্র বান্দার মতো তাঁর আনুগত্য করতে চায়, তবে তার উচিত হৃদয় ও প্রাণ দিয়ে তাঁর ইবাদত করা এবং এই লক্ষ্যে নির্ধারিত পথ অনুসরণ করা। এই পরিস্থিতিতে, রাজার সিংহাসনে নিজেকে স্থাপন করা উচিত এবং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকা একজনের চূড়ান্ত লক্ষ্য করা উচিত। একজনকে অবশ্যই নিজের হৃদয়ের অনুসরণ করতে হবে, সৎকর্ম করতে হবে এবং আখেরাতকে তার চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রকৃত দেশ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। যেমন, একজনের উচিত এই পৃথিবীকে ক্ষণস্থায়ী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, জীবনের মধ্য দিয়ে যাত্রার জন্য একটি অস্থায়ী পথ, ঈশ্বরের সাথে চূড়ান্ত সাক্ষাতের জন্য। দেহকে আরোহী

আরোহণ, হাত-পা দাস, বুদ্ধি প্রধানমন্ত্রী এবং পার্থিব বিষয়গুলির পর্যবেক্ষক হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। একজনের ক্রোধকে কঠোর বিচারক হিসাবে গ্রহণ করা উচিত এবং নিজের ঈশ্বর-প্রদত্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে তার গোয়েন্দা এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। একইভাবে একজনের মনকে এইভাবে প্রাপ্ত প্রমাণগুলি ছাঁটাই করার জন্য এবং নিজের পথে সমস্ত মন্দ বিপদ এবং বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ, একইভাবে তদারকি করতে হবে যে তার এক্তিয়ারের মধ্যে সবকিছু ঠিক আছে এবং তার শক্তি, তার সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না। একজনকে অবশ্যই এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যাতে একজনের চার্জ শান্তির আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে। এটা নিশ্চিত করে যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে আনন্দময় অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধ সওয়াবের অধিকারী হবে। এতটাই যে, শীঘ্রই একজন তাঁর দ্বারা বিশ্বস্তদের প্রতিশ্রুত সাফল্যের মুকুট পরিধান করবে। অন্যথায়, যারা সর্বস্ব হারিয়েছেন তাদের মধ্যে একজন গণনা করা হবে। এমন একজন হতভাগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং প্রতিশোধ নেওয়া হবে একজনের ভাগ্য।

ফলস্বরূপ, একজনের অনুমান করা উচিত যে প্রতিটি ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সত্তার শক্তি, আত্মার সাথে সরাসরি সংযোগ রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে, একজন বিশেষ গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। খারাপ গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যগুলি একজনকে ধ্বংস করে, যখন ভালগুলি একজনকে ভাগ্যবানদের উচ্চ স্থানে নিয়ে যায়। যদিও বহুমুখী, এই স্বভাবগুলির মধ্যে চারটি (বা অভ্যন্তরীণ গুণাবলী) মানুষের প্রধান বিভাগ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

1) [বন্য বর্বর] পশুদের বৈশিষ্ট্য,
2) ফেরেশতার গুণাবলী,
3) শয়তানের কুকর্ম,
4) প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য

উদাহরণস্বরূপ, মানুষের লোভ একজনকে অপবিত্র আবেগের অধীন করে তোলে যখন স্বাভাবিক তাগিদ, যেমন খাওয়া, পান করা এবং প্রাকৃতিক যৌন প্রবৃত্তি পূরণের আশ্রয় নেওয়া, যা প্রাণীদের দ্বারা ধারণ করা হয়, উভয়ের জন্য সাধারণ থাকে (অর্থাত্ মানুষ এবং প্রাণীদের মধ্যে)। অন্যদিকে, শারীরিক বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে নিজের শত্রুকে আক্রমণ করা এবং ছিন্নভিন্ন করার [বর্বর] পশুর মতো গুণাবলী একটি অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ দ্বারা উদ্দীপিত হয়, যার ফলে গুরুতর বিবাদ, ছোটখাটো ঝগড়া এবং যারা সহ্য করতে পারে না তাদের অপবাদ ও গালিগালাজ করা হয়।

বিপরীতে, মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা একজনকে ভাল কাজ করা এবং মন্দকে প্রতিরোধ করা, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে সেরাফিক কাজ করতে প্ররোচিত করে। এই ধরনের ব্যক্তি মানুষের শিক্ষা (সচেতনতা এবং আলোকিতকরণ) প্রচার করে, তাদের বিভিন্ন উপায়ে সহায়তা করে এবং সাধারণত নিজের সহকর্মীদের জন্য পরিচারক দেবদূত হয়। একজন ঐশ্বরিক সত্যের প্রশংসা করে এবং অজ্ঞতা এবং খারাপ আচরণকে [কারও প্রতি, ভুল এবং অবাঞ্ছিত হওয়া] বলে মনে করে।

যেমন, চরিত্রের এই বিশেষ প্রবণতাগুলি, বদমাশ হাউন্ডের মতো প্রবণতা, শূকরের মতো উপায়, শয়তানের মন্দ এবং স্বর্গদূতের অভ্যাসের সাথে বিস্তৃতভাবে প্রতীক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ,

কুকুরটি দেখতে কুৎসিত নয়, তবে অভ্যাসের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে। এতটাই যে, মাঝে মাঝে এটি নিজের মতো ঘেউ ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে। একইভাবে, শূকর প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত নয়, তবে নোংরা এবং নোংরা জিনিসগুলির প্রতি তার সুপ্ত উন্মাদনার কারণে এটি সাধারণত ঘৃণা করা হয়। শূকর শব্দটি একটি কঠোর শব্দ এবং একটি ঘৃণ্য। শয়তান এবং কুকুর একইভাবে অবস্থিত। মানুষের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটাই "শয়তানের গুণাবলী" বলতে বোঝায়। এর বিপরীত হচ্ছে 'ফেরেশতার গুণাবলী'। এই শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে শয়তান হওয়া বা দেবদূতের মতো হওয়া।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি শয়তান কার্যত উপস্থিত থাকে। আমিও তার থেকে মুক্ত নই, বরং পরম করুণাময় আল্লাহ আমাকে তাঁর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন এবং পরাজিত করেছেন। সে (অর্থাৎ শয়তান) [আমার বিরুদ্ধে] অসহায়"।

অনুরূপভাবে, মানুষের আদেশ এবং বাধ্যবাধকতার অধীনে রয়েছে কামনা এবং ব্যভিচারের শূকর এবং হত্যাকাণ্ড এবং বন্য ক্রোধের অভিশাপ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা। অতএব মানুষের উচিত সমস্ত দুষ্ট ও দুষ্টকে প্রতিহত করা। কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি তা করবে, ঈশ্বর তাকে এইরকম পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করবেন, যা এইরকম অসাধারণ আচরণের কারণে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, খারাপ চরিত্রের কুৎসিত অভ্যাসগুলো একজনকে দুর্ভাগ্যের দিকে পরিচালিত করবে এবং [নিছক ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের কারণে] ঈশ্বরের [প্রাপ্য] শাস্তি পাবে।

এমন একজন ব্যক্তির অবস্থা কল্পনা করা যায়। কেউ কুকুর, শূকর বা শয়তানের সামনে হাতকড়া পরা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত। এর যুক্তি দাঁড়ায় যে, যদি একজন বিশ্বাসীকে কোন অবিশ্বাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তার প্রতি যে আচরণ করা হবে তা স্পষ্ট। আর যদি কোন ফেরেশতাকে শূকর, অভিশাপ বা শয়তানের হাতে সমর্পণ করা হয়, তবে তার অবস্থা মুমিনের চেয়ে খারাপ হবে। যে ব্যক্তির চরম হতাশা এবং হতাশার জন্য, জাগতিক ক্রোধের বৈশিষ্ট্যে অভিশপ্ত মানুষ নিজেকে একটি ভয়ঙ্কর শিকারী বা নেকড়ের আকারে খুঁজে পাবে এবং যে কামনার শিকার হয়েছে, সে কেয়ামতের দিন নিজেকে শূকরের রূপে দেখতে পাবে। যদি কেউ স্বপ্নে নেকড়েকে একইভাবে দেখেন, তবে এর অর্থ হবে যে ব্যক্তিটি একজন অত্যাচারী। শূকরের ক্ষেত্রে, কেউ অনুমান করতে পারে যে একজন নোংরা এবং অবনমিত। একজন ব্যক্তি তাদের এবং তাদের পছন্দের কাছ থেকে যত দূরে যায়, তত বেশি একজনের সাধারণ আচরণ এবং অভ্যন্তরীণ স্ব নিজেকে কীভাবে পরিচালনা করে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

এখন আমরা অন্তরের আদেশ-প্রদানকারীদের সম্পর্কে জানি, আপনার অন্তরের দিকে আপনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং নিজের জন্য মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন যে তাদের মধ্যে কে আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং আপনি কোথায় অবস্থান করছেন। সাবধান থাকুন যে আপনার কাজ এবং কাজগুলি আপনার মধ্যে একটি অনুরূপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তৈরি করবে যা আপনাকে তৈরি করবে বা ক্ষতিগ্রস্থ করবে। প্রকৃতপক্ষে, ভাল থেকে ভাল ছাড়া আর কিছুই উদ্ভব হয় না। একইভাবে, যদি তোমরা কামনা করা শূকরের বাধ্য হও, তা হলে তোমার একইরকম অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, লোভ, তোষামোদ, নোংরামি এবং অন্যদের দুষ্টতার উপর সুখী হওয়ার অভ্যাস থাকবে। যাইহোক, যদি আপনি শূকরকে দমন করতে সফল হন [যেমন

আপনার অন্তরের গুণাবলী], এটি থেকে আরও ভাল হয়ে ওঠেন, তবে আপনি সন্তুষ্টি, অনুগ্রহ, প্রজ্ঞা, ধার্মিকতা এবং নিঃস্বার্থতা ইত্যাদির গুণাবলীতে মুকুট পাবেন।

যদি আপনি আতঙ্ক ও ভয়ের শিকার দ্বারা আক্রান্ত হন, তবে আপনার মধ্যে যে ক্ষতিকারক [অন্তর] বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ লাভ করবে, তা হ'ল হঠকারী এবং পরিণতির বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া, অশুচি, অহংকার, অহংকার, আপনার দোষগুলি অযৌক্তিক প্রদর্শন করা, অন্যকে বিদ্রূপ করা এবং নির্যাতন করা, অন্যের সাথে ঝগড়া এবং ঝগড়া করা। তবুও, যদি আপনি এই ধ্বংসের কুকুরকে পরাজিত করেন, তবে আপনি ধৈর্য, সুস্থতা, ক্ষমা, স্থিতিশীলতা, সাহসিকতা, প্রশান্তি এবং সাধুত্বের (অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা) অতিরিক্ত গুণাবলী অর্জন করবেন।

অনুরূপভাবে, যদি আপনি শয়তানের আনুগত্য করেন, যার প্রধান কাজ হল অভিশাপ এবং শূকরের সাহায্য করা এবং প্ররোচিত করা, তার ঘৃণ্য পরিকল্পনার দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ঝামেলা সৃষ্টি, অসততা এবং ভেজাল ইত্যাদির আশ্রয় নেওয়া, তবে আপনি নিজেরাই তার কাছ থেকে এই শয়তান গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হবেন। কিন্তু আপনি যদি তার ছলনায় আক্রান্ত না হয়ে তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং আপনার বুদ্ধি ও ভাল শক্তিকে শক্তিশালী করতে থাকেন, তবে আপনি জ্ঞান, জ্ঞান, গভীর বিচক্ষণতা, সামর্থ্য এবং একটি সুন্দর অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং বাহ্যিক আচরণ অর্জন করবেন ("*হুসনুল খুলক*" বা "*হুসন আল-ইখলাক*"). এই মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলি আপনার নিত্য সঙ্গী এবং পথপ্রদর্শক হবে। তারা আপনার সৌভাগ্যের বীজ বপন করবে, চিরকালের জন্য আপনার ভাল স্মৃতির সত্য ভিত্তির সাথে।

বিপরীতে, মন্দ কাজকে পাপ বা পাপ বলা হয়। তাদের বিপরীতে নেক আমলকে '*ইবাদত*' বা আল্লাহর ইবাদত বলা হয়। হৃৎপিণ্ড একটি উজ্জ্বল চেহারার কাচ বা পালিশ করা আয়নার মতো। মন্দ পথগুলো মেঘ ও অন্ধকারের মতো। খারাপ চরিত্র হৃদয়ের আয়নাকে কলঙ্কিত করে এবং অন্ধকার করে। এই ধরনের চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কখনই ঈশ্বরের উপস্থিতি বা ঈশ্বরের সাক্ষী হওয়ার সৌম্য আশীর্বাদ পেতে পারে না। তাঁর করুণার মহৎ দর্শনের আশীর্বাদ কেউ পেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, চরিত্রের একটি উঁচু সততা আলোর ("*নূর*") মতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اتْبِعَ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا

"মন্দ কাজের পর নেক কাজ করা উচিত, যাতে তা তার খারাপ প্রভাব দূর করতে পারে।

অর্থাৎ, একটি ভাল কাজ করার পরপরই একটি ভাল কাজ করা উচিত [যা অজ্ঞতা, অসাবধানতা বা ভুল প্রভাবের কারণে তিনি কী করছেন তা উপলব্ধি না করেই করা হয়েছিল]। যে মন্দ থেকে শুদ্ধ হয়ে আসবে, কেবল তারাই আশীর্বাদ পাবে। কিয়ামতের দিন মানুষের হৃদয় হয় উজ্জ্বল বা অন্ধকার হবে। কেবলমাত্র তাঁরই উজ্জ্বল মুখ (হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্ব করে) আশীর্বাদ পাবেন:

إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"ব্যতীত যে আল্লাহর কাছে সুচিন্তিত হৃদয় নিয়ে আসে। (কুরআন, অধ্যায় 26, আয়াত 89)

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের হৃদয় ইস্পাতের মতো শক্ত যা দিয়ে স্বচ্ছ হৃদয় তৈরি হয়। কেউ এর মধ্যে সমগ্র মহাবিশ্ব দেখতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে এটি সুরক্ষিতভাবে সুরক্ষিত থাকে এবং কলঙ্কিত হতে না দেয়। মহান আল্লাহ তাআলা এ রূপ ফরজ করেছেন:

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"না, তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের অন্তরকে বৃক্ষ করে দিয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 83, আয়াত 14)

প্রিয় প্রিয়তমা! আপনি বলতে পারেন যে, যেহেতু মানুষের মধ্যেও পশু, শয়তান ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাহলে ফেরেশতার মতো গুণাবলী কীভাবে কারও সম্পদ এবং অন্যান্য জিনিসগুলি ক্ষণস্থায়ী? কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মানুষকে ফেরেশতাদের চরিত্র ধারণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাস্তবে অন্য বিষয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই? এর উত্তর এই অকাট্য সত্যের মধ্যে যে মানুষকে "*আশরাফুল মাখলুকাত*" বা আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং, একজন পশু এবং পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বিষয়ের প্রতি যে মর্যাদা দিয়েছেন তা তার প্রতি তাঁর দয়ার পরিণতি। উদাহরণস্বরূপ, ঘোড়াটি গাধার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কারণ গাধা কেবল ওজন বহন করে, যেখানে একটি ঘোড়া যুদ্ধে সাহসের সাথে নাইট-রাইডারের চূড়ান্ত কমান্ডের দিকে ছুটে যায়, যদিও তার নিজস্ব দুর্গে ঘোড়াটিও গাধার মতো ওজন বহন করতে পারে। সুতরাং, তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। যদি ঘোড়ার এই গুণাবলী এবং আরও সুন্দর আচরণ না থাকত, তবে তার উচ্চতাও সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য গাধার মতো হ্রাস পেত।

একইভাবে, কিছু লোক মনে করে যে তাদের খাওয়া, পান করা এবং শারীরিক সুখের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ধরণের লোকেরা এই ধরনের অসহায় কাজে তাদের সমস্ত জীবন নষ্ট করে। অন্যরা আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে তারা কেবল তাদের প্রতিপক্ষ এবং তাদের সহকর্মীদের ছোট করা, অবমাননা করা এবং পরাজিত করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। বিজয়ী বা পরাজিত, ফোর্স ম্যাজিউর তাদের উপর আধিপত্য অর্জনের জন্য প্রয়োগ করা হয়, তারা আরব, তুর্কি বা কুর্দি [বা অন্য কোনও জাতি বা জাতিগত] হোক না কেন। স্পষ্টতই, এই উভয় মতাদর্শই ভুল, কারণ কেবল খাওয়া, পান করা এবং যৌন সংমিশ্রণের পূর্বোক্ত জীবন আকাঙ্ক্ষার উপাদানের উপর হতাশ। এমনকি পশুদেরও এমন আকাঙ্ক্ষা থাকে। উট প্রচুর পরিমাণে খাদ্য এবং জল গ্রহণের গুণমানের জন্য সুপরিচিত, তবে শূকরের অত্যধিক শারীরিক ক্ষমতা রয়েছে। তাহলে কিভাবে মানুষকে তাদের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে?

এছাড়াও, অন্যকে পরাজিত করা এবং পরাধীন করার ড্রাইভ ক্রমবর্ধমান মেজাজ এবং ক্রোধের কারণে। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি যুক্তিযুক্ত প্রাণী এবং বনের বন্য প্রাণীদের মধ্যেও উপস্থিত রয়েছে। সুতরাং আবার, মানুষ কীভাবে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? [মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে] পার্থক্য ও পার্থক্য কোথায়? উত্তরটি স্ব-ব্যাখ্যামূলক যে তা সত্ত্বেও (অর্থাত্, মানুষ যে নিম্ন গুণাবলী পশুদের সাথে ভাগ করে নেয়), তুলনামূলকভাবে মানুষের যে মুক্তির গুণ রয়েছে, তা হ'ল মানুষ, সমস্ত

সৃষ্টির মধ্যে, বুদ্ধিতে আশীর্বাদপুষ্ট, যার দ্বারা একজন নিজের সর্বোচ্চ প্রভু, ঈশ্বরকেও স্বীকৃতি দেয়। এটি একজনকে স্বেচ্ছায় তাঁর হস্তশিল্প, তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার প্রশংসা এবং প্রশংসা করতে সক্ষম করে। এ ছাড়া, এটা একজনকে তার মারাত্মক শত্রুদের, ক্রোধ ও লোভকে পরাজিত করতে সাহায্য করে। এগুলো (অর্থাৎ ক্রোধ, লোভ এবং নিম্ন আত্মার অন্যান্য নিকৃষ্ট গুণাবলীর অভাব) ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। তাদের গুণাবলী একজনকে পাখি, পশু এবং প্রাণীদের [স্তর] থেকে উপরে উঠতে বাধ্য করে। অতএব, মানুষ সৃষ্ট সমস্ত জিনিসের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং তাদের উপর তার একটি সুস্পষ্ট প্রান্ত রয়েছে। তারা সকলেই একজনের ইশারায় এবং ডাকে আছেন। সৃষ্ট সকল বস্তুর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতর (*আশরাফ আল- মাখলুকাত*)।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ

"আর তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। (কুরআন, অধ্যায় 45, আয়াত 13)

যেমন, মানুষের মহত্ত্ব নিহিত রয়েছে তার সততার মাহাত্ম্যের মধ্যে, যতটুকু নির্ধারিত গুণাবলীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে, সকল অর্জনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে "*মারিফা*" বা ঈশ্বরের জ্ঞান। বাকি বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলকভাবে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, যদিও অসংখ্য মহৎ প্রেরণা শক্তি (ক্ষমতা) একজনের গৌরবের জন্য মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। যেমন, এটি চিন্তার খাদ্য যে যখন মানুষ মারা যায়, তখন [নিম্ন ভিত্তি] আকাঙ্ক্ষা এবং ক্রোধের মতো মন্দ প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিও মারা যায়। [মৃত্যুর সময় এবং পর] যা অবশিষ্ট থাকে তা হ'ল উচ্চ মানের একটি 'রত্ন' যা "মা'*রিফা*" বা ঈশ্বরের জ্ঞানের সাথে সেরাফিক পদ্ধতিতে অলঙ্কৃত। এটি একজনের নিত্যসঙ্গী। এই রত্ন ফেরেশতাগণেরও বন্ধু, যারা সর্বদা নম্রভাবে তাঁর সামনে সিজদা করে, সর্বদা তাঁর সামনে সিজদা করে:

فِي مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَلِيكٖ مُّقۡتَدِرِۭ

"সত্যের আসনে, সর্বশক্তিমান রাজার উপস্থিতিতে। (কুরআন, অধ্যায় 54, আয়াত 55)

অথবা, যখন একজন মানুষ মারা যায়, তখন তার দেহাবশেষ একটি অন্ধকার, অন্ধ জিনিস - কারও কুফলের কারণে অন্ধকার এবং কলঙ্কিত, কিন্তু ক্রোধ এবং অহংকারের অনুপস্থিতির কারণে অন্ধ যা [পার্থিব জীবনে] একটি অহংকে প্রশমিত ও তৃপ্ত করত। এর ফলস্বরূপ, একজন পূর্ববর্তী অঞ্চল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই নিম্ন রাজ্যে বাস করে:

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلۡمُجۡرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ

"আপনি অপরাধীদের তাদের পালনকর্তার সামনে মাথা নিচু করে দেখতে পাবেন। (কুরআন, অধ্যায় 32, আয়াত 12)

এর অর্থ হ'ল যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় থাকবে যখন ফলস্বরূপ শয়তানের সাথে "*সিজ্জীন*" (পরকালের সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক রাজ্য) প্রেরণ করা হবে। '*সিজ্জীন*' শব্দটির ব্যাখ্যা সবার জানা নেই। তাই আল্লাহ তাআলা বিধান করেছেন:

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ

"আর তুমি কি জান *সিজ্জীন* কি ? (কুরআন, অধ্যায় 83, আয়াত ৪)

হৃদয়ের জগতের বিস্ময় সীমাহীন। দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় হৃদয়ের যে উচ্চতর মর্যাদা, ধার্মিকতার সত্য আসন রয়েছে তার কারণ হৃৎপিণ্ড একেবারে অভিনব, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে অমনোযোগী। হৃদয়ের মহিমা এবং তার ধার্মিকতার দুটি প্রধান কারণ রয়েছে:

1) কারণে, "' *ইলম* অথবা জ্ঞান, এবং
2) কারণে" *কুদরা*" বা ক্ষমতা এবং সামর্থ্য।

জ্ঞানের কারণে মহত্ত্ব দুটি কারণে হয়: একটি সবার কাছে পরিচিত এবং স্ব-প্রত্যক্ষ এবং অন্যটি গোপন এবং সূক্ষ্ম। কেউ এটা অনুধাবন করতে পারছে না। জ্ঞানকে তার সমস্ত জটিলতার সাথে আত্মস্থ করার ক্ষমতা এবং হৃদয়ের ক্ষমতা তার পরিধির মধ্যে রয়েছে। যদিও এটি অবিভাজ্য, এটি সহজেই সংখ্যাতত্ত্ব, পাটিগণিত, ঔষধ, জ্যোতিষশাস্ত্র, *ঐশ্বরিক* আইন ইত্যাদি পড়তে এবং বুঝতে পারে। এটি সমস্ত ধরণের শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা মরুভূমিতে বালির মতো হৃদয়ে রয়েছে। অবিরাম গতিবিধি এবং বিচক্ষণতার কারণে এটি পৃথিবী থেকে আকাশ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব অতিক্রম করে। যদিও এটি মাটিতে রয়েছে, এটি বিশাল দিগন্তের দূরবর্তী প্রান্ত পরিমাপ করে এবং ছায়াপথের সমস্ত নক্ষত্র এবং নক্ষত্রমণ্ডল এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব সম্পর্কে সচেতন। এটি একটি ট্যাকল দ্বারা জল থেকে মাছকে বের করে, পাখিদের আকাশ থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করে, উট, ঘোড়া এবং হাতির মতো প্রাণীকে একজনের আদেশ মেনে চলে। দেহের পাঁচটি সংবেদনশীল উপলব্ধি তার পেশা। এটা স্পষ্ট যে এগুলি সবই একজনের হৃদয়ের দিকে পরিচালিত হয়। তারা আধ্যাত্মিক জগতে (আত্মার রাজ্য) বিচক্ষণতার দরজা, হৃদয়ে [আত্মার রাজ্যের দিকে] একটি দরজা খোলা থাকে। অন্যদিকে, বেশিরভাগ মানুষ কেবল বস্তুগত জগৎ (শারীরিক রাজ্য) সম্পর্কে যত্নশীল এবং এই শারীরিক সংবেদনশীলতাগুলিকে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপায় হিসাবে বিবেচনা করে।

প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি দরজা বরং ছোট, তবুও, হৃদয়ে অনেক দরজা রয়েছে যা অনেক ধরণের জ্ঞান এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য খোলা রয়েছে। দুটি প্রাঙ্গণের মধ্যে, আসুন আমরা প্রথমটি গ্রহণ করি, অর্থাৎ, যখন কেউ ঘুমাতে যায় এবং স্বপ্ন দেখে, তখন এই সংবেদনশীল অঙ্গগুলি সুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু হৃদয়ের দরজা খুলে যায়, যার ফলে আত্মার রাজ্যে এবং "লোহ *মাহফুদ*" বা "সংরক্ষিত ট্যাবলেট" (অর্থাত্, ঈশ্বরের রেকর্ডের বই যা অতীতের জ্ঞান ধারণ করে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ), একজন নির্ধারিত জিনিস দেখতে শুরু করে (যা ঈশ্বর ইতিমধ্যে জানেন) বা ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে তা জানতে শুরু করে। কখনও কখনও, কেউ এমন জিনিসগুলির ইঙ্গিত পায় যার জন্য ব্যাখ্যা চাওয়া উচিত। এটি এই সত্য সত্ত্বেও, একটি নিয়ম হিসাবে, এটি মনে করা হয় যে যে জেগে থাকে সে " *মারিফা*" বা গ্নোসিসের জন্য বেশি যোগ্য। তবুও তারা বুঝতে পারে যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই সংবেদনশীল সংস্থাগুলির দ্বারা " *আলম আল-গাইব*" (অদৃশ্য এবং অজানার ডোমেন) এর এই বিষয়গুলি জানার সম্ভাবনা কম।

এই স্বপ্নের বিষয়টি নৈমিত্তিক শিরায় আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবে এটুকুই বলা যাক যে হৃদয় একটি পরিষ্কার পালিশ করা আয়নার মতো এবং সংরক্ষিত ট্যাবলেট ("লোহ *মাহফুদ*") একটি আয়নার মতো যেখানে শারীরিক অস্তিত্বের রাজ্যের সমস্ত বস্তুর চিত্র (" *আলম মওজুদাত*")। আমরা যে রাজ্যে আছি, তা দেখা যায়। যখন [হৃদয়ের] পরিষ্কার পালিশ করা আয়নাটি এই ফেসিমাইলগুলির মুখোমুখি করা হয়, তখন সেগুলি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। সুতরাং আশ্চর্যের কিছু নেই যে, যখন হৃদয় একটি পরিষ্কার পালিশ করা আয়নার মতো হয় এবং যখন কেউ এই সংবেদনগুলির উদ্দীপনাকে [অস্তিত্বের শারীরিক ক্ষেত্র থেকে] বিচ্যুত করা থেকে নিজের সংযোগকে বিচ্ছিন্ন করে, তখন একজন সংরক্ষিত ট্যাবলেটের ("লোহ *মাহফুদ") কাছাকাছি চলে যায়।* যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয় এই ধরনের সত্য সংবেদনশীলতায় পরিপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ এটি আধ্যাত্মিক জগতে (আলম রুহানী) পরমানন্দে ঘুরে বেড়ায়। যাইহোক, স্বপ্নে, এই সংবেদনগুলি বন্ধ হয়ে যায় তবে তাদের চিত্র বা চিন্তাভাবনা দীর্ঘায়িত হয়। যেখানে 'আলম *মিঠাল*' (কল্পনার রাজ্য) এ অনুভূতি বা চিন্তাকে কল্পনা করা যায়, যদিও কখনও কখনও বরং ম্লানভাবে। মানুষ মারা গেলে অবশেষে পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়। [শারীরিক ক্ষেত্র থেকে] কোনও উপলব্ধি বা সংবেদন অবশিষ্ট থাকে না। বিষয়টি (অর্থাত্, সত্য, বাস্তবতা এবং বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি) স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এরপর মৃতকে বলা হয়:

فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ

"অতঃপর আমরা তোমার পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতঃপর আজ তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। (কুরআন, অধ্যায় 50, আয়াত 22)

একজন উত্তর দেয়:

رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দেখেছি এবং শুনেছি; আমাদেরকে (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দাও, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা এখন নিশ্চিত (পদার্থের বাস্তবতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে)। (কুরআন, অধ্যায় 32, আয়াত 12)

হৃৎপিণ্ডের দরজা 'আলম *আল-মালাকুত* বা ফেরেশতাদের রাজ্যের দিকে যাওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ হ'ল এমন কেউ নেই যে বিচক্ষণ চিন্তাভাবনা এবং ধার্মিক সন্দেহ বা সম্ভাব্য সংকটের ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে। এই ধরনের চিন্তাভাবনা ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত হয় না, তবে তারা হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয়। এই প্রত্যাশিত বিপদের উৎস এবং উৎস কেউ জানে না। এই বিশ্লেষণ নিশ্চিত করে যে সমস্ত জ্ঞান সংবেদনশীল অঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয় না। উপরন্তু, হৃদয় প্রকৃতপক্ষে "আলম *রুহানী*" বা আত্মার রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত, এই [বস্তুগত] জগতের সাথে নয়। স্পষ্টতই, এই সংবেদনশীল অঙ্গগুলি এই জগতের জন্য তৈরি করা হয়েছে। মানুষ যতক্ষণ না এই জগতের জাগতিক বিবেচনাগুলি থেকে মুক্তি না পায়, তবে কেউ পরের দিকে একটি মসৃণ পথ তৈরি করতে পারে না, যেখানে এই ইন্দ্রিয় অঙ্গগুলি কোনও কাজে আসবে না।

অতএব, ভুল বুঝবেন না যে, যতক্ষণ না কোন মানুষ গভীর ঘুমে না পড়ে বা মারা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার জগতের জন্য নিজের হৃদয়ের দরজা খুলবে না। যদি কেউ কঠোর পরিশ্রম করে, অহংকারী ক্রোধকে পরাজিত করে, নিজেকে পবিত্র করে, অর্থাৎ নিজের আত্মাকে মন্দ থেকে

পবিত্র করে, চোখ বন্ধ করে, নির্জন স্থানে বসে থাকে, সমস্ত পার্থিব চিন্তাকে ধ্বংস করে দেয় এবং নিজের হৃদয় ও আত্মাকে আত্মার জগতে এমনভাবে নিমগ্ন করে রাখে যে কেউ তার জিহ্বা দিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ না করে তবে এর প্রতিটি তন্তু ইঙ্গিত দেয় "আল্লাহ, *আল্লাহ*" (অর্থাত্ আল্লাহর একমাত্র ব্যক্তিগত নাম, যেখানে "আল্লাহ" হলো পরম সত্ত্বাকে বোঝানোর একটি সাধারণ ভাষা নির্দিষ্ট উপায়, যিনি তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মালিক, স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং দাতা) প্রতিটি হৃদয়ের স্পন্দনের সাথে, যতক্ষণ না কেউ নিজের এবং আল্লাহ ব্যতীত সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে নেয়ামতের দরজা খুলে যাবে এবং খোলা থাকবে। জেগে থাকা অবস্থায় দেখা যাবে অন্যরা ঘুমের মধ্যে কী করবে। ফেরেশতাদের সুন্দর আত্মা মনোরম আকারে একজনের উপর নেমে আসত। কেউ ঈশ্বরের নবীদের দেখতে শুরু করবে এবং তাদের থেকে উপকৃত হবে। এই জগতের স্বর্গীয় প্রাণী এবং পরের "*মালাকুট*" - অতীন্দ্রিয় ফেরেশতা তার কাছে দৃশ্যমান হবে। একজন, যিনি এত ভাগ্যবান, তিনি অদ্ভুত দর্শন এবং অতিপ্রাকৃত জিনিসের সাক্ষী হবেন, যা কারও ধারণার বাইরে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই জাতীয় জিনিসগুলি মানুষ ঘুমিয়ে বা মৃত না থাকলে সম্ভব:

رُوِيَتْ لِي الْأَرْضُ فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

"সমগ্র পৃথিবী আমাকে দেখানো হইল, এইরূপে আমি তাহার পূর্ব ও পশ্চিম দেখিলাম".

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিও এই বিষয়ে বহন করে:

وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ

"আর এমনিভাবে আমরা ইব্রাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব দেখিয়ে দিলাম। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 75)

আশ্বস্ত বিশ্বাস এবং ভাববাদীদের সঠিক বিচার একই রকম ছিল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না, বরং রাজকীয় কৃতিত্ব ছিল ঈশ্বরের পথে তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلٗا

"আর নিজেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করো (পরম নিষ্ঠার সাথে)। (কুরআন, অধ্যায় 73, আয়াত 8)

যখন তা হয়, তখন তিনি সবকিছু ঠিক করে দেন। একমাত্র তিনিই সর্বশক্তিমান:

رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلٗا

"পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, অতএব তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণকারীরূপে গ্রহণ কর। (কুরআন, অধ্যায় 73, 9 আয়াত)

অতএব, যখন তোমরা তাঁরই উপর ও তাঁর উপরই ভরসা কর, তখন তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছুর সাথে তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও, আর তোমাদের চিন্তার কিছু থাকবে না (কারণ তিনিই তোমাদের সকলের উৎকৃষ্ট রক্ষক)।

وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرًا جَمِيلًا

"আর তারা যা বলে (মিথ্যা, ক্ষতিকর বিষয়, আক্রমণ, অভিযোগ, গালিগালাজ ও সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে] ধৈর্য ধারণ করো এবং বিনয়ের সাথে তাদের পরিত্যাগ করো। (কুরআন, অধ্যায় 73, আয়াত 10)

তাঁর প্রতি চিরকাল কর্তব্যপরায়ণ থাকার জন্য অধ্যবসায়ীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কঠোরতার কঠোরতার মধ্যে এই ধরনের অগ্রণী গুণাবলী প্রদর্শিত হয়। এটি মানুষের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে। মানুষের শত্রুতার সমস্ত ভয় এবং জাগতিক চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রলোভনীয় ফাঁদ থেকে উপরে উঠে আসে। এইরূপ কঠোর পরিশ্রমের পর অর্জিত এই জ্ঞানের গর্বিত অধিকারী হওয়া, ঈশ্বরের বন্ধু ও অন্তরঙ্গের ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য। একটি উঁচু পাদদেশে স্থাপন করা হয়েছে। তবুও সুস্পষ্ট কারণের কারণে ঈশ্বরের নবীদের মর্যাদা তাদের কাছে উচ্চতর।

তবে বিভ্রান্ত হবেন না যে, এই ধরনের [উচ্চতর আধ্যাত্মিক] অবস্থা অর্জন কেবল আল্লাহর নবীদের উপর প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তি নিজের অধিকারে এটি করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, এমন কোনও লোহা নেই, যা তার নিজস্ব মৌলিক অন্তর্নিহিত চরিত্রের কারণে, একটি পালিশ আয়নায় ছাঁচে যেতে সক্ষম হতে পারে না যেখানে কেউ বিশ্বের যে কোনও কিছুর মুখ দেখতে সক্ষম হতে পারে। পরবর্তীকালে তা কলঙ্কিত ও কলঙ্কিত হতে পারে সেটা অন্য বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই, জাগতিক লোভ এবং প্রলোভন এর অনেক ক্ষতি করে এবং [পালিশ] আয়নাকে [হৃদয়ের] বিকৃত করে। মন্দ এমন একটি বিপদ [যে এটি হৃদয়ের পালিশ করা আয়নাকে ঢেকে দেয় এবং বিকৃত করে যা আর ঈশ্বরের সত্য এবং আলোর প্রতিফলন করতে সক্ষম হয় না]।

মানুষের নিজেকে বাস্তবতা ও সত্যের উপরিউক্ত বোঝার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। [পরিবর্তে,] একজনের উপলব্ধি করা উচিত যে একজনের পেশায়, একজনের শিক্ষার মধ্যে ঈশ্বরের "*মারিফা*" বা জ্ঞান রয়েছে। এটাই (সত্য) জ্ঞানের অর্থ। তবুও, জ্ঞান নিজেই হৃদয়ের চেয়ে সংকীর্ণ এবং ছোট। হৃদয় শরীরের আরোহী [এবং এর বিপরীতে নয়]। হার্টের উদ্দেশ্য হ'ল রাইডারকে তার মাউন্টে চড়তে হবে। ঘোড়া (অর্থাত্ দেহ) আরোহীর (অর্থাৎ হৃদয়) জন্য এবং ঘোড়ার (অর্থাৎ দেহ) জন্য আরোহী (অর্থাৎ হৃদয়) নয়।

বুঝুন যে আপনার নিজের চেয়ে আপনার কাছাকাছি আর কিছুই নেই, কিন্তু আপনি তা করতে ব্যর্থ হন। যে ব্যক্তি নিজের সত্তা জানে না এবং অন্যকে জানার দাবি করে, সে সেই দরিদ্রের মতো, যে নিজেকে খাওয়াতে পারে না, কিন্তু নিজের ডাইনিং টেবিলে শহরের গরীব ও অসহায়দের দাবি করে। এ ধরনের দাবি অযৌক্তিক।

এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য হ'ল একজন উপলব্ধি করা উচিত যে একজনের হৃদয় কতটা মহান এবং সুবিধাভোগী। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি এই অসাধারণ নেয়ামত দান করেছেন, কিন্তু তা

তোমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন। আপনি যদি এটি অন্বেষণ না করেন, [বরং] এটি অপচয় করেন, এর প্রতি অবহেলা করেন, তবে এটি আপনার জন্য একটি বড় ক্ষতি এবং বিলাপের বিষয় হবে। অতএব, সত্য অর্জন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা আপনার দায়িত্ব - এই মহান ঐশ্বরিক দানের গুণ। এই দুনিয়ার সাধারণ সাধনায় তার অন্বেষণ হারিয়ে ফেলার পরিবর্তে, এর পরিণতি [এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য] সন্ধান করুন যাতে আপনি এই দুনিয়ায় এবং পরকালে সম্মানিত ও সম্মানিত হতে পারেন। অর্থাৎ আল্লাহ যেন আপনাকে এমন মর্যাদা ও স্থিতিশীলতা দান করুন যেন এর পরে কোন অস্থিরতা না থাকে, যাতে আপনি এমন শক্তি পেতে পারেন যে, এর পরে কোন দুর্বলতা না থাকে, যাতে আপনাকে এমন "*মারিফা*" বা জ্ঞান দিয়ে অভিষিক্ত করা হয় যাতে ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের সান্নিধ্য আপনার ঈর্ষণীয় ভাগ্য হতে পারে। আপনি এমন সুখের আশীর্বাদ পেতে পারেন যে এটিকে বাধা দেওয়ার মতো কিছুই থাকা উচিত নয়। আপনি যে সত্যিকারের মর্যাদা অর্জন করতে পারেন তা আপনার পারফরম্যান্স এবং আপনি যে ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন তার উপর নির্ভর করে।

এটা খুবই অপরিহার্য। অন্যথায়, আপনি যদি বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, গরম, ঠান্ডা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অসুস্থতা ও দুর্দশার মধ্যে থাকার চেয়ে বড় দুঃখ আর কিছু নেই। যে কাজগুলো করতে কেউ আনন্দ পায়, তা মাঝে মাঝে একজনের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। যে জিনিসগুলি একজনের পক্ষে উপকারী হতে পারে বলে মনে করে, সেগুলি যত্ন, চাপ এবং চাপে পরিপূর্ণ হতে পারে। অতএব, একজনকে সাবধানতার সাথে চলা দরকার।

একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, আমরা [সাধারণভাবে] জানি, একজনের জ্ঞান, শক্তি, কৃতিত্ব, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়তা এবং ভাল প্রোফাইলের কারণে সম্মানিত ব্যক্তি। একই সঙ্গে একজন ব্যক্তির জ্ঞান, বিদ্যা বা শিক্ষার ক্ষেত্রে, যদি আমরা তার উপর ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে সে সবচেয়ে অজ্ঞ, অর্থাৎ যদি কারও মস্তিষ্কের একটি শিরাও বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে একজন পাগল হয়ে যাওয়ার বা এমনকি তার মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে। এর কারণ বা চিকিৎসা কেউ জানে না। উপরন্তু, এর চিকিৎসার ওষুধ হয়তো চোখের সামনে পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু কেউ হয়তো জানেন না যে এই ওষুধটি একজনের রোগের নিরাময়। নিজের ক্ষমতার ক্ষেত্রে, একজন এতটাই অসহায় যে কখনও কখনও কেউ একটি মাছিকেও হত্যা করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ যদি কোন সিংহকে তা করার জন্য আদেশ দেন, তবে তাকে তার দ্বারা হত্যা করা হয়। যদি একটি বোয়ালের সুতো থাকে, তবে সে অস্থির হয়ে যায়। একইভাবে, একজন ব্যক্তি নিজের দখল হারিয়ে ফেলে, সামান্য পরিমাণ রূপা হারিয়ে গেলেও এটি নিয়ে অনেক চিন্তিত এবং অস্থির হয়ে পড়ে। সুতরাং, যদি কেউ কিছু সময়ের জন্য এক টুকরো খাবার ছাড়া থাকতে হয় তবে কি কেউ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সুতরাং, মানুষের চেয়ে দুর্বল কে হতে পারে? কারও সুদর্শন এবং সাধারণ আচরণের সৌন্দর্য সম্পর্কে কথা বললে, এটি কাদার স্তূপের উপর চামড়ার তাঁবুর অতিরিক্ত প্রসারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এটিও একটি পরিচিত সত্য যে যদি কোনও ব্যক্তি দু'দিন স্নান না করে তবে তার দুর্গন্ধ শুরু হবে; মানুষের দ্বারা এড়িয়ে চলা এবং সাধারণত জনসমক্ষে অপমানিত হওয়া উচিত, এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি জটিলতা তৈরি হতে পারে। মানুষের চেয়ে নোংরা আর কিছু নেই, কারণ নোংরা পদার্থ সর্বদা একজনের মধ্যে থাকে, যে ব্যক্তি নিজের সাথে বহন করে এবং দিনে অনেকবার ধুয়ে ফেলে।

একটি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করা হয়েছে যে, একবার শায়খ আবু সাঈদ (রহঃ) নামের একজন অত্যন্ত সম্মানিত সাধক ও জ্ঞানবাদী কিছু সুফির সান্নিধ্যে কোথাও যাচ্ছিলেন (যারা ঐশ্বরিক সান্নিধ্য অর্জনের জন্য আভ্যন্তরীণ রূপান্তরের জন্য আধ্যাত্মিক পথে প্রচেষ্টা করে)। তারা একটি জায়গায় পৌঁছে দেখেন যে সেখানকার লোকেরা মানুষের মল পরিষ্কার করার কাজ করছে। রাস্তাটি দুর্গন্ধযুক্ত ময়লায় আচ্ছন্ন ছিল। এ কথা দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে নাক মুড়ে এদিক ওদিক দৌড়ে গেল, কিন্তু *শায়খ* (আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক) সেখানে দাঁড়িয়ে রয়ে গেলেন, হে জনগণ! তুমি কি জানো এই নোংরার স্তূপ আমাকে কী বলছে?" তারা জিজ্ঞেস করলো, 'কি? উত্তরে তিনি বলেন, 'গতকাল পর্যন্ত আমি ফলমূল, মিষ্টি ইত্যাদি আকারে বাজারে ছিলাম। লোকেরা আমার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছিল। আমি সারা রাত তাদের পেটে ছিলাম এবং তারপরে আমি এই বিরক্তিকর গন্ধযুক্ত পচে পরিণত হয়েছিলাম। আমি কি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাব, নাকি তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবো?

আসল কথা হলো, মানুষ দুনিয়ায় দুর্বল, অসিদ্ধ ও অসহায়। তবুও কেয়ামতের দিন পুরোদমে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে, যদি কেউ "কিমিয়া *আস-সাদা*" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন বিজয়ের আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট" ধরে রাখে, তবে সে পশুর মর্যাদা থেকে উপরে উঠে ফেরেশতাদের মর্যাদায় পৌঁছাবে। কিন্তু যদি কেউ দুনিয়া ও পার্থিব আকাঙ্ক্ষার শিকার হয়, তবে কুকুর ও শূকর একজনের চেয়ে উত্তম, কারণ তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং চিরতরে চলে যাবে, কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে নিজের মন্দ কাজের কারণে ঐশ্বরিক শাস্তি ও যন্ত্রণায় নিমজ্জিত থাকবে। এর অর্থ হ'ল মানুষ যদি কারও মর্যাদার বিশালতা এবং উচ্চতা উপলব্ধি করে থাকে, তবে তাকে অবশ্যই একই সাথে মনে রাখতে হবে যে ক্ষতি এবং ক্ষতি হতে পারে, যদি কেউ তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এই ধরনের জিনিসগুলি স্টক-টেকিং করা, ঈশ্বরের "*মারিফা*" বা জ্ঞানের চাবিকাঠি। এই সবই নিজের (নিজের) চেনার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

আল্লাহকে জানা

ইমাম মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী তাঁর বই "*কিমিয়া-ই-সা'দাত*" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট অব চেঞ্জের আলকেমি (বা রূপান্তরকারী এজেন্ট) এর দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যা করে অনন্ত সুখ এবং সত্যিকারের স্থায়ী সাফল্যের আলকেমি (বা রূপান্তরকারী এজেন্ট) এর দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যা করে চলেছেন। অনন্ত আনন্দের রূপান্তরকারী এজেন্টের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন [3]:

প্রিয় প্রিয়তমা! পূর্ববর্তী নবীদের উপর নির্ধারিত কিতাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন:

اَعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ

"নিজেকে চিনুন, অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তাকে চিনতে পারবে।

এছাড়াও, এই বাক্যটি হাদীসের সময় ও গ্রন্থ এবং নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাহাবীগণ থেকে খুব সুপরিচিত:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে তার প্রতিপালককে চিনতে পেরেছে।

মানুষের হৃদয় একটি [পালিশ] আয়নার মতো [যদি এর উপর স্থির ধূলিকণা সরিয়ে ফেলা হয় এবং পালিশ করা আয়না হিসাবে এর কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোনও কিছু থেকে পৃষ্ঠতল পরিষ্কার করা হয়]। যে ব্যক্তি তার দৃষ্টি ও মনোযোগ এর উপর কেন্দ্রীভূত করে, সে ঈশ্বরের সম্পর্কে সচেতন হবে। মূল কথা হল, এমন কিছু লোক রয়েছে যারা এই আয়নায় না তাকিয়ে নিরর্থকভাবে নিজের প্রশংসা করতে থাকে তাই তারা তাদের প্রভুকে জানার কাছাকাছি কোথাও যায় না। আবার, উত্তরটি হৃদয়ের এই আয়নাটি দেখার মধ্যে রয়েছে যা ধারণ করে। *মা'রিফা*' (জ্ঞান) তার সঠিক ব্যঞ্জনবর্ণে। অতএব, হৃদয়ের বাস্তবতা সঠিক দৃষ্টিকোণে জানার জন্য এর দুটি সুস্পষ্ট দিকের জন্য প্রয়োজন। একজনকে বোঝা খুব কঠিন কারণ এটি [সাধারণ] মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। অতএব, এটি নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল হবে। আরেকটি দিক হলো, একজনের নিজের দ্বারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত, অর্থাৎ এই প্রভাবের জন্য একজনের মধ্যে বসবাসকারী বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে। অর্থাৎ, সেই পরমপ্রভুর বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তীর্ণ বিস্তারে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং তার দেহের রাজ্যে এবং তার অঙ্গগুলিতে মানুষের হৃদয়কে যা দান করেছেন তার অধ্যয়নের চেষ্টা করা উচিত। প্রথমে একজনের উৎপত্তি সম্পর্কে পুরোপুরি চিন্তা করতে হবে, যে প্রথমে তিনি নিছক একটি অসত্তা ছিলেন এবং এখন তিনি একটি 'সত্তা'। পবিত্র কিতাবে (কুরআন) ইরশাদ হয়েছে:

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا ﴿١﴾
إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٢﴾

"মানুষের উপর কি এমন সময় এসেছে, যখন কোন কথা বলা যায় না? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এক মিশ্রিত শুক্রাণু থেকে। অতঃপর একটিকে পরীক্ষা করে দেখলাম, আমি একজনকে শ্রবণ ও দেখলাম। (কুরআন, অধ্যায় 76, আয়াত: 1-2)

কেউ তার নম্র উৎপত্তি থেকে বুঝতে পারে যে একটি কেবল অশুচি জলের একটি ফোঁটা যা পরে একজনের উপর অর্পিত গুণাবলী যেমন বুদ্ধি, শ্রবণ, দেখা, স্বাদ, স্পর্শ এবং বক্তৃতার মতো গুণাবলী ধারণ করে না। এতে কান, চোখ, জিহ্বা, হাত-পা, মাথা, শিরা, টিস্যু, হাড় বা মেরুদণ্ড ইত্যাদি ছিল না। সংক্ষেপে, কারও জিনগত সত্তা কেবল জলের এই সাদা ফোঁটা দ্বারা গঠিত, তার নবজাতক আকারে।

এই লাইনগুলি নিয়ে কেউ যদি একজনের চিন্তাভাবনা করে তা আরও জানাবে যে মানুষের এত উচ্চতায় আরোহণ করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, কেউ নিজের ইচ্ছায় বা নিজের বিবর্তনের কারণে জন্ম নেয়নি। কেউ নিজেকে উৎপাদন করে না। একটি তৈরি করেছে অন্য কেউ। নিজের শক্তিতে, কেউ একটি, একাকী চুলও তৈরি করতে পারে না। একজন একেবারে অসহায়। সর্বোপরি, একজন নিজের সারমর্মে ছিল, এক ফোঁটা অশুচি জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সুতরাং কীভাবে নিজেকে তৈরি করার গুণটি একজনের উপর আরোপিত করা যেতে পারে?

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই জাতীয় আত্মবিশ্লেষণ একজনকে তার অস্তিত্ব এবং তার সৃষ্টিকর্তার বাস্তবতা সম্পর্কে একটি আলোকিত দেবে। মহাবিশ্বে তাঁর সৃষ্টির মার্জিত জাঁকজমককে বাদ দিলে, যখন কেউ তার দেহের চমৎকার জীব, তার বিভিন্ন কার্যাবলী, প্রত্যেকটির নিজস্ব অদ্ভুত গুণ এবং কার্যাবলী রয়েছে, তখন তিনি সর্বশক্তিমান মহান সৃষ্টিকর্তার মহিমা এবং অতুলনীয় বিচক্ষণতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

অনেক কিছুর জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। আল্লাহ তাআলা একজনকে মহান আত্মা ও সুদর্শন দেহ দান করেছেন। একজনের সুন্দর প্রোফাইল একমাত্র তার সামনে গভীর কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করতে হবে। সুতরাং একজন ভাগ্যবান যে তিনি "জামাল" বা সৌন্দর্য এবং "কামাল" বা "শ্রেষ্ঠত্ব" এবং অনুগ্রহ উভয়ই পেয়েছিলেন কেবল আল্লাহ ব্যতীত। সর্বোপরি, অন্যথায় কী? এক মুঠো ধুলো ছাড়া আর কিছুই নয়! আল্লাহ কোনো কিছুই বিনা কারণে সৃষ্টি করেননি। মানব শারীরস্থানের প্রতিটি অংশ অপরিহার্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করার একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটি দক্ষতার সাথে উত্পাদিত, পরিকল্পিত এবং প্রোগ্রাম করা হয়েছে [এর জন্য বিশেষ ফাংশনের জন্য]। কিছুই অনুপস্থিত বা অভাব নেই। সমগ্র সংবিধান এতটাই নিখুঁত যে এটি কোনওভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, চোয়ালের দাঁতগুলি দেখুন। সামনের অংশগুলি সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ যা ভোজ্যগুলি পর্যাপ্তভাবে কাটা এবং ছিদ্র করতে সহায়তা করে। তাদের নিকটবর্তী অন্যগুলি বরং প্রশস্ত, খাঁজ এবং চ্যাপ্টা যাতে তারা সূক্ষ্ম হজমযোগ্য কণায় পিষতে সক্ষম হয়। জিহ্বার নীচের অংশটি এইভাবে গঠিত খাবারের টুকরোকে আর্দ্র করে, এটি গলার মধ্য দিয়ে সহজ এবং নিরাপদে যাওয়ার জন্য আরও নমনীয় করে তোলে। একইভাবে মানুষের হাতের তালুতে পাঁচটি আঙুল রয়েছে। চারটি আঙুল একই রকম। তবে বুড়ো আঙুলটি তাদের থেকে কিছুটা দূরত্বে স্থাপন করা হয়। এটি তাদের চেয়ে ছোট এবং কিছুটা পুরু। এটিতে তাদের প্রত্যেকের সাথে সমন্বয় এবং একসাথে কাজ করার এবং ভাল উপলব্ধি এবং পরিচালনার জন্য সমস্ত আঙ্গুল দিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। পরিবর্তে, প্রতিটি আঙুলের তিনটি ছিদ্র থাকে, তবে বুড়ো আঙুলের দুটি রয়েছে। মানুষ ইচ্ছামতো এই ছিদ্রগুলি নড়াচড়া এবং মোচড় দিতে পারে। এগুলি একক হাতে বাঁকানোর মাধ্যমে, কেউ হাতের তালুতে কাপ দিতে পারে। উভয় হাতের ছিদ্রগুলি একত্রিত এবং মোচড় দিয়ে, কেউ তাদের ফাঁপা প্লেট হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। একইভাবে, এই ছিদ্রগুলি এবং হাতের তালু বন্ধ করে, কেউ এটিকে এক ধরণের বক্সিং গ্লাভসে রূপান্তর করতে পারে, কারও শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য। অন্যদিকে, কেউ এটি সোজা হাতের তালু দিয়ে একটি থালা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং, এই আঙুলগুলির অবস্থান, আকার বা পরিমাণ সম্পর্কে যে কোনও বিতর্ক নিরর্থকতার অনুশীলন হবে। এত চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে সেগুলো! এই সমস্ত জিনিস এবং মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ স্থপতি হলেন সর্বোত্তম বিচারক। তিনি যা কিছু তৈরি করেছেন তার সবই জানেন।

মানুষের চাহিদা ও চাহিদা সীমাহীন। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিও সীমাহীন। মানুষের পরার জন্য জামাকাপড়, থাকার জন্য একটি ঘর এবং আরও অনেক জিনিস প্রয়োজন। বৃষ্টি, বাতাস, তাপ, ঠান্ডা এবং খাদ্য বৃদ্ধির জন্য ভূমির মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলিও একটির জন্য উত্পাদিত হয়েছে। টিন, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় ধাতুগুলিও একইভাবে মানুষের জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং শিল্পের জন্য তার সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম তৈরি করতে সহায়তা করার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। এই সমস্ত জিনিস এবং আরও অনেক জিনিস একজনের গ্রহণের জন্য,

তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য, একটি আরামদায়ক জীবনযাপনের জন্য রয়েছে। তাহলে কি মানুষ এতটাই কৌতূহলী হওয়া উচিত নয় যে শেষ পর্যন্ত তাঁর সর্বশক্তিমানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে, যিনি তাঁর সর্বোচ্চ দয়ায় একজনের জন্য এই সমস্ত কিছু করেছেন [এমনকি কেউ অজান্তেই এবং তাদের জন্য জিজ্ঞাসা না করেই]? মানুষের হৃদয় কি তাঁর ভালবাসা ও তাঁর ইবাদতে সমৃদ্ধ হওয়া উচিত নয়? একটি *হাদীস কুদসী* (একটি নবীমূলক বর্ণনা যা এর উৎস হিসাবে আল্লাহর কাছে আরোপিত হয়েছে) অনুসারে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন [আল্লাহ তাআলা বলেছেন]:

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي .

"আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, 'মানবতার প্রতি আল্লাহর রহমত ও দয়া তার স্তন্যদানকারী শিশুর প্রতি আদরকারী মায়ের চেয়ে অনেক বেশি।

তুলনামূলকভাবে নিম্ন মাত্রায়, একজন সরল কিন্তু একজন ভাল মানুষ, এই *বিষয়গুলিতে ঈশ্বরের* "মারিফা" বা জ্ঞানকে দেখেন:

1. এক ফোঁটা জলের নম্র উৎস থেকে নিজের সৃষ্টিতে।
2. নিজের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলিতে।
3. আল্লাহ তাআলার দ্বারা তার সমস্ত চাহিদা ও চাহিদার বিধান প্রদানের মধ্যে।
4. একজনের শারীরিক গঠনের সৌন্দর্যে। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নান্দনিক জিনিসগুলি যা একজনকে একটি আকর্ষণীয় এবং আকর্ষণীয় চেহারা দেয়।

আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন এবং তাঁর "*মারিফা" বা জ্ঞান দিয়ে বরকত দান করেন*। নিজের নিজের সম্পর্কে এই ধরনের মূল্যায়ন ঈশ্বরের জ্ঞানের ("মা'রিফা") চাবিকাঠি হয়ে ওঠে।

তোমার মধ্যে মহাবিশ্ব

মানুষ এমন জিনিস বোঝার চেষ্টা করে যা সে জানে না। একজন ব্যক্তি তার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক গুণাবলী দ্বারা ঈশ্বরকে বোঝার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যদিও কারও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, সত্যটি হ'ল মানুষের বোধগম্যতা এবং ক্ষমতা সীমিত, কারও মর্যাদা যতই উচ্চতর হোক না কেন। এই বিষয়ে একজনের অবিরাম গবেষণা নিঃসন্দেহে জীবনে তার অবস্থানকে বাড়িয়ে তুলবে; তার হৃদয় এবং "*নাফস*" (বা স্ব) যত বেশি পরিমার্জিত হবে, তাঁর প্রতি তার অগাধ ভালবাসার দ্বারা, ফলস্বরূপ একজন তাঁর আপেক্ষিক নৈকট্য অর্জন করবে তবে শেষ পর্যন্ত একজন এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে যে "একমাত্র ঈশ্বরই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জানেন" এবং তাকে ঘিরে রাখা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ, মানুষের হৃদয়, "*নাফস*" বা স্ব, বাস্তবে, পরিমাপ করা যায় না। এর কোনো মাত্রা নেই। এটি অবিভাজ্য [এবং তাই সময় এবং স্থানের মাত্রার পরিমাণ, সীমা এবং সীমাবদ্ধতার

সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে]। এর কোনো রঙ নেই। সংক্ষেপে, এটি এই সমস্ত বিবেচনার ঊর্ধ্বে। এই ক্ষেত্রে কীভাবে কেউ এমন জিনিসের আকৃতি নির্ধারণ করতে পারে? এমন একটি জিনিস কীভাবে কল্পনা করা যায় যার রূপ বা বিয়ারিং জানা যায় না? অতএব, এটি মানুষের এমন কোনও গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যা অনুরূপভাবে এটি বুঝতে পারে।

মানুষের মধ্যে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা একজন অনুভব করে কিন্তু সেগুলি বুঝতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ভালবাসা এবং বেদনা অনুভূত হতে পারে তবে সেগুলি মনে দেখা যায় না বা কল্পনা করা যায় না এবং তাদের কোনও আকার, রঙ বা আকার নেই। বিষয়টি বরং জটিল। মানুষের দ্বারা অনুভূত বিভিন্ন বিচক্ষণতা এবং অবস্থা, একজনের ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন উপাদানের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে কণ্ঠস্বর কানের অনুরূপ। রঙ চোখ দ্বারা দেখা এবং প্রশংসা করা হয়। জিহ্বা স্বাদ চিনতে পারে এবং নাক গন্ধের গন্ধ পায়। সাধারণ কারণ, বুদ্ধির সাথে এর কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে। প্ররোচনামূলক যুক্তির একটি বই সম্ভবত এই বিষয়টির সাথে কিছুটা প্রাসঙ্গিক হতে পারে, তবে অবশ্যই হৃদয় এবং তার বিশেষ প্রতিভার সাথে নয়, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর একটি বিষয়।

আল্লাহ সর্বত্র আছেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করা যায় না, বাকিদের বাদ দিয়ে। তাঁর উপস্থিতি এবং কমান্ড সর্বত্র অনুভূত হয়। দেহের কোন অঙ্গের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক এককভাবে অনুভব করা যায় না। এটা বলা যাবে না যে, এটা হাতের মধ্যে, পায়ে, মাথায় বা শরীরের অন্য কোনো অংশে আছে। এই শারীরিক অঙ্গগুলি পূর্বোক্ত হিসাবে বিভাজ্য, তবে হৃদয় এবং আত্মা বিভাজ্য নয়। যৌক্তিকভাবে, একটি জিনিস যা অবিভাজ্য, বিভাজ্য কোনও কিছুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

যাইহোক, এই বলার অর্থ এই নয় যে হৃদয় এবং আত্মার দেহের কোনও অঙ্গের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, এর অর্থ এই নয় যে এটি তাদের উপর প্রভাব ফেলে না। প্রকৃতপক্ষে, দেহের সকল অঙ্গ এর অধীনস্থ এবং হৃদয়, আত্মা বা "*নাফস*" বা মানুষের আত্মার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধীনে। এই প্রেক্ষাপটে মানুষের আত্মা এতটাই রাজা যেহেতু সমগ্র মহাবিশ্ব মহাবিশ্ব এবং সমস্ত অস্তিত্বের বাদশাহ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আত্মার বিষয় খুবই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম। এটি সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা এবং বক্তৃতা সত্ত্বেও, এটি একটি অনন্য এবং সুরক্ষিত রহস্য। সুতরাং, এটি একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে রাখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ:

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ ادَمَ عَلٰى صُوْرَتِه

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে (এবং তাঁর মধ্য থেকে উদ্ভূত সমগ্র মানবজাতিকে) তাঁর নিজের প্রতিমূর্তির উপর সৃষ্টি করেছেন।

এখানেই আল্লাহ ভালো জানেন তা বলা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

আমরা এতদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে:

1. আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁর পরম শ্রেষ্ঠত্বের মহান ঐশ্বরিক গুণাবলীর করুণা তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়।
2. তিনি সর্বব্যাপী, কিন্তু উপস্থিতি অন্য কোনও স্থান বা স্থান ব্যতীত কোনও একটি স্থানে সীমাবদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে না।
3. আত্মাকে জানাই তাঁর জ্ঞান বা "মারিফা" এর মূল চাবিকাঠি।
4. মানুষের আসল উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর জ্ঞান বা '*মারিফা*' অর্জন করা।

এখন কেউ বুঝতে চাইবে কিভাবে। তিনি মানবরাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক, সর্বোচ্চ রাজা। অনেকগুলি রহস্য উন্মোচন করতে হবে:

1. তিনি ফেরেশতাদের আদেশ দেন। তাদের বিনীত আনুগত্য।
2. উপরের স্বর্গ থেকে তাঁর আদেশ এবং নীচে পৃথিবীর প্রতি তাদের প্রার্থনামূলক আনুগত্য ছিল।
3. নক্ষত্রপুঞ্জ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের অবিচ্ছিন্ন গতি।
4. তাঁর কর্তৃক তাঁর জীবিত প্রাণীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁর (উপরের আকাশ থেকে) রিযিক দান করা।

এগুলি তাঁর জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। এই বিষয়গুলি এবং অনুরূপ বিষয়গুলি "তাঁর অনুগ্রহের কাজ" নামে পরিচিত বিষয়গুলির আওতাধীন।

এই থিসিসে, আমরা অনেকগুলি কোর্স নির্ধারণ করেছি যা তাঁর জ্ঞানের ("মা'*রিফা*") দিকে পরিচালিত করে। এখন আমরা তাঁর *ঐশ্বরিক* কর্মের জ্ঞান ("আফল") সম্পর্কে জানতে চাই। অন্য কথায়, মানুষ কীভাবে দেহের রাজ্যকে শাসন করে তা না জানলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে তিনি কীভাবে সমস্ত প্রভুর মালিক সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর সর্বোচ্চ রাজত্ব করেন। সুতরাং আবার, আমরা এই অনিবার্য উপসংহারে পৌঁছেছি যে মানুষ যতক্ষণ না নিজের 'স্ব' সম্পর্কে জানতে না পারে এবং একজনের প্রতিটি কাজ এই দৃষ্টিকোণে পরিচালিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ রহস্যের সমাধান করতে সক্ষম হবে না।

উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি একটি কাগজের টুকরোতে "*বিসমিল্লাহ*" ("ঈশ্বরের নামে, পরম দয়ালু, পরম দয়ালু") লিখতে চান, তখন আপনার হৃদয় প্রথমে এটি করতে চায়, তারপরে হৃদয় (অর্থাত্, আসল হৃদয় এবং দেহের বাম দিকের শারীরিক অঙ্গ নয়, যাকে "হৃদয়" বলা হয়) এই প্রভাবের দিকে আলোড়িত করে এবং মস্তিষ্ককে এটি প্রয়োগ করার আদেশ দেয়। মস্তিষ্কের প্রথম সংবেদনশীল কক্ষ যা মানুষের "*খেয়াল*" এর স্থান, অর্থাৎ এটি সম্পর্কে চিন্তার জাদু জাগিয়ে তোলে। চিন্তার ধারণাটি কল্পনা করা হয়। এটি মস্তিষ্কের পেশীগুলিতে মস্তিষ্ক দ্বারা সরবরাহ করা হয় যা এটি ছড়িয়ে পড়ে এবং শরীরে প্রসারিত করে; লেখার আঙুলগুলি নির্দেশিত হয়, শিরা এবং তাদের টিস্যুগুলি এই প্রভাবের বার্তা গ্রহণ করে, ফলস্বরূপ তারা কলমটি ধরে রাখে এবং প্রাপ্ত উদ্দীপনা অনুসারে শব্দগুলি খোদাই করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গুলিও সাহায্য ও প্ররোচনা দেয় এবং '*বিসমিল্লাহ*' লেখা হয়েছে। সুতরাং, এটি অনুমান করা সম্ভব যে পুরো লেনদেনটি এটি করার মৌলিক 'ইচ্ছা' এর কারণে হয়েছিল। তেমনি সবকিছুর সূচনা বা শুরুতে এই 'ইচ্ছা' বা '*ইরাদা*' সারমর্ম। যখন এটি ঈশ্বরের কাছে আরোপিত হয়, তখন এই 'ইচ্ছা'কে ঈশ্বরের 'সর্বোচ্চ ইচ্ছা' বলা হয়।

মানুষের ইচ্ছা প্রথমে একজনের হৃদয়ে উদ্ভূত হয় এবং সেখান থেকে এটি [দেহের] অন্যান্য মহলে পৌঁছায়, তেমনি ঈশ্বরের সর্বোচ্চ ইচ্ছা এবং তার প্রভাব, প্রথমে "অর্শ*"* থেকে শুরু হয়, অর্থাৎ ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমানের আধিপত্য থেকে, তারপরে এটি অন্যান্য অবস্থান এবং লোকদের কাছে পৌঁছায়। উপরন্তু, ইচ্ছার এই ধারণাটি যে কৌশলে মানুষের হৃদয়, একজনের আত্মার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুগুলির মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কে পৌঁছায়; একইভাবে, ঈশ্বরের ইচ্ছার এই অলঙঘনীয় রত্ন, তাঁর "*ইরাদা*" বা 'ইচ্ছা' তাঁর দ্বারা "*অর্শ*" (বা "ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমানের আধিপত্য") থেকে "*কুর্সি*", "সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্গীয় আসন" পর্যন্ত প্রেরণ করা হয়। এই রত্ন তাঁর ফেরেশতা বা "রুহ *আল-কুদস*" (পবিত্র আত্মা) এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। মস্তিষ্কের আধিপত্য যেমন মানুষের হৃদয়ের অধীনস্থ, তেমনি ঈশ্বরের আদেশের প্রভাব তাত্ক্ষণিক আনুগত্য এবং আনুগত্যের জন্য তাঁর আদেশের অধীনস্থ রাজ্যের মাধ্যমে "কুর্সি" এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত পুরো প্রক্রিয়াটি, হৃদয়ে "*বিসমিল্লাহ*" ("ঈশ্বরের নামে, পরম দয়ালু, পরম দয়ালু") লেখার চিন্তার আবির্ভাব থেকে, এর চূড়ান্ত সম্পাদন, একইভাবে "*জওহর তালিফ*" বা "ঈশ্বরের অদ্ভুত ইচ্ছা" দ্বারা একটি মহিমান্বিত উপায়ে শুরু করা হয়েছে, যা ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জ এবং অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জকে সক্রিয় করে। তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা অর্পণ করা। ফলস্বরূপ, তাদের বিকিরণ (রশ্মি) দ্বারা, তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে, বায়ুমণ্ডলকে তাপ, ঠান্ডা এবং শরৎ মরসুম ইত্যাদির মতো আবহাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য আলোড়িত করা হয়।

এছাড়াও, কলম যখন কালিটিকে "বিসমিল্লাহ" এর ঐক্যবদ্ধ রূপ দেওয়ার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শব্দগুলিকে আত্মস্থ এবং পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য গতিশীল করে, একইভাবে, তাপ, ঠান্ডা, জল এবং ধূলিকণা তাদের যৌগগুলিকে তাদের বিভিন্ন আকার, তাপ এবং ধূলিকণা এবং তাদের একত্রিত করার জন্য তাদের মিথস্ক্রিয়া দ্বারা গঠিত বৈধ রূপগুলি সংগ্রহ করার জন্য আন্দোলনে সেট করে।

যখন কলম লেখার জন্য নড়াচড়া করে, যা কিছু লেখার কথা কল্পনা করা হয়, তার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়, যা শেষ পর্যন্ত লেখা শব্দগুলিতে আকার নেয়। একইভাবে, যখন উপরে উল্লিখিত যৌগগুলির অন্তর্নিহিত মানগুলি গতিশীল হয়, তারপরে, ফেরেশতাদের এজেন্সির মাধ্যমে, প্রাণী এবং অন্যান্য উদ্ভিদের রূপগুলি উপরোক্ত "*লোহ মাহফুদ*" (সংরক্ষিত ট্যাবলেট যা সমস্ত সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনার সম্পূর্ণ রেকর্ড ধারণ করে) এর প্রতিলিপি অনুসারে কল্পনা করা হয়। "*আরশ*" (কেবল "সিংহাসন" কিন্তু বাস্তবে, এটি ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমানের আধিপত্য), "লোহ *মাহফুদ*" (সংরক্ষিত ট্যাবলেট) এবং "কুর্সি" (সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্গীয় আসন) এর উচ্চতার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে অনাদিকাল থেকেই মনে করে যে ঈশ্বর স্বর্গে "আরশ" এ বাস করেন! *কুরআনের রাসূ* ইউনুস (রাঃ) এর অধ্যায়ে ইরশাদ হয়েছে:

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ

"অতঃপর আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন, তিনি কার্যক্রম পরিচালনা করলেন। (কুরআন, 10 অধ্যায়, 3 আয়াত)

যারা "কাশফ" বা আধ্যাত্মিক উন্মোচনে *অধিষ্ঠিত তাদের কথা বলতে গিয়ে* বলা যেতে পারে যে, তাদের বাক্যের মূল্য রয়েছে:

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ ادَمَ عَلٰى صُوْرَتِه

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে সাবধান থাকুন যে, প্রবাদ আছে, "একমাত্র একজন রাজাই একজন রাজার আসল মূল্য জানেন"। যদি আপনি নিজে আপনার নিজের রাজা না হতেন এবং যদি আল্লাহ আপনাকে তাঁর রহমতের আভাস না দিতেন তবে আপনি কখনই তাঁর জ্ঞানের ("মারিফা") কাছাকাছি যেতে পারতেন *না*। সুতরাং সেই সর্বশক্তিমান রাজাকে ধন্যবাদ যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার রাজ্যের রাজত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন।

আপনার "অর্শ" (সিংহাসন) হ'ল পশু আত্মা ('পশু আত্মা' 'মানব আত্মা' থেকে পৃথক যা মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে উচ্চতর অংশ)। এর উৎস হৃৎপিণ্ডে। তোমাদের "*ইসরাফিল*" (ফেরেশতা যিনি কিয়ামতের দিন শিঙা ফুঁকবেন, যিনি সবাইকে জীবিত করবেন; আত্মাকে যখন পুনরুজ্জীবিত করা হয়, তখন মানব অস্তিত্বের প্রতিটি দিককে পুনরুজ্জীবিত করার, পুনরুত্থিত করার এবং পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রয়েছে) ঈশ্বর এটি তৈরি করেছেন। আপনার "*কুর্সি*" (আসন) একইভাবে চিন্তার দ্বারা নির্মিত হয়েছে। চোখ, কান এবং সংবেদনশীল উপাদানগুলি ফেরেশতাদের মতো। মস্তিষ্ক একটি ছাউনির মতো। এর গম্বুজ, যা আপনার ইন্দ্রিয়গ্রাহী উপাদানগুলি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তা আপনার আকাশ। আপনার হৃদয় থেকে সমস্ত বেস ধারণাগুলি পরিষ্কার করার পরে, এটি আপনার দেহের সমস্ত অংশের উপর রাজত্বকারী রাজা হিসাবে ইনস্টল করা হয়েছে। আপনার জন্য এত কিছু করার পরে, আপনাকে বলা হয়েছিল যে এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে বা আপনার রাজ্যকে অবহেলা করবেন না। অন্যথায়, এই অবহেলা ঈশ্বরের আদেশগুলি উপেক্ষা করার সমতুল্য যার ফলে তাঁর সামনে আপনার অবস্থান গুরুতর বিপন্ন হবে:

فَاِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰى صُوْرَتِه فَاعْرِفْ نَفْسَكَ يَا اِنْسَانُ
تَعْرِفْ رَبَّكَ

"অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আদমকে (সমগ্র মানবজাতির পিতা) তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। অতএব নিজেকে জেনে নিও, হে মানুষ! অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তাকে চিনতে পারবে।

মানব রাজ্যের ধারণাটি সমগ্র মহাবিশ্বের উপর সর্বশক্তিমানের রাজত্ব এবং রাজ্যের ক্ষুদ্রকরণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। নিজেই, এই ধারণাটি জোর দেয়:

1. দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী এবং পেশা শেখার বিষয়ে মানুষের নিজের আত্মার জ্ঞান যা একজনের রাজ্য গঠন করে।
2. ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁর রাজ্য সম্পর্কে তাঁর রাজ্য সম্পর্কে তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণাময় মনোযোগ, পরিবর্তে ফেরেশতার সম্পর্ক, একে অপরের সাথে এবং উচ্চতর

"অর্শ" (ঐশ্বরিক সিংহাসন), স্বর্গ এবং "*কুর্সি*" (সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্গীয় আসন) যা মহান যোগ্যতার অনন্য জ্ঞানের একটি দিক।

একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও তাদের সম্পর্কে অমনোযোগী এবং অসাবধান থাকবে না, যেমন একজন অবহেলা মূর্খের বিরুদ্ধে, যিনি কেবল নিজের অজ্ঞতার ফসল কাটাবেন। কিছু 'প্রকৃতিবিদ' এবং 'জ্যোতিষী' দুর্ভাগ্যবশত বিষয়টির সীমিত শিক্ষার উপর তাদের নির্ভরতার জন্য এতটাই অসাধিত যে তারা চূড়ান্ত প্রভাবকে, সবকিছুর ফলাফলকে নক্ষত্রের প্রভাবের জন্য দায়ী করে। তাদের বিশ্বাস এতটাই গোঁড়ামি, এতটাই পথচারী যে এই বিভ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে, তাদের অবস্থাকে একটি কাগজের টুকরোতে হামাগুড়ি দেওয়া পিঁপড়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে যা এই ধারণা পেতে পারে যে কলমটি [কাগজের উপরিভাগে] একটি কালো চিহ্ন তৈরি করছে, কারণ এটি নির্বিকারভাবে চলছে। কাগজে হামাগুড়ি দেওয়া আরেকটি পিঁপড়া, উচ্চতর দৃষ্টিশক্তি থাকা, এই বিশ্বাসকে আরও প্রসারিত করতে পারে যে হাতটি [কলম ধরে] কাগজে চিহ্ন তৈরি করছে। এটা প্রকৃতিবিদদের উদাহরণ। তাদের [ভুল] বিশ্বাসের সুস্পষ্ট ভ্রান্তি এই যে সমস্ত মানুষ অন্য সমস্ত সত্য নির্বিশেষে নক্ষত্র দ্বারা অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রভাবিত হয়। সত্যের বিপরীত শব্দটি অভিনব বা প্রহসন। তখন জ্যোতিষীরা সহজেই ভুলে যান যে এই নক্ষত্রগুলিও স্বর্গ ও নক্ষত্র এবং মহাবিশ্বে এবং এর বাইরেও যা কিছু আছে তার পরম প্রভু ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত ফেরেশতাদের আনুগত্য করে। তাদের দখল কেবল বস্তুগত জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নবাগত যা সমস্ত শারীরিক জাগতিক বিবেচনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল আলোর (আলম রুহানী") চেয়ে ভৌত (বা বস্তুগত) জগতের নক্ষত্রগুলির উজ্জ্বলতা কম। তারা জানে না যে, আত্মা শরীরের উপর শাসন করে। এর বিপরীত সত্য নয়। তারা তাদের জ্ঞান এবং জ্ঞানের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের অযৌক্তিকতায়, তারা আত্মার আধ্যাত্মিক রাজ্যের পথের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে যেখানে অভ্যন্তরীণ সত্তার অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র ("বাটিন") ঈশ্বর এবং "*মেরাজ*" (আধ্যাত্মিক আরোহণ বা ঈশ্বরের পথে আরোহণ উচ্চতার মহিমা, যা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অর্পিত হয়েছে)। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কিতাবে (কুরআন) বলেন,

وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

"আর এভাবেই আমরা ইব্রাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব দেখিয়ে দিলাম। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 75)

হযরত ইব্রাহীম (সা.) উত্তরে বললেন,

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

"আমি আমার মুখ তার দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছি যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 79)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ
سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ مَنْ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ

"নিশ্চয়ই ঈশ্বরের জন্য বিশুদ্ধ আলোর সত্তর হাজার পর্দা রয়েছে। যদি তিনি তা উন্মোচন করতেন, তবে তাঁর চেহারার রশ্মি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা প্রত্যেককে পুড়িয়ে ফেলত।

ঔষধের জ্ঞানের লোকেরা, একইভাবে, তাদের অনুশীলনের বেশিরভাগই জিনিসগুলির গরম বা শীতল প্রভাবের উপর ভিত্তি করে। এটি তাদের পেশার অনুশীলনে কিছুটা সহায়তা করেছে। সূর্যকে উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত, শনিকে শুষ্ক ও ঠান্ডা এবং বুধকে আরও উত্তপ্ত করার ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার মুক্তির গুণ তার উদ্দেশ্য ছাড়া নয়। দরিদ্র জ্যোতিষী, কারও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বুদ্ধিমত্তায়, তবে সূর্যকে পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানে রাখার ক্ষেত্রে তাদের সৃষ্টিকর্তার বুদ্ধিমত্তা বা দিন এবং রাতের তারতম্য বা সেই বিষয়ে, তাঁর সর্বোচ্চ ইচ্ছার প্রতি আকাশের সমস্ত নক্ষত্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের কর্তব্য পালনে নম্র আনুগত্য উপলব্ধি করতে পারেনি। এই জাতীয় ব্যক্তি তাদের শারীরিক অস্তিত্ব এবং পরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে তাদের আধ্যাত্মিক গুণাবলীকে বিশ্বাস করা এড়িয়ে গেছে। কেবল যদি কেউ জানত যে গোলার্ধের এই সমস্ত নক্ষত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশের অধীন এবং বশীভূত, তবে কেউ তাদের শারীরিক দিকটি অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে পারত না:

ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

"সূর্য ও চন্দ্র তাদের নির্ধারিত গতিপথে চলাচল করে। (কুরআন, অধ্যায় 55, আয়াত 5)

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ

"আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র তাঁর আদেশের অধীন। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 54)

একটি জিনিসকে পরাধীন বলে মনে করা হয় যা ব্যবহার করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং কাজ করা হয়। যেমন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের জন্য করে। তাদের প্রত্যেককে সম্পাদন করার জন্য একটি ফাংশন বরাদ্দ করা হয়েছে। নক্ষত্রগুলিও আল্লাহর বান্দা, তাঁর আদেশ পূরণ করে। একইভাবে, মস্তিষ্ক যেমন মানব দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলিকে তাঁর দ্বারা প্রদত্ত বিচক্ষণ অনুষদের সাথে একত্রে কাজ করার নির্দেশ দেয়, তেমনি নক্ষত্রগুলিও তাদের নির্ধারিত কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে ঈশ্বর কর্তৃক এই প্রভাবের জন্য নির্ধারিত ফেরেশতাদের মাধ্যমে, তাদের পরিচালক এবং প্রধান চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে, এই ফেরেশতারা তাদের নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলিতে অনেক কিছুর জীবন্ত বার্তাদাতা।

আপাতদৃষ্টিতে কারণ এবং তার প্রভাব, অর্থাৎ ফলাফল, কেবল এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। অযোগ্য কাকতালীয় ঘটনাগুলি মানুষকে জিনিসগুলিতে বিশ্বাস করাতে পারে এমন পরিমাণে যে তাদের অবস্থানকে কিংবদন্তি অন্ধ লোকদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যারা অন্ধকারে একটি হাতিকে অংশে অংশে আঁকড়ে ধরেছিল এবং পুরো সম্পর্কে চিন্তা করার পরিবর্তে, তাদের প্রত্যেককে ভুল বিচারের উপর ভিত্তি করে আলাদা নাম দিয়েছিল। এই জ্যোতিষী, বুদ্ধিজীবীর

ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যিনি একইভাবে একজন দাসকে প্রভু, রাজা বলে মনে করেন। পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে:

لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ

"যারা সূর্যাস্তের সময় সূর্য অস্ত যায় তাদের আমি ভালবাসি না। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 76)

অজ্ঞরা চাঁদ ও সূর্যকে ঈশ্বর বলে মনে করে। বিচক্ষণতা বিরাজ না করা পর্যন্ত আদেশপ্রাপ্তদের কমান্ডার বলা হয়। স্বর্গীয় গোলককে বারোটি "*বুরুজ*" অর্থাৎ আরোহণ রয়েছে। একে একজন উঁচু রাজার সাথে তুলনা করা যেতে পারে যিনি তার "উজির" (মন্ত্রী) এর সাথে তার মহিমান্বিত কক্ষে বসে আছেন। তার চারপাশে, সুবিধাজনক জায়গায় "উজির (রাজার মন্ত্রী) অভিজাত সহকারীরা বারোটি শান্তির বিশিষ্ট স্বর্গে বসে আছেন, যার প্রত্যেকের একটি দরজা রয়েছে। সাতজন বাধ্য কিন্তু চটপটে অশ্বারোহী "উজীর" এর সহকারীদের ইশারা এবং ডাকে প্রতিটি দরজার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আহ্বানগুলি মনোযোগ সহকারে শুনছে। তাদের তাত্ক্ষণিক বাস্তবায়নের জন্য, এই অশ্বারোহীদের থেকে কিছুটা দূরে পায়ে হেঁটে চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের ধনুক নিয়ে এই অশ্বারোহীদের মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছেন, এইভাবে একটি নির্দিষ্ট দলকে দড়ি দিয়ে এবং তাদের হাইকমান্ডের সামনে হাজির করে প্রাপ্ত নির্দেশাবলী পূরণ করে। তখন তাদের হয় শাস্তি দেওয়া হয় অথবা পুরস্কৃত করা হয়।

তদনুসারে, "*অর্শ*" ("ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমানের আধিপত্য") হল বিষয়গুলির দায়িত্বে থাকা বিশিষ্ট মন্ত্রী ("*উজির*") অর্থাৎ উচ্চ স্বর্গের প্রিয় দেবদূতের বিশিষ্ট আবাসস্থল। এটি একজন জ্যোতিষীর কল্পনা অনুসারে নক্ষত্রের গোলার্ধে পর্বতগুলির বিপরীত। এই ক্লেয়ারভয়েন্টগুলি আকাশের দাবা বোর্ডে ঘুঁটি এবং প্যারাফের্নালিয়ার বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বিভিন্ন অর্থ নির্ধারণ করে যেমন একজন চিকিত্সক বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা বিভিন্ন অসুস্থতা পাঠোদ্ধার করেন:

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ

"এটাই তাদের জ্ঞানের পূর্ণ অর্জন। (কুরআন, অধ্যায় 53, আয়াত 30)

কিন্তু, ঈশ্বরের করুণা যখন এইরকম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে গ্রাস করে, তখন উপরে উল্লিখিত পরিচারকরা একজনের যত্ন নেয় এবং একজন উদ্ধার পায়। একজন নবীর পথও একইভাবে নক্ষত্রখচিত এবং "ওয়ালি" (সাধু, জ্ঞানবাদী বা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ) একজনের নিরাময়ের জন্য অলৌকিক কাজ করে।

اِنَّ الْبَلَاءَ مَوَكَّلٌ بِالْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَوْلِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَا الْاَمْثَلُ

مَرِضْتُ فَلَمْ تَعِدْنِىْ

"নিশ্চয়ই নবীগণকে পরীক্ষা ও ক্লেশের মধ্য দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়, তারপর আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা *(ওয়ালী)* তারপর যারা তাদের অনুরূপ (কিন্তু নিকৃষ্ট পদমর্যাদা, আল্লাহর কাছে তাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা অনুযায়ী) ভোগ করা হয়। সুতরাং, যখন আমি অসুস্থ হই, তখন আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। *(মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু* আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বা রেওয়ায়ত)

আমরা এমন কিছু লোককেও দেখি যাদের দেখতে খুব অসুস্থ কিন্তু অসুস্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা সেই লোক যারা ঈশ্বরের প্রেমের কারণে এমন অবস্থায় নেমে এসেছে, যাদেরকে তারা এতটাই আরাধনা করে যে তারা অসুস্থ দেখায়। প্রকৃতপক্ষে, প্রেম এতটাই আত্মগ্রাসী!

এখন আপনি "সুবহান আল্লাহ" *(সকল অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির উর্ধ্বে),* "আলহামদুলিল্লাহ" *(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর), "লা* ইলাহা ইল্লাল্লাহ ()" *(আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই), এবং "আল্লাহু* আকবার" *(আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ [কোন সৃষ্টির উর্ধ্বে মহান) শব্দগুলির অর্থ বুঝতে হবে কারণ এগুলি "মা'রিফার অবিচ্ছেদ্য সংমিশ্রণ"*" বা ঈশ্বরের জ্ঞান।

ডেরিভেশনে যখন আপনি আপনার 'আত্মা' ("*নফস*") অর্থাৎ আপনার মধ্যে যে ধার্মিকতা ও পুণ্যের মধ্যে রয়েছে তা চিনতে পারবেন, তখন আপনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের সমান পরম ধার্মিকতা এবং গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং এর মাধ্যমে "*সুবহানাল্লাহ*" (আল্লাহর মহিমা) বুঝতে পারবেন। যখন আপনি আপনার নিজের ডোমেইনের রাজা হওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজত্ব সম্পর্কে সচেতন হন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর ঈশ্বরের মহান শ্রেষ্ঠত্বের সত্যকে আত্মস্থ করেন কারণ সবকিছু তাঁর অধীন। তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনি '*আলহামদুলিল্লাহ*' (সকল প্রশংসা আল্লাহর) এর অর্থ বুঝতে পেরেছেন। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তাঁরই এবং তাঁরই জন্য।

এখন সবশেষে, আপনাকে বুঝতে হবে "আল্লাহু *আকবার*" এর অর্থ কী। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, 'আল্লাহ মহান'। এর অর্থ এর চেয়ে অনেক বেশি। তার মানে এই নয় যে, তিনি অন্যদের চেয়ে বড়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তবুও, তাঁর এবং অন্য কারও মধ্যে কোন তুলনা করা যায় না। তিনি সকল বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে এবং ঊর্ধ্বে। তিনি অসীম মহান। তিনি সবকিছুকে ছাড়িয়ে যান এবং পরিবেষ্টিত। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও পরম দয়ালু। আমরা তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা এবং তাঁর পবিত্র নামগুলি থেকে তাঁর এবং তাঁর অনেক অনন্য এবং চমৎকার গুণাবলী এবং শক্তি সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি এতটাই মহান এবং অতুলনীয় যে আমরা কখনও তাঁর বর্ণনা করতে বা তাঁর আশীর্বাদগুলি গণনা করতে সক্ষম হতে পারি না।

আল্লাহর তাকওয়া মানুষের ধার্মিকতার মতো নয়। এটি কেবল হতে পারে না। আমরাই তাঁর মহান গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য শব্দ খুঁজে পাই না, এবং এটি করার মাধ্যমে তাঁর কাছে এমন শব্দ বা অভিব্যক্তি আরোপ করি যা কেবল পর্যাপ্ত নয় কারণ তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা। তাহলে তারা কিভাবে তাঁর মতো হতে পারে? একইভাবে, ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেন, যখন আমরা একজন মানুষের রাজ্যের মধ্যে তুলনা করি যার উপর একজন শাসন করে এবং ঈশ্বরের রাজ্য যার উপর তাঁর রাজত্ব প্রকাশিত হয়, আমরা বোঝাতে চাই না যে তারা একই রকম। এটি কেবল দেখায় যে আমরা কতটা অযোগ্য, মানুষ কতটা অসহায় এবং ঈশ্বর কতটা মহিমান্বিত! উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও শিশু আমাদের কোনও রাষ্ট্রের উপর শাসন করার আকর্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং তাকে বোঝাতে চায়, আমরা উত্তর দিই যে আপনি আপনার ব্যাট এবং বল নিয়ে খেলার সময় যেমন খুঁজে পান, আপনি দেখতে পাবেন যে আমরা সত্য থেকে কতটা কাছাকাছি বা দূরে। আমরা আগেও বলেছি এবং আমরা পুনরাবৃত্তি করছি যে একমাত্র ঈশ্বরই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে জানেন এবং অন্য কেউ জানে না। এই পরিস্থিতিতে মানুষের জন্য গ্রহণ করার সর্বোত্তম উপায় হ'ল:

1. নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর জ্ঞানের ("মা'*রিফা*") সন্ধানে নিমগ্ন হন।
2. তাঁর অনুগ্রহের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর আলো ("*নূর*"), তাঁর সৌন্দর্য ("*জামাল*"), তাঁর শক্তি ("*কুদরা*") তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলী ও সৃষ্টিতে সন্ধান করা।
3. তাঁর উদারতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া।
4. নিজের হৃদয় ও আত্মার প্রতিটি তন্তু দিয়ে তাঁর উপাসনা করা।
5. তাঁর আদেশ মেনে চলা।

আমরা সবাই তাঁর কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব।

اِلَيْهِ الْمَرجِعُ وَ الْمَصِيْرُ

"তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন এবং শেষ আশ্রয়স্থল।

আপনি যত বেশি তাঁকে ভালবাসবেন, তাঁর শ্রদ্ধা করবেন, তাঁর ইবাদত করবেন, ততই আপনি তাঁর দ্বারাও বরকত পাবেন। তিনি তাদের পছন্দ করেন যারা আন্তরিক, নিবেদিত, নম্র, প্রেমময় এবং কৃতজ্ঞ। এইরূপ মহৎ আচরণ নিশ্চিতভাবে পুরস্কৃত হবে [তাঁর] দ্বারা।

اَنَا بُدَّكَ اللَّازِمُ فَالْزِمْ بُدَّكَ

"আমি (অর্থাৎ আল্লাহ) তোমার প্রয়োজনীয় অনিবার্যতা, তাই তোমার অনিবার্যতাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ।

হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর স্মরণ ("*দিকির*") কেবল নিজের আত্মা থেকে সমস্ত [নিকৃষ্ট] আকাঙ্ক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করে, [সকল] নিকৃষ্ট কাজ ত্যাগ করে এবং তাঁর ইবাদতে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হওয়ার মাধ্যমেই শক্তিশালী করা যেতে পারে। আন্তরিক হৃদয় শান্তিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন। একজন মুমিনের ('মমিন') মহিমা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ

"মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে (প্রকৃত, পরম, স্থায়ী ও চিরস্থায়ী সফলতায়)। (কুরআন, অধ্যায় 23, আয়াত 1)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

"নিশ্চয় সে সফলকাম যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজের পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে। (কুরআন, অধ্যায় 87, আয়াত 14-15)

বিশ্বকে জানা

আল-গাজ্জালী তাঁর বই "কিমিয়া-ই-সাদাত" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট অফ চেঞ্জের আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট" এ *অনন্ত সুখ এবং সত্যিকারের স্থায়ী সাফল্যের আলকেমি (বা রূপান্তরকারী এজেন্ট) এর চমৎকার ব্যাখ্যা অব্যাহত রেখেছেন*, এই আলকেমির চারটি শিরোনাম (বা প্রয়োজনীয়তা) এর তৃতীয়টি ব্যাখ্যা করে যা "পার্থিব জীবনের বিশ্ব এবং বাস্তবতা জানা"। অনন্ত আনন্দের রূপান্তরকারী এজেন্টের তৃতীয় প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন [4]:

প্রিয় প্রিয়তমা! এই দুনিয়া এমন একটি পথ যেখানে মানুষ তার যাত্রাপথে পরকালের দিকে যাত্রা করে। এটি "মারিফা" বা "ঈশ্বরের] একটি বিশাল মরুভূমির শেষ এবং পাদদেশে একটি মরুদ্যান। দুনিয়া দুনিয়া ও পরকাল (*আখীরাত*) বা আখেরাত দু'টি শর্ত। একটি অবস্থা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মানুষের জীবন এবং সময় (যা একজনের খুব কাছাকাছি) সম্পর্কিত। মৃত্যুর পরপরই আখেরাত শুরু হয়। এ দুনিয়া (এবং পার্থিব জীবন) মানুষের জন্য আখেরাতের (*আখিরাত*) প্রস্তুত করার জন্য। এ জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে অবস্থানের জন্য নিজের উপার্জন হিসেবে সৎকর্মের ভাণ্ডার সংগ্রহ করা, যা আখেরাতে ভালো অবস্থানে দাঁড়াবে। যদিও মানুষ তার উৎপত্তিতে বরং দুর্বল ও অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে, তবুও একই সাথে এমন প্রতিভা অর্জন করা হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করে কেউ "কামাল" বা পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে, ফেরেশতার গুণাবলী অর্জন করতে পারে এবং ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পারে। এটি একজনের অস্তিত্বের যোগফল। এটাই প্রতিশ্রুত 'জান্নাত'।

তাঁর জ্ঞানের ("মা'রিফা"*) মূল চাবিকাঠি মানুষের* প্রতি তাঁর মহান দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর অগণিত অনুগ্রহের প্রশংসা এবং তাঁর সৃষ্টির মনোরম সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে নিহিত রয়েছে। মানুষের উপলব্ধি ইন্দ্রিয়গুলি একজনকে তাঁর দ্বারা উত্পন্ন মনোরম জিনিসগুলির স্বাদ এবং স্বাদ দেয়, প্রকৃতিতে একজনের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অপরিসীম সৌন্দর্যের অনন্য মহিমা দেখে। একজনের কান একজনকে প্রশান্ত শব্দ এবং [প্রকৃতির] সংগীতের প্রশংসা করতে বাধ্য করে, একজনের হাত একজনকে প্রেমময় স্পর্শের উষ্ণতা অনুভব করে, ইত্যাদি। যতদিন মানুষ বেঁচে আছে, ততদিন সে এসব ভোগ করতে পারে এবং (আল্লাহর কাছে তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহের জন্য) কৃতজ্ঞ হতে পারে। যখন কেউ মারা যায়, তখন সে এই বুদ্ধিমত্তা [সংগ্রহ] এজেন্টদের (অর্থাত্, ইন্দ্রিয়গুলি) অবাধে প্রদত্ত পরিষেবাগুলি হারায় যা আর থাকে না। সুতরাং, মানুষের জীবনে দুটি জিনিস প্রয়োজন:

1. নিজের হৃদয়কে সেই জিনিসগুলি থেকে রক্ষা করা যা একজনের হৃদয়কে হত্যা করে। নিজের হৃদয়কে তার খাদ্য [এবং পুষ্টি] প্রদান করা উচিত।
2. নিজের শরীরকে সেই জিনিসগুলির ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করা যা [ক্ষতি করে] এবং হত্যা করে। একইভাবে তার খাবারের ব্যবস্থা করা উচিত।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায়, আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি যে হৃদয়ের খাদ্য হ'ল ঈশ্বরের ভালবাসা এবং জ্ঞান ("মা*'রিফা*") যা এই উক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে প্রতিটি জিনিসের খাদ্য যা এটি সত্যই পছন্দ করে এবং এই প্রভাবের জন্য তার অভ্যন্তরীণ, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে থাকতে চায়। এটি অবশ্যই পুষ্টিকর এবং টেকসই হতে হবে। সেই বিষয়ে, এমনকি শরীরের যত্নও হৃদয়ের স্বার্থে। কারণ দেহ শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হবে, কিন্তু হৃদয় [মৃত্যুর পরেও চিরকাল] বেঁচে থাকবে। এ ব্যাপারে একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে

পারে, যেমন বলা যায়, দেহ হৃদয়ের জন্য, যেমন উট (প্রাচীনকালে যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে) আল্লাহর পথে "*হাজী*" বা হজযাত্রীর জন্য (যিনি আল্লাহর পবিত্র গৃহে হজ বা হজ্জ করেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর রহমতের প্রতীক)। একজন সেখানে চড়ে 'কা'*বা*' (মক্কার পবিত্র আল্লাহর ঘর) পৌঁছায়। এর বিপরীতটি সত্য নয়, অর্থাৎ, তীর্থযাত্রী উটের জন্য নয়, তবে উট তীর্থযাত্রীর জন্য। স্বাভাবিকভাবেই, তীর্থযাত্রী উটটিকে খাওয়াবেন যতক্ষণ না এটি "কাবা" (যা হজযাত্রীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যমূলক গন্তব্য) পৌঁছায়। এই কারণে কারও পক্ষ থেকে যে কোনও অবহেলা বা বিলম্ব একজনের উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকারক হবে [নিজের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছনোর] জন্য।

বিষয়টি আরও বিশ্লেষণ করার জন্য, মানব দেহের তিনটি জিনিস প্রয়োজন:

a) খাদ্য
b) জামাকাপড়
c) বাড়ি।

অন্য কথায়, খাওয়ার জন্য খাবারের প্রয়োজন, নিজেকে ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তার জন্য পোশাকের প্রয়োজন, ঘর হ'ল অভয়ারণ্যের জায়গা যেখানে কেউ তাপ এবং ঠান্ডার আক্রমণ থেকে আশ্রয় পেতে পারে যাতে শরীর ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকে। সংক্ষেপে, এই তিনটি জিনিস হ'ল দেহের ভিত্তি, প্রাথমিক পূর্বশর্ত, অর্থাত্ একজনের শারীরিক অস্তিত্বের ভিত্তি। তবে মানুষ অতিরিক্ত খাওয়া হলে মারা যেতে পারে। ঘর ও বস্ত্রের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষের মধ্যে রোপণ করা হয়েছে। এই প্রকৃতির অতিরিক্ত চাহিদা ক্ষতিকারক হতে পারে। এখানে যুক্তি, সাধারণ জ্ঞান একজনের উদ্ধারে আসে এবং একজনকে দেহের এই দাবিগুলিতে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া থেকে বিরত রাখে। মঙ্গলের যে নীতিতে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা যা থেকে তারা উদ্ভূত হয়, সর্বোচ্চ বা সর্বোচ্চ কল্যাণ যা তাদের তত্ত্বাবধান করে, তা হ'ল হৃদয়। এর খাবার মহৎ। হৃৎপিণ্ড যত বেশি খাদ্য পায়, আত্মার জন্য তত ভালো। ফলস্বরূপ একটি হৃদয় ভালভাবে পুষ্ট হয়, ঈশ্বরের প্রেম এবং অনুসন্ধানের সাথে, তার কুলুঙ্গি খুঁজে পায় এবং নাইট রাইডারের মতো শরীরে চড়ে যার মাউন্টের লাগাম একজনের হাতে থাকে। অতএব, আমার বন্ধু, আমার কথা মনে রাখুন এবং এর লাগাম আলগা হতে দেবেন না। যখন আপনি দেহের কামনা, লোভ, অপকর্ম, অপবিত্র ও বিভ্রান্তিকর তাগিদকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করবেন, তখন তা দমন করা হবে।

পৃথিবী তিনটি প্রধান বিভাগ নিয়ে গঠিত যথা:

1) যে জিনিসগুলি পৃথিবীতে পাওয়া যায় যেমন সমস্ত ধরণের গাছপালা, খনি এবং প্রাণী ইত্যাদি। ভূমির পৃষ্ঠ নিজেই মানুষের বাসস্থান, কৃষি ইত্যাদির ভিত্তি গঠন করে।

2) লোহা, ইস্পাত, ব্রোঞ্জ ইত্যাদির মতো খনিজগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

3) মানুষ পশুদের উপর চড়ে তাদের মাংস খায় এবং অন্যান্য খাদ্য খাওয়ার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

আরও অনেক জটিলতা রয়েছে। এটি দুঃখজনক যে একজনের দৈনন্দিন রুটিনে, একজন তার হাত-পা এবং সর্বোপরি তার হৃদয় তাদের মধ্যে ব্যস্ত রাখে, কারণ একজনের হৃদয়ের মোট ব্যস্ততা প্রকৃতপক্ষে খুব ক্ষতিকারক হতে পারে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া এবং জাগতিক লোভ, পিঠ দেওয়া, ক্রোধ এবং অনুরূপ মন্দ কাজে জড়িত থাকার কারণে এটি হৃদয়ের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

একইভাবে, তিনটি পেশা - স্বর্ণকার (ধাতুর জন্য), বুনন এবং স্থাপত্যও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই পেশাগুলি কেবল কোনও না কোনও রূপে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে তাদের সহায়ক ব্যবসার সাথেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত। যেমন তুলা সংগ্রহকারীরা তুলা বাগান থেকে তুলা ফুল বাছাই করে। কাস্টাররা ফ্লাফ ছাঁটাই করে; সুতির স্পিনাররা এগুলি সুতোয় পরিণত করে এবং শেষ পর্যন্ত সুতির তাঁতিরা লুম করে এবং বিভিন্ন ধরণের কাপড় বুনে। এরপর এসব পোশাক সেলাই করে সেলাই করা হয়। লোহা শিল্পী এমন সরঞ্জাম তৈরি করে যা দিয়ে দর্জি, সেলাই এবং সেলাই করা হয়। এভাবে বিভিন্ন পেশার মানুষ একে অপরের সঙ্গে কাজ করে।

প্রত্যেকে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবেই, জটিলতা এবং পেশাদার ঈর্ষা শুরু হয়েছিল। দর্জি কার্যত বোনা উপাদানের জন্য তাঁতির উপর এবং স্পিনারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, যিনি কাঠমিস্ত্রি বা লোহার কারিগর দ্বারা তৈরি করা যান্ত্রিক ডিভাইসগুলি দিয়ে এটি স্পিন করেন, অন্যদিকে দর্জি করার জন্য নিজের সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, যার জন্য আবার লোহার কাজের প্রয়োজন হয়। দেওয়া এবং নেওয়ার এই জটিল পদ্ধতির ফলে জটিলতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়, যার জন্য তিনটি প্রধান জিনিস এবং অন্যান্য কারণগুলি যা এই বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত, অত্যাবশ্যক:

1) রাজনৈতিক, অন্য কথায়, কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা এবং রাষ্ট্রনায়কত্ব।
2) মনিটরিং গিয়ার এবং সরকার।
3) "*ইলম আল-ফিকহ*" অথবা ধর্মের নির্ধারিত বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী আইন ও আচরণবিধি সম্পর্কে জ্ঞান।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, এই অবকাঠামোটি পূর্বোক্ত তিনটি মানবিক পূর্বশর্ত, অর্থাৎ খাদ্য, পোশাক এবং বাড়ি বা বাসস্থানের উপলব্ধি এবং সম্পাদনের জন্য। বাকিরা তাদের অনুসরণ করে। এই মৌলিক মানবিক প্রয়োজনীয়তাগুলি শরীরের সাথে সম্পর্কিত। পরিবর্তে শরীর হৃদয়ের জন্য, আত্মার জন্য। কা'*বা (তীর্থযাত্রীদের চূড়ান্ত গন্তব্য - মক্কার ঈশ্বরের প্রতীকী ঘর যা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রহমতের প্রতীক) পৌঁছানোর জন্য হজযাত্রীকে (*"হাজী"*) উটের* মতো দেহে আরোহণ করতে হয় । মানুষের ক্ষেত্রে, একজনের লক্ষ্য এর সমার্থক, অর্থাৎ "মা'*রিফা*" বা ঈশ্বরের জ্ঞানের লক্ষ্য অর্জন করা। কা'আবার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যকে মাথায় রাখার পরিবর্তে, যদি উপরোক্ত হজযাত্রী ভ্রমণের সময়, উটের পরিচর্যা এবং যত্ন নেওয়ার সময় সময় নষ্ট করেন, তবে তার চরম অবহেলার জন্য কেবল নিজেকে দায়ী করা হবে [যা একজনকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং গন্তব্যে পৌঁছাতে বাধা দেবে]। প্রিয় প্রিয়তমা! এ থেকে শিক্ষা নিন। জীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিনিময়ে জাগতিক বিষয়গুলিতে জড়িয়ে পড়বেন না। জীবনের অলস পেশায় [এবং অকেজো সাধনায়] জগতে যে সময় অপচয় করা হয় তা আপনাকে অনেক মূল্য দিতে হবে। মনে রাখবেন, জীবনের এই যাত্রা আসলে আখেরাতের দিকে যাত্রা (*আখিরাত) /*

এই জগতের ক্যারিশমা খুবই লোভনীয়। ভেতরে নেবেন না। জীবনের প্রলোভন থেকে উর্ধ্বে উঠুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাযথভাবে বলেছেন, 'দুনিয়া '*হারুত* ও *মারুত*' (বিখ্যাত কিংবদন্তি জাদুকর) এর চেয়েও বড় জাদুকর। [পৃথিবীর] বাস্তবতাকে নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:

1. এই পৃথিবী আপনার উপর জাদুর প্রথম যে জাদু ফেলেছে তা হ'ল এটি আপনাকে অনুভব করে যে এই পৃথিবী এবং এর সমস্ত মুগ্ধতা সর্বদা থাকার জন্য রয়েছে, তবে আসলে, বিপরীতটি ঘটে। সময়টি ক্ষণস্থায়ী, অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে, যদিও বরং অলসভাবে, কারণ আপনি তার আনন্দময় মুহুর্তগুলিতে সময়ের গণনা হারিয়ে ফেলেন। সংসারে সময়, তার পদচারণা ছায়ার মতো। এটি সর্বদা একটি ছায়ার মতো সুপ্ত দেখায় যা স্থির দেখায়। আপনি পরে বুঝতে পারবেন যে ছায়াটি যেখানে ছিল সেখানে আর নেই, বরং এটি তার মূল অবস্থান থেকে ধীরে ধীরে এবং অদৃশ্যভাবে সরে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবী গতিশীল। সময় এবং জোয়ার কারও জন্য অপেক্ষা করে না। তাই সাবধান থাকুন এবং আপনার পায়ের নীচে ঘাস জন্মাতে দেবেন না। অর্জিত একটি মুহূর্ত নষ্ট হয় না, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া একটি মুহূর্ত কখনও অর্জন করা হয় না। যাইহোক, জীবন সংক্ষিপ্ত। সুতরাং কেন এটি সর্বাধিক ব্যবহার করবেন না।
2. এই জগতের জাদুর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হল যে এটি আপনাকে একজন প্রিয় বন্ধু হিসাবে আচরণ করে যার উপর এটি তার জাগতিক ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যের উপহার দেওয়ার ভান করে, যেন এটি একজন বিশ্বস্ত কমরেডের মতো সর্বদা আপনার সাথে থাকবে। এটি আপনাকে তার আদেশে প্রতিটি প্রলোভনীয় কৌশল দ্বারা মুগ্ধ করার চেষ্টা করে যাতে আপনি তার মনোযোগের একমাত্র সবচেয়ে আরাধ্য বস্তু। কিন্তু পরে যখন এটি আপনাকে বিভ্রান্ত করে দেয়, তখন আপনি জিল্ট এবং হারিয়ে যান। আপনি আপনার জীবনের একটি ধাক্কা পান। যা ঘটে তা হ'ল বিপথগামী প্রকৃতির একটি সুন্দর প্রেমিকের মতো, এটি আপনাকে হঠাৎ ছেড়ে চলে যায়, অন্য কারও উপর তার রেশমী শিকল বুনে দেয়, এমন সহজ শিকারকে তার বিপজ্জনক পার্লারে নিয়ে যায় এবং একজনকে মৃত্যু এবং নির্জনতার স্বাদ দেয়।

বলা হয় যে, একবার ঈসা (ঈসা (*ঈসা* বা ঈসা খ্রীষ্ট) এমন একজন বিবাহিত নারীকে (যা জগতের বাস্তবতার মূর্ত রূপ ছিল) "কাশফ" (আধ্যাত্মিক অবস্থা যেখানে আধ্যাত্মিক জগতের বাস্তবতা জাগ্রত অবস্থায় দেখানো হয়) অবস্থায় দেখেছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কতজন স্বামীকে বিয়ে করেছেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি গণনা হারিয়ে ফেলেছেন। যীশু তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তারা কি মারা গেছে, না তুমি তাদের কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পেয়েছিলে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করেছেন! এই দুঃখজনক উত্তর শুনে যীশু মন্তব্য না করে থাকতে পারলেন না, "যারা আপনার যাদুতে পড়ে গেছে তাদের প্রতি করুণা করুন। তারা দেখেছে যে তাদের পূর্বসূরিদের সাথে কী ঘটেছিল, তবুও তারা আপনার সৌন্দর্যের জাদুতে চলে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর্যন্ত, এবং সময়মতো কোনও শিক্ষা নেয়নি।

3. এই প্রসঙ্গে তৃতীয় উদাহরণ হ'ল একজন বৃদ্ধা মহিলার যিনি তার মুখটি একটি আকর্ষণীয় পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখেন, নিজেকে চমৎকার পোশাক দিয়ে সাজিয়েছেন, তার প্রোফাইলটি জাঁকজমকপূর্ণ ফ্যাশনে সাজিয়ে তোলেন এবং বিরল অমূল্য গহনা পরিধান করেন যাতে

যে কেউ তার দিকে নজর দেয়, সরাসরি তার প্রেমে পড়ে যেতে পারে। দুনিয়া মানুষের সঙ্গে এভাবেই আচরণ করে। এটি তার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য এবং আনন্দের সাথে একজনের উপর এমন জাদু করার চেষ্টা করে যাতে কেউ তার বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এবং তার বর্ম দ্বারা স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। এটি তার কষ্টসাধ্যতার সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং বিবেচনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মানুষ ভুলে যায় যে জীবন কঠিন এবং আন্তরিক। কখনও কখনও কেউ এটি খুব দেরিতে বুঝতে পারে যখন এটি কারও কাছে একটি অভদ্র ধাক্কা হয়ে ওঠে যখন বৃদ্ধা মহিলার চক্র ধারণ করে, তার ওড়না সরিয়ে দেয় এবং তার পরিবর্তে একটি ঘৃণ্য মুখ দেখতে পায়।

4. চতুর্থ উদাহরণটি হ'ল যদি কেউ মহাবিশ্বের বিবর্তনের পর থেকে অতিক্রান্ত সময়কাল, এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বহীন সময়কাল এবং এখন থেকে তার শেষ পর্যন্ত যে সময়কাল অবশিষ্ট রয়েছে তা গণনা করার চেষ্টা করে তবে কেউ দেখতে পাবে যে এটি করা অসম্ভব এবং এমনকি এটি করার কথা ভাবাও বিচক্ষণতার সীমানা অতিক্রম করছে। সহজভাবে, একজন যা জানে তা হ'ল তার পৃথিবী "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত", অর্থাত্, দোলনা তার জীবনের মধ্য দিয়ে যাত্রার সূচনা, এই জগতের মধ্য দিয়ে এবং কবরই তার শেষ। এর মধ্যে কয়েকটি স্টপ রয়েছে, কেউ বলতে পারেন, যার মধ্যে বছর, মাস, দিন এবং অবশেষে শ্বাস নেওয়া হয়। কিছু দীর্ঘ দূরত্ব এবং কিছু ছোট। মানুষের জীবন দীর্ঘ হোক বা ছোট, তার আয়ু (বাস্তবে) সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পুরোপুরি ভুলে যায়। এখানে একজন এমনভাবে বাস করে যেন সে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কী পরিহাসের বিষয় যে, যদিও কেউ তার পরবর্তী নিঃশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, তবুও একজন আগামী দশ বছরের জন্য এমন কিছু পরিকল্পনা করে যাতে কেউ তাদের অভাব অনুভব না করে বা তাদের থেকে কম না পড়ে। সেই দিনটি দেখার জন্যও কেউ বাঁচতে পারে না!
5. জীবনের আনন্দে অতিরিক্ত ভোগ মানুষের আখেরাতের (আখিরাত) জন্য ততটাই ক্ষতিকর, যেমন লোভী পেটুকের জন্য অতিরিক্ত খাওয়া ক্ষতিকর। একটি পেটুক সমৃদ্ধ, মিষ্টি বা গরম, মশলাদার, চিটচিটে খাবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এটিকে কামুকভাবে গ্রাস করে, এমন ভারী এবং অপ্রয়োজনীয় খাবার দিয়ে নিজের পেটের বোঝা চাপানোর পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা না করে। ফলস্বরূপ একজনের বমি এবং আলগা গতি শুরু হয়। ক্ষণিকের স্বাদ এবং আনন্দের জন্য, একজনের অত্যধিকতা একজনকে এমন অপমান, কষ্ট এবং লজ্জার মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকি এত ভারী খাবারের পরে মলমূত্রও অসুস্থ এবং বিরক্তিকর। অতএব দেখা গেছে যে, দুনিয়াতে ব্যক্তি যত বেশি কামনা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, পরকালে সে তত বেশি অধঃপতিত হয়। নিঃশ্বাসের শেষ মুহূর্তে মানুষ যত বেশি অর্থ, সোনা, রূপা, বাগান, চাকর ও দাসীদের নিজের বাড়িতে পরিমাপ করবে, ততই তাদের থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আরও তীব্র হবে। বরং একজন গরিব মানুষের কোনো আফসোস থাকবে না। এই ধরনের যন্ত্রণা কেবল একজনের ইতিমধ্যে অবনতিশীল অবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তোলে যা "*অধ্বব*" বা তার মন্দ কাজের প্রতিশোধে পরিণত হয়।
6. জীবনের আরেকটি অসাধারণ বিষয় হল এই যে এই জগতের বিষয়গুলি তাদের সম্পর্কে একটি আসন্ন বিষয় রয়েছে। এগুলি সাধারণ কাজের মতো দেখায়, রুটিন এবং কঠিন নয়। অন্যান্য সমস্ত ধারণা এবং বিবেচনা থেকে অজ্ঞ হয়ে মানুষ তাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে যায়। কেউ বুঝতে পারে না যে চাকার ভিতরে চাকা রয়েছে এবং এর মধ্যে চাকা রয়েছে। একটি জিনিস অন্যটির দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে একজনের জীবন নষ্ট হয়। ঈসা (ঈসা বা ঈসা ক্রিস) বলেছেন যে, এই জগতের সাধক সেই মানুষের

মতো, যার ঠোঁট সমুদ্রের তীরে সংযুক্ত থাকে, অধীর আগ্রহে সমুদ্রের তৃষ্ণা নিবারণ করতে মগ্ন থাকে। তার তৃষ্ণা বাড়তে থাকে বলে মনে হয়। তিনি যত বেশি পান করেন, তত বেশি তিনি তা করতে চান। শেষ পর্যন্ত, তিনি এই অকেজো সাধনায় মারা যান, তৃষ্ণার্ত এবং অতৃপ্ত থাকেন। এটাই হচ্ছে কামনার অভিশাপ (দুনিয়া ও তার সম্পদের জন্য)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে বলেছেন, 'পানিতে ডুবে ভিজে না যাওয়া সম্ভব নয়। এই ধরণের ব্যক্তি, যার এই জগতের জন্য এত স্পষ্ট উন্মাদনা রয়েছে, অবশ্যই এটি দ্বারা কলঙ্কিত হবে।

7. এই জগতের সপ্তম দৃষ্টান্তটি এমন একজন অতিথির মতো, যিনি খুব ধনী একজন অতিথির কাছে যান এবং অভ্যর্থনার [চমৎকার] মানের কারণে প্রচুর সংখ্যায় একজনের অতিথিদের সাথে বিলাসবহুল আচরণ করার অভ্যাস রয়েছে। একটি তাদের সুস্বাদু নকশা এবং সাজসজ্জার সোনা এবং রূপার থালায় বিলাসবহুল খাবার পরিবেশন করে আবলুস এবং রুপোর চুলায় আগুনের আগুনের আবলুস পরিবেশে। একজন বুদ্ধিমান অতিথি যিনি নিজের প্রকৃতি বুঝতে পারেন, কৃতজ্ঞতার সাথে এটি গ্রহণ করেন, এতে নিজের সামান্য সুগন্ধি যোগ করেন এবং তাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টির জন্য হোস্টের কাছ থেকে বিদায় নেন। অন্যদিকে, একজন লোভী অতিথি একজনের আতিথেয়তার পরে তার যোগ্য হোস্টের মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করার চেষ্টা করে এবং এই প্রক্রিয়ায় তার চাকরদের দ্বারা ধরা পড়ে এবং অপমানিত হয়। মানুষের কামনা এবং তার অধঃপতিত আকাঙ্ক্ষাগুলি অশ্লীল। এই দুনিয়ার যাত্রায়, নিজের অর্জিত সম্পত্তি তার নিজের জিনিস যা নিজের জিনিস হিসাবে নিজের সাথে বহন করতে পারে। এই গেস্ট হাউসে (বা আধুনিক সময়ে হোটেল), কেউ কেবল বৈধ এবং সত্য থেকে উপকৃত হতে পারে। লোভ একজনের কোনও উপকার করবে না।

8. বিশ্বের পরবর্তী উদাহরণ, অর্থাৎ এর আকর্ষক প্রকৃতির এমন উদাহরণ যে মানুষ এর মধ্যে হারিয়ে যায় [মুগ্ধতার অবস্থায়]। এতটাই যে কেউ আখেরাতকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি জাহাজে একদল লোক। তারা তাদের পথে একটি দ্বীপে পৌঁছে যায় যেখানে তারা কিছুক্ষণের জন্য অবকাশ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং স্নান করার জন্য পা রাখে। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেন যে জাহাজটি শীঘ্রই চলে যেতে হবে, তাই তাদের দ্রুত তাদের সমস্ত প্রয়োজনে অংশ নেওয়া উচিত এবং দ্রুত জাহাজটি পুনরায় যাত্রা করা উচিত। তাদের মধ্যে বুদ্ধিমানরা দ্রুত এটি করে, অন্যদিকে অলসদের অন্য দলটি এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, অযথা দ্বীপটি ভ্রমণ করে, জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এর উদ্ভিদ এবং প্রাণী এবং রঙিন সামুদ্রিক শাঁস উপভোগ করে। যখন তারা ফিরে আসে, তারা দেখতে পায় যে জাহাজের আরামদায়ক জায়গাগুলি সমস্ত নেওয়া হয়েছে। অতএব, তাদের অন্ধকার এবং অন্ধকার কোণে বসতে হয়। তাদের পরে আসা লোকদের পরবর্তী দলটি তাদের সাথে এই শঙ্খগুলির একটি ভারী বোঝা নিয়ে আসে। তাদের অনুরূপ অপচয় ভ্রমণের কারণে তারা তাদের পূর্বসূরিদের চেয়ে খারাপ জায়গা পেয়েছিল। তারা এতটাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে তারা জাহাজে বসার জায়গা খুঁজে পায় না। এ ছাড়া গলায় বাঁধা এই সুন্দর শাঁসের বোঝা বহন করতে হয় তাদের। দু'দিন পর এসব শেল নোংরা হয়ে দুর্গন্ধ শুরু করে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো, জায়গার অভাবে তারা এই বোঝা দূর করতে পারছে না। তাদের লজ্জা ও অনুতাপও সমানভাবে ভারী। অলসদের শেষ দলটি দ্বীপটি অন্বেষণে এতটাই মগ্ন হয়ে

পড়ে যে তাদের অস্থিরতার মধ্যে, তারা দ্রুত সমাবেশের জন্য ক্যাপ্টেনের আহ্বানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, তাদের জাহাজটি মিস করে এবং প্রান্তরে মারা যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাদের প্রথম দলটি মুমিনদের অনুরূপ এবং তাদের মধ্যে শেষের দলটি কাফেরদের মতো, যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কিয়ামতের দিন ভুলে গেছে।

استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة

"তারা পরকালের চেয়ে দুনিয়ার ভালবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

মধ্যস্থতাকারী দুটি গ্রুপ হ'ল পাপী যারা তাদের উত্তম বিচার এবং নির্ধারিত আচরণের বিরুদ্ধে ভুল করেছে। তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কষ্ট ভোগ করছে। তারা তাদের অপকর্মের জন্য ঐশ্বরিক শাস্তি ভোগ করে।

সাবধান থাকুন যে এটি বিশ্বের নিন্দা নয়। সর্বোপরি, পৃথিবী ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এটি উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। দুনিয়ার সব কিছুই মন্দ নয়। উদাহরণস্বরূপ, "ইলম" বা জ্ঞান নিজেই এবং "*আমল*" (নির্ধারিত আচরণ অনুসারে কর্ম সম্পাদন) তাদের নিজস্ব অধিকারে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ গুণ। এতটাই যে, তারা দু'জনেই আপাতদৃষ্টিতে এই দুনিয়ায় আছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরকালে মানুষের সাথে যাবেন। উদাহরণস্বরূপ, "*মারিফা*" বা ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তার প্রাপ্তি মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত পরিণতি। '*আমল*' বা কারও কর্ম ও সৎকর্মের নিজস্ব ইতিবাচক স্থায়ী প্রভাব রয়েছে, অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতা ও ধার্মিকতা যা মন্দ পরিত্যাগ এবং ঈশ্বরের নিবেদিত উপাসনার দ্বারা আত্মার পুষ্টি থেকে আসে। আল্লাহর চিরস্থায়ী স্মরণ মানুষের জন্য চিরস্থায়ী সওয়াব।

وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ

"আর স্থায়ী সৎকর্ম তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের চেয়ে উত্তম। (কুরআন, অধ্যায় 18, আয়াত 46)

'*যিকির*' অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ চমৎকার। আমরা তাঁর উপাসনা করি এবং দুনিয়ায় তার জাদু উপভোগ করি কিন্তু বাস্তবে এটি এর সাথে সম্পর্কিত নয়। এটা আখেরাতের বরকত। এই দুনিয়ার একটি আনন্দও রয়েছে যা মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর ভালোবাসা ও উপাসনার আনন্দ চিরকাল বেঁচে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الدنيا ملعونة وملعون مافيها الاذكر الله وما والاه

"পৃথিবী এবং জাগতিক সম্পদ ঘৃণ্য। কিন্তু যেগুলো মানুষকে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে সাহায্য ও সাহায্য করে, সেগুলো ধন্য।

বিশ্ব এবং এর অনেক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই গ্রন্থটি বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট। এর পরিণতি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি, ইনশায়, যথাসময়ে আলোচনা করা হবে।

পরকালের কথা জানা

আল-গাজ্জালী তাঁর বই "কিমিয়া-ই-সাদাত" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট অফ চেঞ্জের আলকেমি (বা রূপান্তরকারী *এজেন্ট) এর চমৎকার ব্যাখ্যা অব্যাহত রেখেছেন,* অনন্ত সুখের এই আলকেমির (বা রূপান্তরকারী এজেন্ট) চারটি শিরোনাম (বা প্রয়োজনীয়তা) এর শেষটি ব্যাখ্যা করে যা "পরকালের বাস্তবতা জানা"। চিরন্তন আনন্দের রূপান্তরকারী এজেন্টের চতুর্থ প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে - "পরকালের বাস্তবতা জানার জন্য", তিনি লিখেছেন [5]:

প্রিয় প্রিয়তমা! মনে রাখবেন যে, যতক্ষণ না আপনি মৃত্যুর বাস্তবতা জানতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আখেরাতের অর্থ বুঝতে পারবেন না। পরিবর্তে, মৃত্যুর বাস্তবতা জীবনের উপর সরাসরি উল্লেখ এবং প্রভাব ফেলে। জীবনের সত্যতা আত্মার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টার মধ্যে নিহিত রয়েছে ("রুহ") যা অন্য কথায়, আত্মার জ্ঞানের সমতুল্য ("নাফস")। সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য, আত্মা এবং আত্মা সমার্থক। আমরা এতক্ষণে এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে, মানুষকে তার সম্পূর্ণ অবকাঠামো এবং আত্মা ("রুহ") সহ একটি শারীরিক কাঠামোর আকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি পুনরাবৃত্তি করা উচিত যে আত্মা হ'ল আরোহী এবং দেহ হ'ল সেই পর্বত যা এটি চড়ে।

আত্মা জান্নাতে বা জাহান্নামে থাকবে তার রূপ অনুযায়ী, মূল্য অনুযায়ী, দেহ নির্বিশেষে। হয় এটি পবিত্র বা নিন্দা করা হবে। দেহ ছাড়া মানুষের ওপর ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা হৃদয়ের অমূল্য সম্পদকে "আত্মার জান্নাত" বলা হয়। আল্লাহ তাআলার বরকতময় আত্মা এমন আত্মা দ্বারা প্রতিদান পাবেন, তাকে পরকালে সুন্দর প্রাসাদ, বাগান এবং অন্যান্য অসংখ্য আনন্দ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে (যা কুরআন ও নবুর শিক্ষা অনুসারে কোন চোখ কখনও দেখেনি, এবং কোন হৃদয় কখনও কল্পনা করেনি)। এর বিপরীতে, দেহ ছাড়া নিজের কুকর্মের কারণে যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণায় জর্জরিত আত্মাকে "আত্মার অগ্নি" বলা হয়। তার আবাসস্থল জাহান্নাম। কাঁটাযুক্ত বেড়া এবং বিচ্ছু কারও সহসঙ্গী হবে। এই গ্রন্থের সঙ্গী খণ্ডে [আমার বই নাম] "*ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এ এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত সরবরাহ করা হয়েছে। আমরা এখানে যে মৃত্যুকে স্পর্শ করেছি সে সম্পর্কে খুব বেশি লোক জানেন না; মানুষ মৃত্যুর বিষয়ের চেয়ে স্বর্গ ও নরকের উপর বেশি বসবাস করতে পছন্দ করে। "*হাদীস কুদসী*" (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতিনীতি) যেখানে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরণ করেছিলেন) এ ইরশাদ হয়েছে:

اعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت

ولا شكر على قلب بشر

"আমার ধার্মিক বান্দাদের জন্য আমি এমন আনন্দ প্রস্তুত করিয়াছি, যাহা কোন চক্ষুতে দেখা যায় নাই, কানে শোনা নাই, আর কোন মানুষের অন্তরে ঘটেনি।

উপরন্তু, মানুষের হৃদয়ে একটি জানালা রয়েছে যা স্বর্গীয় (বা আধ্যাত্মিক) রাজ্যের দিকে উন্মুক্ত যার মাধ্যমে এটি অদৃশ্য ("গাইব") এর রহস্য দেখে। এটি তাদের শ্রবণ দ্বারা জানতে পারে না, তবে এটি প্রকৃতপক্ষে তাদের দেখে এবং পরকালে বরকতের অবস্থা বা আখেরাতে নিন্দা হওয়ার অবস্থা দেখে। এটি স্পষ্টভাবে বোঝায়, একজন চিকিত্সকের মতো সুস্থ বা অসুস্থ হওয়ার দুটি অবস্থার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য। অসুস্থতার ক্ষেত্রে যথাযথ ঔষধ গ্রহণ এবং ডাক্তার কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিরোধগুলি অনুসরণ করা, তিনি নিষিদ্ধ করেছেন এমন জিনিসগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এটি সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় দেহের বরকত ("*সাদাহ বদানিয়া*")। বিপরীতভাবে, অতিরিক্ত খাওয়া এবং তার ডাক্তারের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার মতো অত্যধিক ভোগ খারাপ এবং একে শরীরের অসুস্থতা বলা হয় ("*শাকাওয়াতু বাদানিয়া*")। ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে, আদমের বংশধরদের হৃদয়, অর্থাৎ মানুষের আত্মার মধ্যে পুণ্য এবং নিকৃষ্টতা উভয়ই রয়েছে। পুণ্যের পুরষ্কার পাওয়ার 'নিরাময়' ঈশ্বরের উপাসনা এবং জ্ঞানের ("মা'*রিফা*") মধ্যে নিহিত রয়েছে, অন্যদিকে অভিশাপ, নিকৃষ্টতার বিষ অজ্ঞতার মূর্খতা এবং অসম্মানজনক আচরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে [কারণ মহৎ উদ্দেশ্যগুলি কেবল মহৎ উপায়ে অর্জন করা যায় এবং অসম্মানজনক উপায়ের একমাত্র ফলাফল]। এই জ্ঞান অর্জন করা মানে মহান জ্ঞান অর্জন করা। যারা নিজেদেরকে '*উলামা*' বা আলেম বলে অভিহিত করেছেন, তাদের অনেকেই শুধু এই জ্ঞানেই শিক্ষিত নন, তারা এর বিরোধী ও অস্বীকারকারীও। নিশ্চয়ই কোন বিষয় জানার ফলে একজন ব্যক্তি ঝুঁকে পড়ে ('*আলিম*') এবং তা না জানার জন্য একজন অজ্ঞ হয়ে পড়ে। তবুও, তারা সেখানে রয়েছে। তারা জান্নাত বা জাহান্নামের কথা জানে। তাদের কাছে পরকাল শ্রবণীয় বা অন্ধভাবে 'প্রায়শই অনুসরণকারী' অনুসরণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি উল্লেখ করা বাহুল্য যে আমরা সঠিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে বিষয়টির অধ্যয়ন ও গবেষণার তথ্যগুলি আরবি ভাষায় লিখেছি।

এই পরিস্থিতিতে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি যার অন্তর ("*বাতিন*") বা আত্মা পবিত্র ও পক্ষপাতহীন, সে পরকালের বিচারের পথ খুঁজে পাবে, যা আখেরাতের বিচারের দিকে পরিচালিত করবে, খুব কম লোকের বিপরীতে, যারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে।

মৃত্যু সম্পর্কে সত্যটি বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে মানুষের দুই ধরণের আত্মা রয়েছে। "রুহ *হাইওয়ানি*" অর্থ শারীরিক, পশু আত্মা। অন্যটিকে বলা হয় "রুহ *ইনসানী*" যা মানুষের মধ্যে ফেরেশতাদের আত্মার উৎপত্তি থেকে উদ্ভূত আত্মা। প্রাণীর আত্মার উৎস, ব-দ্বীপ, ঝর্ণা হ'ল মাংসের পিণ্ড যাকে [শারীরিক] 'হৃদয়' বলা হয় যা মানুষের উপরের বাম দিকে স্থাপন করা হয়। এর নিম্নলিখিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

1. এটি মধ্যপন্থী প্রকৃতির শারীরিক সংমিশ্রণের সূক্ষ্মভাবে নিষ্পাপ জ্বর নিয়ে গঠিত।
2. জ্বর বা হালকা জ্বর যা তার নিজস্ব উৎপত্তিতে বরং মাঝারি, [শারীরিক] হৃদয়ের শিরা থেকে নির্গত হয়, মস্তিষ্ক এবং শরীরের অন্যান্য অংশে পৌঁছায়।
3. এটি স্পন্দনশীল।

সংক্ষেপে, এটি হ'ল প্রাণী আত্মা যা মাধ্যম এবং আন্দোলনের দায়িত্ব বহন করে এবং পরিচালনা করে। যখন এটি মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তখন এর উষ্ণতা হ্রাস পায় এবং ক্লেমেন্ট হয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে চোখ দেখতে পায় এবং কান শুনতে পায়। এটি ধীরে ধীরে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রসারিত

হয়। আত্মাকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বাড়িতে পৌঁছলেই যেখানে এটি রাখা হয়েছে তার চারপাশের দেয়ালগুলি আলোকিত হয়। একইভাবে, এই প্রদীপ একটি ঘরের চারপাশের অংশকে আলোকিত করে, ঈশ্বর তাঁর পরম করুণায় আলো, চোখে দেখার ক্ষমতা এবং এই আত্মার দ্বারা কানে শ্রবণ ক্ষমতা প্রদান করেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় অঙ্গগুলি সক্ষম (সক্ষম)।

অন্যদিকে, যদি কোনও শিরা প্রভাবিত হয় এবং মোচড়ানো বা গিঁট হয়ে যায়, তবে এটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, নির্লিপ্ত এবং সুপ্ত হয়ে পড়া উপযুক্ত এবং চিকিত্সক যথাসাধ্য চেষ্টা করে যে এই গিঁটটি খুলে যায় এবং কোনওভাবে সরানো হয়। অর্থাৎ আত্মা প্রদীপের শিখার মতো, হৃদয় হল বাতির মতো, খাদ্যই তেলের মতো। তেল না থাকলে প্রদীপ নিভে যায়। খাদ্য ছাড়া, অর্থাৎ তেল, আত্মার মধ্যপন্থী মেজাজ স্থবির হয়ে যায় যার ফলে মৃত্যু হয়। যদি তেল থাকে তবে বাতিটি প্রচুর তেল ব্যবহার করে, এর অর্থ হ'ল এটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেছে এবং এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যখন এটি মোটেও কাজ করতে পারে না। অবশেষে হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রেও এটিই ঘটে - এটি তার খাদ্য গ্রহণ এবং আত্মস্থ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। একইভাবে প্রদীপ ঢেকে রাখলে বাতি ও তেলের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তা নিভে যাবে। একইভাবে, একটি প্রাণী গুরুতর আহত হলে মারা যায়।

আসুন আমরা পালিশ করা আয়নার উদাহরণটি দেখি। যতক্ষণ না এটি পরিষ্কার এবং পরিষ্কার থাকে, এটি যা কিছু প্রক্ষেপিত হয় তা গ্রহণ করে এবং এটি খুব সন্তোষজনকভাবে প্রতিফলিত করে। যাইহোক, যখন এটি নোংরা, কলঙ্কিত বা ধুলোয় আচ্ছাদিত হয়ে যায় তখন এটি করতে পারে না। বস্তুর ছবি এবং চেহারা এতে দৃশ্যমান হয় না, কারণ তারা সেখানে নেই, বরং আয়নাটি খুব নোংরা হয়ে গেছে এবং তাই চিত্রগুলি প্রতিফলিত করতে অক্ষম।

অনুরূপভাবে, মাধ্যমকে আলোড়িত করতে সক্ষম করার ক্ষমতা এবং পশু আত্মার অঙ্গগুলির সংবেদনশীলতার কারণে, তার সহজাত সংযমের সহজাত স্বাভাবিক স্বভাব এবং এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সরল জ্বরতার কারণেও। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি ক্লিমেন্ট প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য, তার সংযম হারিয়ে যায়, তার শক্তিগুলি যা প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে, কাজ করা বন্ধ করে দেয়। সুতরাং, ঈশ্বরের এই অনন্য আশীর্বাদ হারিয়ে যায়। শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং মানুষকে মৃত ঘোষণা করা হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত ফেরেশতার কাজ, যাকে আমরা "মালিক *উল-মৌত*" বা "মৃত্যুর ফেরেশতা" নামে পরিচিত, শুরু হয়। এই জাতীয় বিষয়গুলির জ্ঞান তার কাছে সবচেয়ে ভালভাবে জানে। আমরা তাকে 'মালিক *উল-মওত* বা 'মৃত্যুর ফেরেশতা' নামে চিনি, কিন্তু তার আসল সততা অল্প কয়েকজনের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

তবে মানুষের মৃত্যুর প্রশ্নটি ভিন্ন। উপরে বর্ণিত পশু আত্মা ছাড়াও, মানুষের আরেকটি আত্মা ("রুহ") রয়েছে যা "রুহ *ইনসানি*" বা "মানব আত্মা" বা "হৃদয়" নামে পরিচিত। এই আত্মা, পূর্বোক্ত শারীরিক বা জৈব আত্মার বিপরীতে, অনেক উচ্চতর স্তরে রয়েছে। মানব আত্মা বিভাজন মেনে নেয় না। এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য এই সত্য দ্বারা কল্পনা করা যেতে পারে যে এতে ঈশ্বরের "*মারিফা*" বা জ্ঞান থাকতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহও একক। তাঁর "*মারিফা*" বা জ্ঞানের বিভাজনও গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তাঁর "মা'*রিফা*" বা জ্ঞানের ধারণাটি যে কোনও শারীরিক রূপে সীমাবদ্ধ করা অবমাননার সমতুল্য।

প্রিয় প্রিয়তমা! যদি তর্কের খাতিরে আমরা মানুষের মধ্যে বাতি, তার শিখা এবং আলোর উপস্থিতি পূর্ব-অনুমান করি, তবে আমরা কেবল প্রদীপের ভৌত উপাদানগুলি, অর্থাৎ এর গঠন এবং বাতিকে প্রাণীর রূপের সাথে আরোপ করতে সক্ষম হব, তবে আমরা তার আলোকে সেভাবে বোঝাতে সক্ষম হব না। মানুষের 'মানব আত্মা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি স্পষ্ট, কারণ এর পূর্ববর্তীটি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরেরটি নয়, অর্থাত্ শারীরিক প্রদীপের আলো প্রদীপের অধীন। প্রদীপ ভেঙে গেলে তার আলো নিভে যাবে। কিন্তু মানুষের আসল আত্মা (অর্থাৎ 'মানব আত্মা') কখনো নিভে যায় না বা বিলুপ্ত হয় না, যদিও কারো 'পশু আত্মা' ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এক অর্থে, মানুষের মধ্যে পশু আত্মা হ'ল একজনের আসল আত্মার পর্বত, যার উপর সে জিন এবং দৌড়ে যায়। এটি একজনের উপকারের জন্য, একজনের উপকারের জন্য, এটি করার উপায়, যন্ত্রপাতিও। অতএব, যখন এই পর্বত (অর্থাৎ, পশু আত্মা) ধ্বংস হয়, তখন মানুষ তার ব্যবহার হারিয়ে ফেলে। ঠিক তেমনি, এর অনুপস্থিতিতে, একজন আরও আত্মবিশ্বাস অর্জন করে এবং আরও স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। এটি একজনের কাছে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত এই সময়কালে, কারণ মানুষ এত কঠোর পরিশ্রম করেছে যে একজন ইতিমধ্যে হিসাব এবং উল্লেখযোগ্য অবস্থানের কিছু যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই মহিমায় কর্তৃত্বের ছাপ ফেলতে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এও বলেছেন, 'মৃত্যু একজন মুমিনের জন্য উপহার।

পরিস্থিতি একজন শিকারীর মতোই, যিনি নিজের শিকারের সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম নিয়ে মাঠে রয়েছেন। তর্কের খাতিরে, যদি কেউ সেই শিকারকে পেতে সফল হয় যার জন্য সে বিশেষভাবে এসেছে কিন্তু [সেই প্রক্রিয়ায়] তার গিয়ার হারিয়ে ফেলে, তবে সে আরও ভাল। বিকল্পভাবে, যদি কেউ শিকার পাওয়ার আগে তার শিকারের গিয়ার হারিয়ে ফেলে, তবে তার অবস্থা তার হতাশার জন্য আরও খারাপ হয়ে যায় [কারও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থতার কারণে]। এর মধ্যে একটি গভীর শিক্ষা রয়েছে। এই ধরনের ব্যক্তি নিজের হাতে নিজের ব্যর্থতার মুখোমুখি হন। আখেরাতের প্রতিশোধ একজনকে ছাপিয়ে যায়, যার ফলে অসংখ্য যন্ত্রণা ভোগ করা হয়।

কেউ কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে। কারও হাত-পা কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে। মনে রাখা উচিত যে কেউ কেবল এই যন্ত্রগুলির ব্যবহার হারিয়ে ফেলেছে। যা নিরাময় করা যায় না তা সহ্য করতে হবে। অতএব, যতক্ষণ মানুষ, মাস্টার এজেন্ট, বেঁচে আছে, ততক্ষণ এই অঙ্গগুলির গুরুত্ব গৌণ। একজনের সত্য, বাস্তবতা তাই তাদের মধ্যে নেই, পিঠে, পেটে বা মাথায় নয়। সেই বিষয়ে, এমনকি যদি কারও দেহের সমস্ত অঙ্গ, কারও দেহ কাজ করা বন্ধ করে দেয়, নিজের দাস হওয়া থেকে বিরত থাকে এবং কারও নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবুও একজনের অন্তর্নিহিততা সম্ভব, কারণ পশু আত্মা মানব আত্মার সাথে এক নয়। তবে এর দুটি দিক পুনর্বিবেচনা করা দরকার :

1. এক ধরণের অস্তিত্বে [জীবন নামে পরিচিত], দেহের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম ইত্যাদি এমন ঘটনা যা শারীরিক রূপ ছাড়া ঘটে না বা কাজ করে না তবে মানুষ মারা গেলে মারা যায়।
2. অন্য অস্তিত্বে (কেবল 'মানব আত্মা' বা 'রুহ *ইনসানী*' সহ) দেহের কোন অস্তিত্ব নেই। এই অস্তিত্ব ঈশ্বরের জ্ঞানের ("*মারিফা*") ঐশ্বরিক সৌন্দর্য ("জামাল *ইলাহি*") এর সাধনার গ্র্যান্ড প্রিক্স, তাঁর চমৎকার মহিমা এবং মহিমা সমান শ্রেষ্ঠত্ব; সুন্দর, বিস্ময়কর এবং এত আনন্দদায়ক, যে আনন্দ তার সর্বোচ্চ পরমানন্দে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো

হচ্ছে চিরস্থায়ী নেয়ামত *(বাকিয়াত উস সালিহাত)* যার উল্লেখ আল্লাহ পবিত্র কিতাবে (কুরআন) উল্লেখ করেছেন। এই 'ধন্য, অনুমোদিত মঙ্গলের চিরন্তন আশীর্বাদ' ঈশ্বরের অতুলনীয় পুরষ্কার, যার জন্য মানব আত্মা চিরকাল সন্তুষ্ট থাকুক। ঈশ্বরের অভিজাত, নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই গুণটি সর্বাগ্রে রয়েছে ("*নাফস*") যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের একটি চির-আরোহী উচ্চ আসনে উন্নীত করে। বিপরীতভাবে, অবহেলা, অজ্ঞতা এবং মূর্খতা এর অন্য দিক যা কলঙ্কিত হওয়া এবং আত্মার অন্ধত্বের সমতুল্য:

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعۡمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ أَعۡمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلٗا ٧٢

"আর যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে অন্ধ হয়, সে পরকালে অন্ধ এবং পথ থেকে আরও বিচ্যুত। (কুরআন, 17 অধ্যায়, আয়াত 72)

যদি না আপনি মানুষের মধ্যে এই দুই ধরনের আত্মার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করতে না পারেন, তাহলে আপনি মৃত্যুকে বুঝতে পারবেন না।

প্রাণী আত্মা শারীরিক গতিপথের ক্রমে রয়েছে, অপরিশোধিত প্রাথমিকভাবে বাষ্পীভূত জেনেটিক্সের সাথে সম্পর্কিত, যেমনটি আগে বর্ণিত হয়েছে। পিত্ত, ফাইব্রোসিস এবং অন্যান্য মলমূত্র একত্রিত হয়ে এর যৌগ গঠন করে। তাদের বেস উপাদানগুলি হ'ল জল, আগুন, ধুলো এবং বাতাস। সুতরাং তাদের মিথস্ক্রিয়া দ্বারা চিহ্নিত ফলস্বরূপ অভিন্নতা বা বৈচিত্রটি প্রাসঙ্গিক তাপ, ঠান্ডা, আর্দ্রতা এবং শুষ্কতার জন্য দায়ী। চিকিত্সা জ্ঞান বা তার অনুশীলনকারী - ডাক্তার - ফলস্বরূপ তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকে।

তবে তারা জানে না যে, তাদের রোগীর শরীরের চিকিৎসায় তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে দেহের শারীরিক কাঠামোকে মানুষের প্রকৃত আত্মা 'মানব আত্মা' দ্বারা চালিত করার জন্য উপযুক্ত করার চেষ্টা করছে। ফেরেশতা প্রকৃতির, "*নাফস আল-মুতমাইনা*" বা মানুষের পরিমার্জিত আত্মা যা অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তির স্তরে পৌঁছেছে, তার চমৎকার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রা নিজের ইচ্ছায় নয়। একজনকে এটি করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, এই বিপদের পথে নিজের প্রকৃত মূল্য দেখাতে এবং গোল পোস্টে উড়ন্ত রঙের সাথে এটি তৈরি করতে এবং [পার্থিব জীবনের] এই কঠিন উত্তরণে সাহসিকতার সাথে মুখোমুখি হওয়া কঠোর পরিশ্রম এবং ক্লেশের পুরষ্কার পেতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلۡنَا ٱهۡبِطُواْ مِنۡهَا جَمِيعٗاۖ فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٣٨

আমরা বললাম, তোমরা সবাইকে এখান থেকে নেমে যাও। এটি আদম এবং ইভকে একসাথে সম্বোধন করা হয়েছিল; আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসবে, অতঃপর যে কেউ আমার পথ অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা নিজেরা অনুতাপও করবে না। (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 28)

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾

"আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, অতঃপর যখন আমি মানুষকে গঠন করব এবং আমার সৃষ্ট এক আত্মায় নিঃশ্বাস ফেলব। (কুরআন, অধ্যায় 38, আয়াত 71-72)

এই আয়াতে এই দুই আত্মার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম উল্লেখ রয়েছে ("রুহ")। একজনকে ধূলিকণার জন্য দায়ী করা হয়েছে এবং প্রকৃতিতে তার সংযমের অর্থ দেওয়ার জন্য সেখানে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অন্যদিকে "*নাফাখতু ফেহে মিন রুহি*" বা "আমি আমার আত্মার মধ্যে শ্বাস নিয়েছিলাম" 'তাঁর নিজের আত্মা'র একটি সূক্ষ্ম নির্দেশক। এটি রোগের জীবাণু নির্মূল করার জন্য তুলোর পশমের মশাল তৈরি করার মতো।

এটি স্মরণ করা যেতে পারে, প্রধান কারণটি হ'ল "মানুষের জন্য ঐশ্বরিক আইন এবং আচরণবিধি" যা একজনের গাইড, মডারেটর এবং মনিটর হিসাবে কাজ করে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, আমরা আবার একই জিনিসে আসি, যথা, মানুষের অস্তিত্বের সারমর্ম, ঈশ্বরের "মারিফা" বা জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজের আত্মার উপলব্ধিতে থাকা। কীভাবে নিজেকে বুঝতে এবং স্বীকৃতি দেওয়া যায় তা কীভাবে চেষ্টা করা যায় এবং ঈশ্বরের "মা'রিফা" বা জ্ঞান অর্জন করা যায় তার মূল চাবিকাঠি। তেমনি এই আত্মাদের সত্য উপলব্ধি করা মানে আখেরাতের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা।

বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ("*দ্বীন*" বা ঈশ্বরের পথ), অন্যান্য পূর্বশর্তগুলির মধ্যে, ঈশ্বর এবং তাঁর নির্ধারিত 'বিচারের দিন' এর প্রতি সুস্পষ্ট বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে তার নির্জনতায় একটি গোপন পুনর্মিলন রয়েছে যেখানে আমাদের স্পর্শ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। এটি সহজেই বোঝা যায় না বা বোঝা যায় না কারণ এর গভীরতার গভীরে "*মারিফাতুল হক*" এবং "*আখিরাহ*" অর্থাৎ পরম মহান ঈশ্বর এবং তাঁর প্রতিশ্রুত আখেরাতের সত্যতা লুকিয়ে রয়েছে। তাই, আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করতে পারেন এবং এর জ্ঞান ও বোধগম্যতা অর্জনের চেষ্টায় আপনার প্রজ্ঞা শেষ করতে পারেন। এর গবেষণা এতটাই ভয়ঙ্কর, এত অদ্ভুত, এত জটিল যে এটি অবোধ্যকে এতটাই ধারণ করে দেয় যে যারা এটি সম্পর্কে কম শুনেছেন তারা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং এমনকি এর আলফা এবং ওমেগাসকেও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং চিৎকার করেছিলেন যে এটি অসম্ভব, চিন্তার অধর্মের উপর ভিত্তি করে এবং নিরর্থকতার সম্পূর্ণ অযোগ্য অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে। নবুর রীতিনীতি বা পবিত্র কুরআন কোনওটিই এই বিষয়ে [সুস্পষ্টভাবে] সমর্থন করে না। তাহলে আপনি কীভাবে সাহস পাবেন? এ কারণেই মানুষ তা শুনতে পায় না। সুতরাং ভাববাদীরা বলেছেন:

كلموا الناس على قدر عقولهم

"জনগণের বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক ক্ষমতার স্তর অনুসারে কথা বলুন।

এ কারণেই ঈশ্বর কিছু নবীকে অবহিত করেছিলেন যে, তারা যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর সেই বৈশিষ্ট্যগুলি স্পর্শ না করে যা লোকেরা বুঝতে পারে না কারণ যখন তারা তাদের বুঝতে সক্ষম হবে না, তখন তারা তাদের বিশ্বাস করতে অস্বীকার করবে যা তাদের জন্য ক্ষতিকারক হবে।

মানুষের প্রকৃত আত্মা ('মানব আত্মা') সম্পর্কে সত্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় ও প্রাণহীন হয়ে গেলে 'পশু আত্মা' মারা যায়। 'মানব আত্মা' [জীবন বা মৃত্যু] নির্বিশেষে প্রকাশিত থাকে। অতএব, মানুষের পুনরুত্থান, বিচারের দিন, পুনরুত্থান শব্দটির অর্থ এই নয় যে 'শূন্যতা' এর পরে মানুষকে আবার এভাবে অস্তিত্বে আনা হবে। বরং এর অর্থ এই যে, একজনকে রূপ দেওয়া হবে, একটি নতুন দেহ দেওয়া হবে, যেভাবে এটি পূর্বে করা হয়েছিল এবং তারপরে আবার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী দিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হবে। এটা খুব সহজ হবে [ঈশ্বরের জন্য প্রথম সৃষ্টির তুলনায় যেখানে দেহ ও আত্মা উভয়ই সৃষ্টি হয়েছিল]।

তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে ভাল কাজের ফলে আত্মার পবিত্রতা এবং মহিমা আসে। কেন এই ধরনের অ-কনফর্মিস্টরা স্বীকার করতে ব্যর্থ হবে, তা কারও বোধগম্যতার বাইরে। অতএব, যুক্তিসঙ্গতভাবে শেখা উচিত যে সাধুরা (জ্ঞানবাদীরা), ঈশ্বরের অভিজাতরা নিজেদেরকে এই জগতের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে বিবেচনা করে। এ ধরনের ব্যক্তি এই পথে ভ্রমণ করে, নিজের মুনাফার জন্য পণ্য ও অলাভজনক উপাদান সংগ্রহ করে, প্রকৃতপক্ষে নিজের চূড়ান্ত গন্তব্য অর্থাৎ আখেরাতের পথে কারও দ্বারা করা ভাল দর কষাকষি বহন করে। একজন জানেন:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ

"আমরা আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন (প্রত্যাবর্তন ও প্রত্যাবর্তন)। (কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 156)

অতএব, একজন সর্বদা ট্রানজিটে থাকার অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জীবিত থাকে। কারো আসল দেশ এই পৃথিবী নয়। এইভাবে, একজন ব্যক্তি এই পথে অগ্রসর হয় তার ভ্রমণের সময় বিভিন্ন স্টপিং পয়েন্ট (স্টপ) এবং মাইলফলকে চূড়ান্ত পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে, পুরোপুরি সচেতন যে যখন কেউ তার লক্ষ্যে পৌঁছায়, তখন সে তার স্থায়ী বাসস্থানের দেশে, পরকালের জন্য পথে যা অর্জন করেছে তার ন্যায্য মূল্য পাবে।

আত্মার ভ্রমণে চারটি স্বতন্ত্র স্টেশন বা মাইলফলক রয়েছে। আত্মা মানুষের বাস্তবতা এবং দেহ নয়। আত্মার একটি বিশ্রামের জায়গাও রয়েছে - যে জায়গা থেকে এটি উদ্‌ভূত হয়েছে তা তার আসল বাড়ি বা দেশ এবং এটি তার ভ্রমণে এই পৃথিবীতে এসেছে এবং এটি তার উত্সে ফিরে আসার আগে এর অনেক মাইলফলক রয়েছে। আত্মার যাত্রার প্রতিটি মাইলফলককে যদি কোনও না কোনও দার্শনিক চিন্তাভাবনা থেকে দেখা যায়, তা নিজেই একটি জগৎ। সেগুলি নিম্নরূপ:

1. প্রথম মাইলফলক হল "আলম *মাহসুসাত*" বা "ইন্দ্রিয় এবং সংবেদনশীলতার রাজ্য"।
2. দ্বিতীয় মাইলফলকটি হ'ল "*আলম তাখায়ুলাত*" বা "ধারণার রাজ্য [চিন্তাভাবনা এবং ধারণার] রাজ্য"।
3. তৃতীয় মাইলফলকটি হল "আলম *মৌহুমাত*" বা "অবিবেচকের বিচক্ষণতার রাজ্য"।

4. চতুর্থ মাইলফলকটি হল "আলম *মা'কুলাত*" বা "ভাল শৃঙ্খলা, অর্জন এবং আত্ম-সচেতনতার রাজ্য"। এই মাইলফলকেই একজন নিজের বা নিজের বাস্তবতা এবং সত্য সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে।

আসুন নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা তাদের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করি:

1. যতক্ষণ কেউ 'আলম মাহসুসাত' *বা 'ইন্দ্রিয় ও সংবেদনশীলতার রাজ্যে' থাকবে বা আছে,* ততক্ষণ সে একটি পতঙ্গের মতো যা জ্বলন্ত শিখার চারপাশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। মথের চোখ আছে কিন্তু চিন্তা ও মনে রাখার বুদ্ধি নেই। জ্বলন্ত শিখার প্রতি মথের আকর্ষণ অন্ধকার এড়ানো এবং আলোর প্রেমে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রবাদপ্রবাদ। যেহেতু এটি ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাভাবনা এবং সুরক্ষার শক্তির অধিকারী নয়, তাই আলোকসজ্জার প্রস্থানের সন্ধানে, এটি ভুলভাবে জ্বলন্ত শিখাকে সেই খোলা হিসাবে বিবেচনা করে, যার ফলে এটি শেষ পর্যন্ত জ্বলন্ত শিখার উপর পড়ে এবং মারা যায়। যদি পতঙ্গটি যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করত, তবে তার পালকগুলিতে তার প্রথম উষ্ণ আভা অনুভূত হওয়ার পরে এটি আগুনের কাছাকাছি যেত না। এই অভাব [বুদ্ধির] পতঙ্গকে কোনও হিসাব-নিকাশ অবস্থায় পৌঁছাতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, বিপরীতে, অন্যান্য প্রাণীরা যখন আঘাত পায় তখন তারা কোনও জিনিস থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। একটি লাঠি দেখে তারা বিপদ থেকে পালিয়ে যায়।

2. 'আলম তাখায়ুলাত' *বা 'চিন্তা ও ধারণার' দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ গবাদি পশু ও দুর্বল মনের প্রাণীর জগতে বসবাস করে।*

3. তৃতীয় ক্ষেত্রটি পূর্বোক্ত '*আলম মওহুমাত* বা 'অবিবেচকের বিচক্ষণতার রাজ্য'। এই পর্যায়ে, মানুষ ছাগল এবং ঘোড়ার সমকক্ষে আসে, অর্থাৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ের দুর্বল মনের প্রাণীদের বিপরীতে, এই পর্যায়ে, একজন তার শত্রুকে চিনতে পারে এবং প্রাকৃতিক আবেগের দ্বারা বিপদ এড়ানোর চেষ্টা করে, যথা, নিজের জীবনের জন্য পালানোর চেষ্টা, যে মুহূর্তে কেউ নেকড়ে বা সিংহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যদিও এর আগে কেউ তাদের দেখেননি। একজনের মধ্যে কিছু বলেছে যে শক্তিশালী ষাঁড়, উট বা জিরাফকে ভয় পাবেন না, যদিও তারা আকারে তাদের চেয়ে বড়। এই প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই [এবং অন্তর্নিহিতভাবে] ঈশ্বর দ্বারা তাঁর মধ্যে গেঁথে আছে। তবুও এই প্রাণীগুলি এতটা বুদ্ধিমান নয়, অর্থাত্ সেই স্তরে যেখানে তারা নিজেদের দেখাশোনা করার জন্য সক্ষম বলে বিবেচিত হতে পারে যা চতুর্থ পর্যায়ে আসে।

4. চতুর্থ ধাপটি হলো 'আলম *মা'কুলাত* বা 'সুশৃঙ্খলতা, অর্জন ও আত্মসচেতনতার ক্ষেত্র'। তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত মানুষ অস্পষ্টতার মধ্যে থাকে। এখান থেকেই মানুষ মানুষের মর্যাদায় প্রবেশ করে, অর্থাৎ মানুষের গৌরবের রাজ্যে। এই পর্যায়ে এমন জিনিস দেখা যায় যেখানে অনুমান এবং কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়।

'আলম *মাহসুসাত* বা 'ইন্দ্রিয় ও সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে' মানুষ আসন্ন বিষয়গুলো এড়িয়ে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন করতে শুরু করে। এখানে, একজন জিনিসগুলি যেমন দেখেন তেমন সংক্ষিপ্ত করা হয়। বস্তুর একটা সত্তা আছে, একটা পরিচয়

আছে। একজন তাদের সঠিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং সাধারণত এটি করতে সফল হয়। স্বাভাবিকভাবেই, "*মাহসুসাত*" বা "ইন্দ্রিয় এবং সংবেদনশীলতার রাজ্য" এর জগতে, মানুষের একাগ্রতা এমন অনুভূতির উপর ভিত্তি করে যা একজনের বিচক্ষণ সংবেদনগুলিতে প্রেরণ করা হয়, যেমন পৃথিবীতে হাঁটাচলা। কিন্তু শেষে, চতুর্থ পর্যায়ে, এটি জলের উপর হাঁটার মতো এর চেয়ে বেশি কিছু করতে সক্ষম হওয়ার ক্ষমতাকেও বোঝায়। এটি মানুষের আরোহণের পর্যায়, 'আলম *মা'কুলাত* বা 'সুশৃঙ্খলতা, অর্জন ও আত্মসচেতনতার রাজ্য'। এখানে স্পষ্ট তুলনায়, একজন হাঁটা একটি ভিন্ন প্রকৃতির সত্যতার উপর ভিত্তি করে হতে পারে, যা একজনের আত্মা দ্বারা গৃহীত এবং তাই জলের উপর হাঁটতে সক্ষম হওয়ার জন্য পুঁজি করা যেতে পারে। এটি নবী এবং ঈশ্বরের "ওয়ালি" বা অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সাধুদের বিশিষ্ট মর্যাদা, যেমন বাতাসে হাঁটাচলা। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, ঈসা (আঃ) বা ঈসা মসীহ কি পানিতে পানি পান করতে পারতেন? তিনি উত্তর দিলেন:

وَلَوْ اِزْدَادَ يَقِيْنًا لَمَشٰى فِى الْهَوَاءِ

"যদি তার প্রত্যয় আরও দৃঢ় হত, তবে তিনি বাতাসে হাঁটতেন।

এতে দেখা যায়, এ ধরনের বিষয় 'আলম *ইদ্রাক* বা 'কল্পনাযোগ্য বা সম্ভবের রাজ্যে' রয়েছে। এইভাবে, মানুষের উচ্চতার সিঁড়িতে প্রথম ধাপ থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত আরোহণ করার এবং ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য অর্জনের অনেকগুলি পর্যায় রয়েছে যা মানুষকে একজনের "মেরাজ" বা কৃতিত্ব এবং গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যায়। *পবিত্র কুরআনে বর্ণিত* "আসফালুস সাফিলিন" *(নিম্ন স্তরের সর্বনিম্ন)* থেকে "আ'লা ইলিয়ান" (উচ্চতর সর্বোচ্চ) এর শীর্ষে এই আরোহণের মধ্যে অনেক বিপদ রয়েছে:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"আমি আরোহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও পর্বতমালার প্রতি আস্থা অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছিল এবং ভয় করেছিল। মানুষ তা বহন করেছে যে নিশ্চয় অন্যায়কারী ও অজ্ঞ। (কুরআন, 33 অধ্যায়, আয়াত 72)

প্রাণী ও পাথরের সর্বনিম্ন অবস্থা থেকে ফেরেশতাদের আসন পর্যন্ত মানুষের আরোহণের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কারণ *জামাদাত বা* পাথর, বৃদ্ধি ও গাছপালায় পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাতে কোনো বিপদ নেই। তারা জানে না। বিপরীতভাবে, "আ'*লা ইলিয়ান*" বা উচ্চতর উচ্চতর তাদের গৌরবের উচ্চতায় অবস্থান করে। তাদের পক্ষে সেখান থেকে নেমে আসা সম্ভব নয়, যেমনটি পবিত্র কুরআনে লেখা হয়েছে:

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

"আমাদের প্রত্যেকেরই সেখানে একটি পরিচিত স্টেশন রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 37, আয়াত 164)

প্রাণীরা "অ্যাসফালাস সাফিলেন" *এর মধ্যে সর্বনিম্ন*। তাই তাদের কোনো অগ্রগতি নেই। যাইহোক, [আধ্যাত্মিক সিঁড়ির] মাঝের সিঁড়িতে থাকা মানুষ বিপদে পড়েছে। কেউ প্রাণীর গভীরতায়, সর্বনিম্ন স্তরে ডুবে যেতে পারে [তাদের মতো হতে]। ফেরেশতাদের ("মালাইকা") স্তরের উচ্চতায়ও উড়ে যেতে পারে। "*আশরাফুল মাখলুকাত*" বা সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার এমন গুরুতর দায়িত্ব কাঁধে বহন করার সামর্থ্য, পরাক্রম, তাই [মানবের] [সত্য] সারমর্মের বিষয়। এর অর্থ এই যে, '*আশরাফুল মাখলুকাত* বা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মতো মহৎ মর্যাদায় থাকা মানুষই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে।

অতএব, এই গ্রন্থের অর্থ এবং উদ্দেশ্য হ'ল জিনিসগুলির আরও গভীরভাবে তাকানো, কেবল তারা উপরিভাগে কী বলে মনে হয় তা উপরিভাগে দেখাতে নয়, বরং সেগুলি আসলে কী তা নির্ধারণ করা। জীবনের মধ্য দিয়ে মানুষের যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই বক্তৃতাটি তাদের জন্য চিন্তার খাদ্য হিসাবে যারা জ্ঞানের শব্দগুলি বাছাই করতে চায় এবং তাদের অন্তর্নিহিত মূল্যের দিকে মনোনিবেশ করতে চায়। এই প্রকৃতির অনেক কাজ নেই বা অনেক লোক নেই যারা এটি বুঝতে চায় বা বুঝতে সক্ষম হতে পারে। সুতরাং, এই বিষয়ে বর্তমান সংলাপটি যথেষ্ট হওয়া উচিত।

এমন কিছু লোক আছে যারা জ্ঞানী নয় এবং তারা ঐশ্বরিক আইন অনুসরণ করে না। এরকম লোকেরা যারা "*আখিরাত*" বা আখেরাতের অবস্থা সম্পর্কে নিজেকে বিরক্ত করে দেখেন। বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে। প্রকৃতপক্ষে, যখন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা তাদের উপর প্রভাব ফেলে, তখন আখেরাতকে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে উপযুক্ত হয়। তারা তা করে এবং নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অজুহাত তৈরি করে। শয়তান তার সমস্ত মন্দ কাজ, তার সমস্ত আকর্ষণ এবং সাহায্য দিয়ে তাদের উপর নজর দেয় এবং তাদের মনে করতে প্ররোচিত করে যে কিয়ামতের শাস্তি মানুষকে আতঙ্কিত করার জন্য তৈরি করা একটি কাল্পনিক বিভ্রান্তি। ধার্মিকদের কাছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে, তারা এটিকে নিছক ক্যারিশম্যাটিক শোম্যানশিপ হিসাবেও চিহ্নিত করে, মানসিক অভিলাষের একটি কল্পনা মানুষকে শুষ্ক, বিষণ্ণ জীবনের কষ্টের মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্য বিকশিত হয়েছিল এবং অন্য কিছু নয়। তাই, তারা ঐশিক ব্যবস্থার অনুসারীদের তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে।

কিছু লোক ছিঁড়ে পোশাক (নম্র সুফিদের পোশাক) পরিধান করার সময় এই জাতীয় সমস্ত বিবেচনার ঊর্ধ্বে ভান করে। এই ধরনের ভান তাদের বিন্দুমাত্র উপকার করে না। তাদের কোনো যোগ্যতার পদও নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের প্রতারকরা অন্যান্য সরলদের মতোই নিজেদের ক্ষতি করে যারা তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাদের কিছু আধ্যাত্মিক মর্যাদার লোক হিসাবে বিবেচনা করে, যা তারা বুঝতে পারে না। বাস্তবে, তাদের সমর্থন করার জন্য তাদের কোনও যুক্তি বা যুক্তি নেই। এই ধরনের লোকদের মধ্যে কীভাবে কোনও সত্যিকারের গোপন মূল্য থাকতে পারে? তাদের আস্তিনে কিছুই নেই। এই পরিস্থিতিতে তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলা উচিত যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী, তৎকালীন সকল ঋষি, সকল পণ্ডিত আলেম ('*উলামা*') এবং সাধুগণ (আল্লাহর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ বা *আওলিয়া)* সবাই যদি ভুল হন এবং কেবল তারাই সঠিক হন, তবে তাদের অজ্ঞতা ও অহংকারের আলোকে বিষয়টিতে আর কিছু যোগ করার নেই।

কেউ বলতে পারেন যে সম্ভবত আপনিই ভুল করেছেন। সুতরাং তোমরা পরকাল ও আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সত্য বুঝতে পারলে না।*আধাব*'), আত্মার অত্যাচার, আমাদের ইন্দ্রিয় উপলব্ধির

আধিপত্যের কারণে "আত্মার" খুব উপদেশ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভব করা হয় না তা গ্রহণ করা, এই ধরনের দুর্বল ভিত্তিতে ভুল বাস্তব নয়। এই ধরনের অহংকারী ব্যক্তিকে অবিলম্বে নির্ণয় করা উচিত যে একজন ব্যক্তি তার সঠিক উপাদানগুলিতে মোটেই নেই, বিশেষত যখন কেউ বলে, "যেমন আমি জানি যে দুটি একের চেয়ে বেশি, আমাকে বলার দরকার নেই, আমি পুরোপুরি জানি যে 'আত্মা' বলে কোনও জিনিস নেই। এর কোন স্থায়ীত্ব নেই, এবং শারীরিক আনন্দ বা বেদনাকে কোনও অবস্থাতেই আত্মার আনন্দ বা বেদনার সাথে একত্রে বিবেচনা করা যায় না। এরা সেই লোক যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا

সুতরাং যদি আপনি তাদেরকে হেদায়েতের দিকে আহবান কর, তবে তারা কখনো সৎপথে আসবে না। (কুরআন, অধ্যায় 18, আয়াত 57)

ধরুন কেউ যুক্তি দেন, "কেন আমি আমার বাকি জীবন ধার্মিকতার কুঁড়েঘরে কাটাব এবং জগতের যে আনন্দ আমাকে দেয় তা থেকে অযথা নিজেকে সংযত রাখব, যখন আত্মার সত্যতা এবং পরকালের সত্যতা সম্পর্কে আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই, কারণ তারা আমার কাছে অনেক দূরের বলে মনে হচ্ছে? যাই হোক না কেন, আমি এসব বিষয়ে অবগত নই। সেক্ষেত্রে উত্তর হল, "এখন আপনি এতটুকু গ্রহণ করেছেন, কেন আপনি ঐশ্বরিক বিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ করছেন না? এটি যুক্তির উপর ভিত্তি করে যে আপনি যখন কোনও জিনিস সম্পর্কে সচেতন হন না, তখন আপনার কোনও ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। ধরুন আপনি একটি প্লেট থেকে খাওয়ার জন্য আপনার হাত বাড়িয়ে দেন এবং আপনাকে বলা হয় যে একটি সাপ সবেমাত্র তার মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছে, আপনি তৎক্ষণাৎ খাবার থেকে সরে আসবেন। এই উক্তিটি ভুল হতে পারে, তবুও, আপনার মধ্যে বিচক্ষণতা আপনাকে কখনই খাবারে অংশ নিতে বাধ্য করবে না, তা যতই সুস্বাদু হোক না কেন। অনুরূপভাবে, ধরুন আপনি অসুস্থ এবং আপনার জীবনের ভয়ে এবং যে ব্যক্তি নিরাময়ের মন্ত্র লিখেছেন তিনি আপনাকে অল্প পরিমাণে রৌপ্য দিতে বলবেন, যাতে কেউ আপনার জন্য তাবিজটি প্রস্তুত করতে সক্ষম হতে পারে, আপনার বিপরীত আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনি এই দাবি মেনে নেবেন। এছাড়াও, যদি কোনও ক্লেয়ারভোয়েন্ট আপনাকে বলে যে চাঁদ যখন অমুক পর্যায়ে পৌঁছায় তখন আপনার চিকিত্সার জন্য কিছু তিক্ত ওষুধ খাওয়া উচিত। এর কল্পনা সত্ত্বেও, আপনি সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কারও পরামর্শ অনুসরণ করবেন, এই কারণেও যে কেউ সঠিক হতে পারে"।

সুতরাং কীভাবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী, অসংখ্য ঋষি, পণ্ডিত আলেম ('*উলেমা*"), এবং সাধু বা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ ("*আওলিয়া*") ভুল এবং শ্রবণ হতে পারে, যখন একজন ভুয়া বা ভবিষ্যদ্বাণীকারী সঠিক হতে পারে? এটি মানুষকে তার অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে প্ররোচিত করা উচিত। সম্ভবত এই কারণে কেউ অনুপ্রাণিত হতে পারে যে এই লোকেরা যদি সঠিক হয় তবে আমি কেন আখেরাতকে অস্বীকার করব, হতে পারে যে তাদের কথা না শুনে এবং অন্ধভাবে পার্থিব সুখভোগে লিপ্ত হয়ে আমি পরকালে অপরিবর্তনীয়ভাবে কলঙ্কিত হতে পারি। তাহলে আমি কেন এখনই সরে যাব না [আমার অস্থিতিশীল অবস্থান থেকে যা টিকিয়ে রাখা যায় না]?

কাল্পনিকভাবে, যদি পুরো পৃথিবী রাই-ভুট্টায় ভরে যায় এবং একটি চড়ুই পাখিকে প্রতি এক হাজার বছর অন্তর একটি রাই ভুট্টা তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবুও রাই-ভুট্টা অনন্তকাল পূরণ করবে কিনা তা একটি বিতর্কিত বিষয়। তাহলে এখান থেকে আখেরাতের শাস্তির ঝুঁকি নিতে হবে কেন, ভেবে দেখা উচিত। লোকেরা নৌকা এবং জাহাজে ভ্রমণ করে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে কষ্ট ভোগ করে। মানুষ কেন এটা করবে না? ধার্মিকতা, দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায় স্ট্রিভারকে ভাল লভ্যাংশ দেয়।

আলী (রাঃ) (রাঃ) এক ধর্মীয় বিতর্কে একজন নাস্তিককে বলেছিলেন, "আপনি যা বলছেন তা যদি সঠিক হয় তবে আপনি পরিত্রাণ পাবেন এবং আমরা পরিত্রাণ পাব এবং আমরা যা বলছি তা যদি সঠিক হয় [এবং আপনি যা বলছেন তা ভুল] তবে কেবল আমরা উদ্ধার পাব এবং আপনি চিরকাল ঐশ্বরিক শাস্তি ভোগ করবেন। হযরত আলী (রহঃ) ছিলেন একজন ঋষি। তিনি যুক্তিটিকে আরও জোরালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না। তিনি যা বলছিলেন তাতে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল বলে নয়, বরং তিনি নাস্তিকদের মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিকে জোর করে তৈরি করেছিলেন।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যে ব্যক্তি আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব কাজে অলস (সময় নষ্ট করে) থাকে ("*আখিরাহ*"), একজনের পরকাল বিপদে পড়েছে। এখানে উত্থাপিত শক্তিশালী যুক্তি এবং প্রদত্ত উদাহরণগুলির আলোকে, ভিন্নমতাবলম্বীদের পক্ষে কোনও ঝুঁকি না নেওয়া এবং টেরা ফার্মা (শক্ত ভূমি) থাকা উপযুক্ত।

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

"আর যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুসরণ করে তার উপর সালাম বর্ষিত হোক।

আমরা ঈশ্বর, স্ব ("*নাফস*"), *এই দুনিয়া এবং আখেরাতের জ্ঞান ("মা*রিফা") *এর বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার করেছি*। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা এখন *চিরন্তন সুখ এবং চিরস্থায়ী সাফল্যের জন্য* চল্লিশটি অপরিহার্য উপাদান ("আরাকান" বা পদক্ষেপ) ব্যাখ্যা করব।

এভাবেই ইমাম গাজ্জালী তাঁর মহান গ্রন্থ "কিমিয়া-ই-সাদাত" বা "আলকেমি বা ট্রান্সফরমেটিভ এজেন্ট অব চেঞ্জ ফর ইটারনাল হ্যাপিনেস অ্যান্ড ইনডারলেস সাকসেস" *এ চারটি শিরোনাম (বা প্রয়োজনীয়তা) সম্পর্কে তাঁর চমৎকার ব্যাখ্যা শেষ করেছেন*। তারপরে তিনি অনন্ত আনন্দ এবং চিরন্তন সাফল্যের চল্লিশটি নীতির নিম্নলিখিত ভূমিকা প্রদান করেছিলেন [6]:

আমরা ইতিমধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে কিছুটা বিশদে আলোচনা করেছি:

1. ঈশ্বরের জ্ঞান *("মা*রিফা"),
2. নিজের সত্তা ("*নাফস*") সম্পর্কে জানা,
3. দুনিয়ার বাস্তবতা জানা ("দুনিয়া"), এবং
4. আখেরাতের বাস্তবতা জানা (*আখিরাহ)।*

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর সত্য ও আন্তরিকতার সাথে এবং তাঁর আনুগত্যের মধ্যে। সুতরাং মানুষের নিম্নলিখিতগুলি করার জন্য সতর্ক হওয়া উচিত:

A. একজনকে কেবল আল্লাহর সবচেয়ে নম্র ও বাধ্য বান্দা হওয়া এবং তাঁর উপাসনা করা উচিত নয়, বরং একজন ভাল মানুষের আচরণ, ব্যক্তিত্ব এবং ভাল আচরণও থাকা উচিত। একজনের সাধারণ আচরণ অন্যদের কাছে আবেদনময় হয়ে উঠবে [যারা তাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা অন্য কিছু নির্বিশেষে ঈশ্বরের সহদাস], নিজের স্ব ছাড়াও।

B. এটি একজন ব্যক্তির চেহারা কেমন। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। সমাজে এমন আচরণ করা উচিত যাতে তার আচরণ *ঐশ্বরিক* আইন ও নির্দেশনার সীমার মধ্যে থাকে। তারপরে একজন হিসাবে স্বীকৃত হবে।

C. উপরোক্ত বিষয়গুলো একজনের বাহ্যিক আচরণ গঠন করে, যা অন্যরা দেখে। এখন আমরা তার আত্মায় [বা অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা] আসি। যেমন, মানুষের উপর কর্তব্য হল নিজের হৃদয়কে মন্দ ও তার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করা [যে এটি তার অভ্যন্তরীণ সত্তার উপর অশুভ প্রভাব ফেলে এবং তার বাহ্যিক সত্তার জন্য অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে]।

D. একজনকে কেবল উপরে উল্লিখিত "বর্জনীয় বিষয়গুলির" যত্ন নেওয়া উচিত নয়, বরং তার "করণীয়" বিষয়েও সম্পূর্ণ যত্ন নিতে হবে, অর্থাৎ নিজের হৃদয়কে, নিজের আত্মাকে মন্দ থেকে রক্ষা করার পরে, একই সাথে আত্মাকে ভাল সৎ এবং মহৎ অভ্যন্তরীণ গুণাবলী দিয়ে সজ্জিত এবং শোভা দিতে হবে।

সুতরাং, আত্মার মধ্যে যা মন্দ এবং ক্ষতিকারক তা অনুমতি না দেওয়ার "করা উচিত নয়" অনুসরণ করে এবং সেই সমস্ত ভাল এবং বিশুদ্ধ জিনিসগুলি করার "করণীয়" অনুসরণ করে এবং আত্মার সুন্দর অভ্যন্তরীণ গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে, একজন তার আত্মাকে এমন খাবার দিয়ে খাওয়াবে যা তার কল্যাণের জন্য অনুকূল। এইভাবে, একজন ব্যক্তি "*মুহলিকাত*" বা অভ্যন্তরীণ মন্দতার মারাত্মক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং আত্মার "মুঞ্জিয়াত" বা অভ্যন্তরীণ [মহৎ] গুণাবলী দ্বারা শক্তিশালী হবে যা আত্মাকে শুদ্ধ করে, সৌন্দর্য দেয় এবং শোভা দেয়, যার জন্য একজনের আত্মা ন্যায়সঙ্গতভাবে গর্ব করবে। এই চারটি অপরিহার্য উপাদান [পরিবর্তনের আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট যা চিরন্তন সুখ এবং চিরস্থায়ী সাফল্য নিয়ে আসে] প্রতিটি দশটি অংশে বিভক্ত এবং নিম্নরূপ...

এই মুহূর্তে, গাজ্জালী চিরন্তন আনন্দ এবং চিরন্তন সাফল্যের চল্লিশটি নীতি (বা পদক্ষেপ) ব্যাখ্যা শুরু করেন। দৈর্ঘ্যের কারণে এই নীতিগুলি এখানে পুনরুত্পাদন করা যায় না এবং পাঠকদের এই গ্রন্থের রেফারেন্স বিভাগে প্রদত্ত এই মহান বইটির অনুবাদ পেতে উত্সাহিত করা হয়।

অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক রূপান্তর - জীবনের উদ্দেশ্য সন্ধান এবং পৌঁছানোর মূল চাবিকাঠি

জীবনের উদ্দেশ্য, যার প্রাপ্তি সরাসরি অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের সাথে সম্পর্কিত, গাজ্জালী ব্যাখ্যা করেছেন তার শেষ বই "*মিনহাজ আল-আবেদীন ইলা জান্নাতু রব আল-আলামমীন*" বা "ঈশ্বরের উপাসকদের জন্য সর্বোত্তম পথ যা তাদের সমস্ত মহাবিশ্ব এবং অস্তিত্বের প্রভুর জান্নাতে নিয়ে যায়" বা সংক্ষিপ্ত শিরোনাম "উপাসকদের জন্য সর্বোত্তম পথ"। এই সংক্ষিপ্ত বইটি আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জা এবং ঈশ্বরের "মারিফা" (বা জ্ঞান) পৌঁছানোর জন্য একটি সাতটি ধাপের পথ সংজ্ঞায়িত করে, যা তিনি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম গাজ্জালী তাঁর বই "উপাসকদের জন্য সর্বোত্তম পথ" এর ভূমিকায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলির রূপরেখা দিয়েছেন, যুক্তি দিয়েছেন যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের ইবাদত যা জ্ঞান বা "মা'রিফা" অবস্থায় ঈশ্বরকে না জানা সম্ভব নয়। সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞান থাকা জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং এভাবেই একজন ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য জানার এবং অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারে [8]:

সকল প্রশংসা পরম করুণাময় আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর সর্বশক্তিমানে পৃথিবী ও নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর একচেটিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা বিশ্বজগতের কাজকর্ম সংশোধন করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য, যেমনটি তিনি কুরআনে বলেছেন:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি কেবল আমার ইবাদতের জন্য *জিন ও* মানুষকে সৃষ্টি করেছি। (কুরআন, অধ্যায় 51, আয়াত 56)

যে ব্যক্তি তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের পথ অনুসরণ করতে চায় তার সামনে পথ খুব সরল ও আলোকিত রয়েছে। যাদের বিচক্ষণ দৃষ্টি আছে, তাদের জন্য সমস্ত ধরনের প্রমাণ ও নির্দেশনা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু একমাত্র মহান আল্লাহই যিনি হেদায়েতের সরল পথে পরিচালিত করেন অথবা পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে ঠেলে দেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। তিনি ভাল করেই জানেন কারা সরল পথে চলছে এবং কারা পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

আল্লাহর পরম করুণাময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সকল নবী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও বংশধরদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অগণিত রহমত ও সালাম।

মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে সকল মুসলমানকে তাঁর সন্তুষ্টি ও সন্তুষ্টি আকর্ষণ করে এমন আমলের দিকে পরিচালিত করুন। মহান আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য সকল জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনের ফল ও উদ্দেশ্য। জীবনের মহান লাভ এবং মানব অস্তিত্বের মূল লক্ষ্য নিহিত রয়েছে দাসত্ব প্রকাশ এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে। মহান আল্লাহর প্রতি দাসত্বের এই মনোভাব *আওলিয়াদের* জীবনযাত্রার বিধান, ক্ষমতাবানদের পথ, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অর্জনকারীদের) গতিপথ, মহানুভবদের উদ্দেশ্য, ধার্মিকদের প্রতীক, ধার্মিকদের পেশা, জ্ঞানীদের প্রিয়, ভাগ্যবানদের জন্য ভাগ্যের পথ এবং জান্নাতের আকাঙ্ক্ষাকারীদের জন্য জান্নাতের পথ। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেন:

وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ

"আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমারই এবাদত কর।

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا

"যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদের বলা হবে, 'এটা হচ্ছে তোমাদের প্রচেষ্টার প্রতিফল, যা আল্লাহ কর্তৃক অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে কবুল করা হয়েছে।

যখন আমি পথটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি এবং এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করেছি, তখন আমি দেখতে পেলাম যে এটি অনুসরণ করা খুব কঠিন এবং বিপজ্জনক পথ। এটি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং দুর্গম উপত্যকায় ভরা একটি পথ এবং বাধা এবং দুর্যোগে অবরুদ্ধ। হাইওয়ে ডাকাতরা এবং গোপন শত্রুরা (অর্থাৎ মানুষ এবং শয়তানের নিম্ন আত্মা) অতর্কিত অবস্থায় পড়ে আছে। মাত্র কয়েকজন বন্ধু ও সাহায্যকারী আছে। যেহেতু এটি পরমদেশ ইডেন বাগানের দিকে যাওয়ার পথ, তাই এটি সত্যিই কঠিন এবং বিপজ্জনক হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلَا وَاِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَاِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ

"পরমদেশ অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত বিষয় দ্বারা আচ্ছাদিত এবং জাহান্নাম আকাঙ্ক্ষা ও কামনায় আচ্ছাদিত হয়েছে".

অন্য কথায়, যে ব্যক্তি জান্নাত কামনা করে তাকে এই জীবনে অনেক ঘৃণ্য ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং যে জাহান্নাম কামনা করে সে তার কামনা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে নিমগ্ন থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلَا وَاِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَاِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ

"সাবধান! জান্নাত এক উঁচু খাড়া ভূমিতে অবস্থিত এবং জাহান্নাম মসৃণ নিচু ভূমিতে অবস্থিত"।

এর অর্থ হ'ল জান্নাতে আরোহণ করা কঠিন এবং জাহান্নামে নেমে যাওয়া সহজ। অন্য কথায়, জান্নাতে যাওয়ার পথ খুবই কঠিন এবং জাহান্নামে যাওয়ার পথ খুবই সহজ।

এ ছাড়া আরেকটি সমস্যা আছে যে, স্বভাবগতভাবে মানুষ খুবই দুর্বল এবং পৃথিবীকে সব ধরনের কষ্ট নিয়ে আনা হয়। ধর্মীয় বিষয়গুলিতে পূর্ণ-সময়ের মনোযোগ প্রয়োজন এবং পার্থিব বিষয়গুলির সাথে তার সমস্ত ব্যস্ততার কারণে মানুষের কাছে এই সমস্ত কিছুর জন্য অপর্যাপ্ত অবসর সময় রয়েছে। জীবন সংক্ষিপ্ত এবং সময়ের দুর্যোগ খুব ভয়াবহ এবং মৃত্যু কাছাকাছি। এই পথে অগ্রসর হওয়া মানুষকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যাত্রার জন্য বিধান অপরিহার্য, যা

[আল্লাহর] ইবাদত ও আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়ায় কেউ যদি নিজেকে এই বিধান না দেয়, তবে সে মৃত্যুর পর তা পেতে পারে না। যে ব্যক্তি এতে নিজেকে প্রস্তুত করেছে, সে সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছাবে এবং উভয় জগতে সমৃদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি এই রিযিক থেকে বঞ্চিত থাকে সে ক্ষতিতে মারাত্মক এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং, এটি প্রকৃতপক্ষে একটি খুব কঠিন এবং বিপজ্জনক পথ।

যারা এই পথ অবলম্বন করতে চায় তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের মধ্যে আরও কম লোকই রয়েছে যারা দৃঢ় সংকল্পের সাথে তাদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করে। যারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম তাদের সংখ্যা অনেক কম। তবে যারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেছে তারা সম্মানিত বান্দা (আল্লাহর) যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর পরিচিতি ও সম্পর্কের জন্য মনোনীত করেছেন। তিনিই সেইজন যিনি তাদেরকে সাহায্য করেছেন ও রক্ষা করেছেন এবং স্বীয় রহমতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন, এরূপ সফলতম ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে।

আমি যখন পরমদেশে যাওয়ার পথটা এত কঠিন ও বিপদে পরিপূর্ণ বলে মনে করলাম, তখন আমি ব্যবস্থা করার জন্য যত্ন নিয়েছিলাম এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও চাহিদাগুলো খুঁজে বের করতে পেরেছিলাম। আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, এই বিধান ও সরবরাহের সাহায্যে আল্লাহ চাইলে জান্নাতের যাত্রা সাফল্য ও শান্তির সঙ্গে সম্পন্ন হবে। এই বিধান এবং সরবরাহগুলির মধ্যে উপাসনা করার ক্ষমতা, অনুশীলনের এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতা রয়েছে। এ সবই কেবল আল্লাহর সাহায্যে করা যায়। সুতরাং আমি জান্নাতে যাত্রা সফলভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে অনেক বই সংকলন করেছি, যেমন "*ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন*" বা "আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন", "*কিতাব আল-কুরবাতী ইলআল্লাহ*" বা "ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের কিতাব" ইত্যাদি।

এই সমস্ত বইগুলিতে সূক্ষ্ম (অর্থাত্ সূক্ষ্ম) একাডেমিক বিষয় এবং দার্শনিক বিষয় রয়েছে যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি। তাই তারা এসব বই নিয়ে বিদ্রূপ ও বিরূপ মন্তব্য করতে শুরু করেন। তবে তাদের এই মনোভাব সম্পর্কে আশ্চর্যের কিছু নেই। পবিত্র কুরআনের চেয়ে উত্তম রচনা আর কিছু হতে পারে না, যা সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রচনা (অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অস্তিত্ব) কিন্তু অবিবেচক লোকেরা তাদের প্রতিকূল মন্তব্য থেকে এই ঐশ্বরিক কিতাবকেও রেহাই দেয়নি এবং বলেছিল:

إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

"এটি পুরানো কালের কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 25)

সুতরাং, যখন তারা ঐশ্বরিক কিতাবের সাথে এইভাবে আচরণ করেছিল, তখন তারা কীভাবে তাদের বিদ্রূপ থেকে রক্ষা পেতে পারে, মানব রচনার একটি বই। কিন্তু, শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টির সঙ্গে তর্ক না করে তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করা সমীচীন হবে [তাদের ভুল আচরণ যাই হোক না কেন]। অতএব, আমি সমস্ত রাজার রাজা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যেন তিনি আমাকে এমন একটি গ্রন্থ সংকলন করতে সাহায্য করেন, যার প্রতি সবাই একমত হতে পারে এবং যা [সকল] লোকদের জন্য উপকারী হতে পারে।

দুনিয়ার প্রতিপালক, যিনি অসহায়দের দোয়ায় সাড়া দেন, তিনি আমাকে দ্বীনের গোপন বিষয় ও নিদর্শন (অর্থাৎ সূক্ষ্মতা) এবং এই কিতাবের সংকলনের জন্য একটি সম্পূর্ণ অনন্য ব্যবস্থা (সংগঠন) শেখিয়ে আমার প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন, যা আমি আল্লাহর সহায়তায় এখন বর্ণনা করতে যাচ্ছি। এই যে, যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবারের মতো [আল্লাহর] ইবাদতের পথ অবলম্বন করার সংকল্প করে, তখন সে আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়েত ও সাহায্য পায়। পবিত্র কুরআনে এই সাহায্য ও হেদায়েতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ

"যার অন্তর ইসলামের জন্য আল্লাহ প্রসারিত করেছেন, সে তার পালনকর্তার নূরে রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 39, আয়াত 22)।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসও *আছে,* যার অর্থ একই জিনিস যে, যখন ঐশ্বরিক নূর কারো হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন তা তার মধ্যে প্রশস্ততা, সামর্থ্য এবং উন্মুক্ততা সৃষ্টি করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই আলোর কি এমন কোনও চিহ্ন আছে যার দ্বারা এটি সনাক্ত করা যেতে পারে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এগুলো প্রতারণা ও প্রতারণার আবাস (দুনিয়া) থেকে দূরে থাকার অনুভূতি, অনন্তকালের আবাসের দিকে ফিরে যাওয়া এবং মৃত্যুর আগমনের পূর্বে তার প্রস্তুতির জন্য যত্নশীল। যদি কারো মধ্যে এই গুণাবলী ও প্রবণতা থাকে, তবে এটি একটি চিহ্ন যে [ঈশ্বরের] আলো তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে।

যখন মানুষের অন্তরে ইবাদতের পথ অবলম্বনের অভিপ্রায় জাগ্রত হয়, তখন সে ভাবতে শুরু করে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত জীবন, শক্তি, প্রজ্ঞা, বাক শক্তি এবং অন্যান্য অনেক আশীর্বাদ ও আরামের উপায়ে সে মহান আল্লাহর আশীর্বাদে সমৃদ্ধ হয়েছে। এগুলো দিয়ে তিনি সমস্যা, ক্ষতি, দুর্দশা এবং দুর্যোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। সুতরাং, তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে নিশ্চয়ই এমন কিছু সত্তা রয়েছে যিনি তাকে এই সমস্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেছেন এবং যদি তিনি সেই সত্তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও আনুগত্য না করেন তবে তিনি তার উপর শাস্তি দেবেন এবং তার নেয়ামত কেড়ে নেবেন।

তিনি আরো ভাবতে শুরু করেন যে, প্রকৃত কল্যাণকারী (আল্লাহ) নবীগণকে প্রেরণ করেছেন তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানের জন্য। এসব নবী (রাঃ) আল্লাহর সহায়তায় মানুষের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাদের প্রতিপালক একজন, যিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বজ্ঞ, চিরস্থায়ী ও চিরন্তন। তিনি তোমাদেরকে সৎকর্ম করতে এবং গুনাহ ও মন্দ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি অবাধ্যদের শাস্তি দিতে এবং আনুগত্যদের পুরস্কৃত করতে সক্ষম। তিনি অন্তরের রহস্য এবং তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ধারণাগুলি জানেন। তিনি পরিত্রাণ ও পুরষ্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর শাস্তি ও শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন। তিনি তাদের নিয়মিত ঐশ্বরিক ব্যবস্থার আদেশ মেনে চলার আদেশ দিয়েছেন।

এই সমস্ত নির্দেশনা এবং শিক্ষা ঈশ্বরের বান্দাদের হৃদয়ে একটি দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি করে যে এই সমস্ত দাবি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ সম্ভব এবং কিছুই অসম্ভব নয়। এই বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি ভয় এবং তাঁর সামনে জবাবদিহি সম্পর্কে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। এই ভয় ও উদ্বেগ তাদের অসাবধানতা ও অবহেলার জন্য জাগ্রত করে, চূড়ান্ত যুক্তি সম্পূর্ণ করে এবং তাদের আবেদন ও অজুহাত দূর করে এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে, একজন সুচিন্ত ব্যক্তি তার পরিত্রাণ ও নিরাপদ স্থানের জন্য উপায় ও উপায় অনুসন্ধান করে। এই সমস্ত কিছু তাকে মহাবিশ্বের স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপায় দেখায় যা তার বোধ এবং প্রজ্ঞা দিয়ে মহাবিশ্ব এবং এতে কী রয়েছে তা প্রতিফলিত করে। তিনি তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে জানতে পরিচালিত হন, যাতে তিনি অদৃশ্যে বিশ্বাস করতে পারেন এবং জানতে পারেন যে তাঁর একমাত্র প্রভু এবং স্রষ্টা আছেন যিনি তাঁর উপর ঐশ্বরিক আইনের আদেশ মেনে চলার, সঠিকের জন্য সংগ্রাম করা এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সুতরাং, উপাসনার পথের প্রথম উপত্যকা হ'ল মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করা তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। একে বলা হয় 'জ্ঞান ও ঈশ্বর জানার উপত্যকা' (*উকবাহ-তু আল-ইলম ওয়া আল-মা'রিফাহ)।*

এই আদেশ এবং বাধ্যবাধকতাগুলি শেখার পরে, তিনি আনুগত্য এবং সেবার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ইতিমধ্যে, তিনি তার জীবনে যে অগণিত পাপ এবং বাড়াবাড়ি করেছেন তা স্মরণ করেন এবং প্রথমে তাকে তার সমস্ত পাপ থেকে অনুতপ্ত হওয়ার এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের আগে শুদ্ধি করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই পর্যায়ে, তিনি "অনুতাপের উপত্যকা" (বা '*উকবাহ-তু-আত-তাওবাহ*' নামে আরেকটি উপত্যকার মুখোমুখি হন। অতএব, তিনি এই "অনুতাপের উপত্যকা" অতিক্রম করার পরে নিজেকে উপাসনা এবং ভক্তিতে নিয়োজিত করবেন। একই সময়ে, তিনি "বাধাগুলির উপত্যকা" (বা '*উকবা-তুল আওয়া-ইক*' নামে আরেকটি উপত্যকার মুখোমুখি হবেন। এটি নেতিবাচক শক্তির উপত্যকা যা তাকে আনুগত্য এবং ভক্তি থেকে বিরত রাখবে। এখন তিনি দেখতে পান যে, তিনি চারটি বাধার কারণে উপাসনা ও ভক্তির প্রতি পূর্ণ ন্যায়বিচার করতে পারেন না:

(1) বিশ্ব;
(2) সৃষ্টি;
(3) [নিম্ন] স্ব ("*নাফস*"); এবং
(4) শয়তান।

আল্লাহর বান্দা তার পথে এসব বাধা মোকাবেলা করে। তিনি কখনও কখনও পার্থিব সৌন্দর্য, সৃষ্টি, আত্মা বা শয়তানের প্রলোভনের কারণে উপাসনা ছেড়ে দেন বা উদাসীন হয়ে পড়েন। অতএব, জগতকে ত্যাগ করে, সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং শক্তি ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে আত্মা ও শয়তানকে প্রতিরোধ করে এই বাধাগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন।

মানুষের 'স্ব' ('*নাফস*) এই সমস্ত বাধাগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। অন্যান্য বাধা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ, তবে এই স্ব সবচেয়ে দৃঢ়, কারণ এটি মানব জীবনের অস্ত্র এবং এটি সর্বদা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের সাথে থাকে। এটি নির্মূল করাও খুব কঠিন, বরং অসম্ভব। তবে *তাকওয়া* (ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহ ও ধার্মিকতার প্রতি ভয়) এর লাগাম দিয়ে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে

পারে, যাতে এটি আনুগত্যের অধীন হতে পারে এবং বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকতে পারে। সুতরাং, এটি একটি স্থায়ী উপত্যকাও এবং এটি পার হওয়ার জন্য ঈশ্বরের সহায়তা প্রয়োজন।

আল্লাহর সাহায্যে এই উপত্যকা অতিক্রম করার পর মানুষ এমন কিছু বাধার মুখোমুখি হবে যা তাকে পূর্ণ মনোযোগ ও আত্মসমর্পণের সাথে ইবাদতের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে দেবে না। এদের সংখ্যা চারটি:

1. রিযিক: মানুষের সত্তা (*নাফস*) দারিদ্র্য থেকে ভয় দেখিয়ে তাকে ইবাদত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। ভক্তিতে নিয়োজিত হয়ে এবং নিজেকে জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে (অর্থাত্, জগতের প্রতি হৃদয়ের সংযুক্তি), তিনি তার নির্ভরশীলদের সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট জীবিকা উপার্জন করতে পারেন না।

2. ভয় এবং সন্দেহ: মানুষ যে প্রকল্প এবং কাজটি গ্রহণ করতে চায় তার উপযুক্ততা বা অনুপযুক্ততা সম্পর্কে সন্দেহ এবং সন্দেহের মধ্যে থাকে। তিনি ব্যর্থতার ভয় পান।

3. দুর্যোগ ও দুর্দশা: মানুষ মনে করে যে, আল্লাহর পথ অবলম্বন করলে তাকে মানুষের বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টির পাশাপাশি দুর্দশা ও কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে। তাকে নানা কষ্ট ও কষ্ট সহ্য করতে হবে।

4. *ঐশ্বরিক* আদেশ: এই *ঐশ্বরিক* আদেশ বা ভাগ্য কখনও কখনও মানুষের পক্ষে এবং কখনও কখনও মানুষের বিরুদ্ধে যায় এবং প্রায়শই তিক্ততায় পূর্ণ হয়।

কখনও কখনও, মানুষ এই প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয় যা "বাধাগুলির উপত্যকা" (বা '*উকবাহ-তুল 'আওয়ারিদ*' নামে পরিচিত)। তাদের সফলভাবে অতিক্রম করার জন্য তার চারটি জিনিসের প্রয়োজন:

1. রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা।

2. ভয় ও সন্দেহের ক্ষেত্রে সবকিছু আল্লাহর কাছে অর্পণ করা।

3. একজনের উপর যে দুর্দশা এবং দুর্দশা আসে তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করা।

4. *ঐশ্বরিক* আদেশের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ করা।

যখন কোন মানুষ তার মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী প্রবেশ করবে এবং ঈশ্বরের সাহায্যে এই উপত্যকা অতিক্রম করবে, তখন সে অন্য উপত্যকার মুখোমুখি হবে। সে অনুভব করবে যে, তার আত্মা ইবাদতের প্রতি আগ্রহী নয় এবং এ বিষয়ে অসাধারণ অবহেলার শিকার হয়েছে; এটি ধার্মিকতার প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছে এবং পাপ ও মন্দতায় আগ্রহী হয়েছে। এখন এমন পরিস্থিতিতে নিজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে ঝুঁকতে এবং গুনাহ ও কুফল থেকে দূরে থাকতে এবং এতে আল্লাহর প্রতি ভয় সৃষ্টি করতে একটি প্রেরণা প্রয়োজন। এই প্রেরণা দুটি কাজের মধ্যে রয়েছে:

1. আশা [ঈশ্বরে], এবং
2. [ঈশ্বরকে] ভয় করুন।

অন্য কথায়, মানুষের উচিত সেই প্রতিদান ও প্রতিদানের আশা করা যা ঈশ্বর তাক, সৎকর্ম ও সৎকর্মের প্রতিদান হিসেবে দিয়েছেন। এই আশার কাজটি আত্মকে উপাসনা, আনুগত্য এবং ভাল কাজের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করবে। অনুরূপভাবে, একজন মানুষের উচিত কঠোর শাস্তি এবং আখেরাতে যে নির্যাতন ও কষ্টের মুখোমুখি হতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তা করা। যখন এই ভয় হৃদয়ে জন্ম নেবে, তখন মানুষ অবাধ্যতা ও পাপ ত্যাগ করবে। এই উপত্যকাকে বলা হয় 'আর্জি ও ইম্পেটাসের উপত্যকা' (বা '*উকবাহ-তুল বাওয়াইথ*) / যখন এই উপত্যকা পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন মানুষের উচিত পূর্ববর্তী দিকগুলি মাথায় রেখে এটি অতিক্রম করা।

এই সমস্ত উপত্যকা অতিক্রম করার পরে, তাকে [আল্লাহর] ইবাদত এবং সৎকর্মে পূর্ণ মনোযোগ এবং যথাযথ আত্মসমর্পণের সাথে নিজেকে নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। এই পর্যায়ে, তিনি এমন গুণাবলীর উপস্থিতি অনুভব করবেন যা তাকে পূর্ণ মনোযোগের সাথে উপাসনা এবং আনুগত্যে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করবে।

নিজেকে উপাসনায় নিয়োজিত করার পরে, মানুষ অনুভব করবে যে দুটি বড় দুর্যোগ এখনও তার উপাসনাকে নষ্ট করছে। এসব দুর্যোগের মধ্যে একটি হচ্ছে প্রদর্শন বা আড়ম্বরপূর্ণ এবং অন্যটি হচ্ছে অহংকার (*উজুব* বা আত্ম-ধার্মিকতা)। তাঁর উপাসনা দেখানোর ভালবাসা তাঁর উপাসনার মূল উদ্দেশ্যকে পরাজিত করে এবং একে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। কখনও কখনও তার সৎকর্মের কারণে তার হৃদয়ে অহংকার জন্ম নেয় এবং সে অনুভব করতে শুরু করে যে সে একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং সাধু ব্যক্তি হয়ে উঠেছে এবং তারপরে সে আত্ম-প্রতারণা [এবং আত্ম-ধার্মিকতা] এর শিকার হয়, তখন সমস্ত ধার্মিকতার কাজ বৃথা যায়। এভাবে এখন তার পথে আরেকটি উপত্যকা দাঁড়িয়ে আছে, যাকে বলা হয় 'উকবাতুল কাওয়াদেহ ধ্বংসকারী ইবাদতের উপত্যকা'। নিরাপদে এই উপত্যকা অতিক্রম করার জন্য, তার আরও দুটি গুণের প্রয়োজন: (1) আন্তরিকতা এবং (2) ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং করুণা। এসব গুণাবলীর সাহায্যে সে যেন তার ইবাদতকে মহান আল্লাহর আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততায় শোভা পায় এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, তার সকল গুণাবলী ও ভাল গুণাবলী কেবল আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের কারণে। [একজন কবি ফার্সি ভাষায় বলেছেন:]

"তার সৌভাগ্য তার নিজের শক্তি ও প্রচেষ্টার কারণে নয়, বরং এটি পরম করুণাময় আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহের কারণে।

এ ধরনের অনুভূতির অনুপস্থিতিতে নেক আমল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আল্লাহ না করুন, এই কথাগুলো তার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে: "*খাসির আদ-দুনিয়া ওয়া আল-আখিরাহ*" (তিনি দুনিয়া ও আখেরাতও হারিয়েছেন)। আল্লাহর সাহায্যে তার এই উপত্যকা পার হওয়া উচিত। এই সমস্ত উপত্যকা অতিক্রম করার পরে, মানুষ উপাসনা এবং সমস্ত দুর্যোগ থেকে মুক্তির লক্ষ্য অর্জন করে।

এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি চিরকালের জন্য মহান ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং রহমতে ডুবে গেছেন। আল্লাহর অসীম রহমতের কারণেই তিনি ইবাদত, সৎকর্ম এবং পাপ ও পাপ থেকে

সম্পূর্ণ মুক্তির পুণ্য ভোগ করছেন। তিনি যদি এই উদার প্রভু ঈশ্বরকে উপেক্ষা করেন, তা হলে এর অর্থ হবে এক মারাত্মক ক্ষতি। সেক্ষেত্রে সে *ওয়ালী (*বন্ধু) এবং আল্লাহর অনুগ্রহময় বান্দা হিসাবে তার মর্যাদা হারাবে। তিনি তাঁর নেয়ামত ও নেক আমল থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। অতএব সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আমরা একে বলি "আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উপত্যকা" (*উকবাতুল হামদ ওয়া আস-শুকর) ।*

যখন একজন মানুষ ঈশ্বরের সহায়তায় এই উপত্যকা অতিক্রম করে, তখন সে বুঝতে পারে যে সে তার গন্তব্যে পৌঁছতে চলেছে এবং তার লক্ষ্য অর্জন করতে চলেছে। এই পথে আরও এগিয়ে যাওয়ার পরে, তিনি ঈশ্বরের করুণা ও অনুগ্রহের দেশে এবং ঈশ্বরের প্রেম এবং ঈশ্বরের কাছে প্রবেশের সমভূমিতে পৌঁছাবেন। তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থানে এবং ফেরেশতাগণের আবাসে প্রবেশ করা হবে। তাকে আল্লাহর সান্নিধ্যের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে এবং যারা সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে দোয়া ও প্রার্থনা করে তাদের বিশাল সমাবেশে প্রবেশ করবে। তিনি সৃষ্টিকর্তার দান ও অনুগ্রহের অধিকারী হবেন। তিনি আধ্যাত্মিক স্বর্গদূতদের সান্নিধ্যে এতটাই গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে যাবেন যে তিনি তাঁর জীবনের অবশিষ্ট অংশটি ঈশ্বরের স্মরণের বাগানে কাটিয়ে দেবেন। শারীরিকভাবে সে দুনিয়ায় থাকবে কিন্তু আধ্যাত্মিক ও কার্যত তার হৃদয় আখেরাতের কাজকর্মের সাথে সংযুক্ত থাকবে। জগতের প্রতি তার ভালবাসা এবং আগ্রহ ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাবে। প্রতি মুহূর্তে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মৃত্যুর আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করবে। শেষ পর্যন্ত তার কাছে আহ্বানটি সুসংবাদ নিয়ে আসবে। তাকে এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে পরকালের অনন্ত জগতে স্থানান্তরিত করা হবে, যেখানে তাকে অত্যন্ত সম্মান, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, বিলাসিতা এবং ভালবাসার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। ঐশ্বরিক অভ্যর্থনা এবং বিনোদন এতটাই সমৃদ্ধ এবং বিলাসবহুল হবে যা শব্দে বর্ণনা করা যায় না। এই অনন্য মর্যাদা এবং এই আশীর্বাদ এবং বরকত দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। এমনকি ফেরেশতারাও তার সাফল্য এবং [ঈশ্বরের সামনে] উচ্চ পদে উন্নীত হওয়ার জন্য তাকে ঈর্ষা করবে।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর রহমতের দ্বারা আমাদের সবাইকে এই ধরনের বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁর মহান দান ও অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর প্রত্যাখ্যাত ও নিন্দিত বান্দাদের থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন। তিনি আমাদের সকলকে আমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে সাহায্য করুন, তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি অনুসারে আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে এবং আমাদের জ্ঞানকে আমাদের জন্য অভিশাপ না করান। এ সবই তাঁর জন্য খুবই সহজ, কারণ তিনিই দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেও কঠিন নয়।

নিম্নলিখিতটি হ'ল সেই ক্রম এবং সেটআপ যা আমি শুরুতে উল্লেখ করেছি। এই আদেশ এবং সেটআপের সারমর্ম হ'ল সাতটি উপত্যকা উপাসনা এবং ভক্তির পথে দাঁড়িয়ে আছে [ঈশ্বরের কাছে এবং এই উপত্যকাগুলি অতিক্রম করা ঈশ্বরের জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে যা একজনের জীবনের উদ্দেশ্য, যার ফলস্বরূপ, চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম বিজয়ের দিকে পরিচালিত করে]:

1. জ্ঞানের উপত্যকা এবং ঈশ্বরকে জানা,
2. অনুতাপের উপত্যকা,

3. বাধাগুলির উপত্যকা,
4. বাধাগুলির উপত্যকা,
5. তাগিদ এবং উদ্দীপনার উপত্যকা,
6. উপাসনাকে ধ্বংস করে এমন কারণগুলির উপত্যকা, এবং
7. [ঈশ্বরের প্রতি] প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উপত্যকা।

এই সকল উপত্যকা নিয়ে আলোচনা করলেই আমার বই "*মিনহাজ আল-আবিদীন [ইলা জান্নাতু রাব্বুল আলামীন]*" (বা "উপাসকদের জন্য সর্বোত্তম পথ [আল্লাহ তাদেরকে সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অস্তিত্বের প্রভুর জান্নাতে নিয়ে যায়]")। প্রাসঙ্গিক অর্থ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করব এবং এর কিছু বিবরণ পৃথক অধ্যায়ে তুলে ধরব, এজন্য আমি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং 'লা *হাওলা ওয়া লা কুউতা ইল্লা বিল্লাহ*' (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শক্তি ও শক্তি নেই)।

জীবনের উদ্দেশ্যের আরও ব্যাখ্যা

ইমাম গাজ্জালী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "*জাওয়াহির আল-কুরআন*" বা "কুরআনের রত্ন" এর শুরুতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে কুরআনের ছয়টি উদ্দেশ্য রয়েছে এবং মোট দশটি উদ্দেশ্য রয়েছে যখন এর মধ্যে কিছু উপ-উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কুরআনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, যা অন্যান্য সকল উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে যায়, যার মধ্যে রয়েছে মূল উদ্দেশ্য সাধন করা, আল্লাহকে জানা, অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞানের অবস্থা অর্জন করা। কুরআনের অন্যান্য সকল উদ্দেশ্য এই মূল উদ্দেশ্যের অধীনস্থ এবং এই মূল উদ্দেশ্য অর্জনের কাজে নিয়োজিত। ইমাম গাজ্জালী এই বিস্ময়কর গ্রন্থ "*জাওয়াহির আল-কুরআন*" বা "কুরআনের রত্ন" এর শুরুতে নিম্নরূপ বলেছেন [9]:

কুরআন একটি সমুদ্রের মতো, যা বিভিন্ন ধরনের রত্ন ও মূল্যবান দ্রব্য আচ্ছাদিত করে

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না, নাকি তাদের অন্তর ভেতর থেকে আটকে আছে? (কুরআন, অধ্যায় 47, আয়াত 24)

পরম দয়ালু, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার পর আমি তাঁর প্রশংসা করে তাঁর প্রশংসা করি, যা প্রতিটি বইয়ের সূচনা হওয়া উচিত। তাঁর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলগণের উপর। - এমন একটি প্রার্থনা যা প্রতিটি বক্তৃতার সমাপ্তি হওয়া উচিত।

তখন আমি তোমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে চাই। 0 হে তুমিরা, তোমরা কুরআন দীর্ঘ পরিমাণে তেলাওয়াত কর, তোমরা এর অধ্যয়নকে পেশা হিসেবে গ্রহণ কর এবং এর কিছু বাহ্যিক অর্থ ও বাক্য গ্রহণ কর। কুরআনের অর্থের বিস্ময় দেখে চোখ বন্ধ করে আর কতক্ষণ সমুদ্রের তীরে ঘুরে বেড়াবে? এই অর্থের অগভীর সমুদ্রের মাঝখানে যাত্রা করা, তাদের সর্বোত্তম উত্পাদন সংগ্রহের জন্য তাদের দ্বীপগুলিতে ভ্রমণ করা এবং তাদের গভীরে ডুব দেওয়া আপনার কর্তব্য ছিল না, যাতে আপনি তাদের রত্নগুলি অর্জন করে ধনী হতে পারেন? তাদের তীর এবং বাহ্যিক চেহারার দিকে তাকিয়ে আপনার অধ্যবসায় দ্বারা তাদের মুক্তো ও রত্ন থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য আপনি কি লজ্জা বোধ করেন না?

আপনি কি জানেন নি যে, কুরআন একটি সমুদ্রের মতো, এবং কুরআন থেকে প্রাচীন ও আধুনিকদের বিজ্ঞান শাখা হয়েছে, যেমন সমুদ্রের তীর থেকে নদী ও ঝর্ণা প্রবাহিত হয়? আপনি কেন সেই লোকদের অনুকরণ করেন না যারা তাদের ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন এবং এইভাবে লাল গন্ধক অর্জন করেছিলেন, তাদের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন এবং এইভাবে লাল কোরুন্ডাম, চকচকে মুক্তো এবং সবুজ ক্রিসোলাইট বের করেছিলেন, তাদের তীরে ভ্রমণ করেছিলেন এবং এইভাবে ধূসর অ্যাম্বারগ্রিস এবং তাজা প্রস্ফুটিত অ্যালো-কাঠ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাদের দ্বীপপুঞ্জের সাথে সংযুক্ত হয়েছিলেন এবং এইভাবে তাদের প্রাণীদের কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক এবং শক্তিশালী কস্তুরী পেয়েছিলেন? মনে রাখবেন যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কর্তব্য পালন করে এবং আল্লাহর কাছে আপনার প্রার্থনার আশীর্বাদ আশা করে, আমি এখন আপনাকে এই লোকদের যাত্রাপথ, তাদের ডুব এবং সাঁতার কাটার (কুরআনের গভীর অর্থের অগভীর সমুদ্রে) সম্পর্কে পথ দেখাতে চাই।

কুরআন ও এর মূল্যবান দ্রব্যের লক্ষ্য ছয় প্রকারের

কুরআনের রহস্য, এর পবিত্রতম পিথ এবং এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করা, যিনি সর্বশক্তিমান, দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিপালক, উপরে আকাশের স্রষ্টা এবং নীচে পৃথিবীর স্তর এবং তাদের মধ্যবর্তী এবং আর্দ্র মাটির নীচে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা। এ কারণে কুরআনের আয়াত ও এর আয়াতগুলো ছয়টি প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি নজির ও গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা এবং বাকি তিনটি তাদের অনুসরণ করে, সমৃদ্ধ করে এবং সেগুলো সম্পূর্ণ করে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন সম্পর্কে, তারা ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে যার কাছে মানুষকে ডাকা হয় [ঈশ্বরকে জানতে এবং জ্ঞান বা মা'*রিফা* অর্জনের জন্য], সরল পথের সংজ্ঞা যা তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় [অর্থাত্, আধ্যাত্মিক পথ যা একজনকে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করে], এবং তাঁর কাছে পৌঁছানোর সময় [জ্ঞান বা মারিফা অবস্থায়] অবস্থার সংজ্ঞা।

যে তিনটি বিভাগ তাদের সমৃদ্ধ করে এবং তাদের পরিপূর্ণ করে, তাদের অবস্থা বর্ণনা করে যারা ঈশ্বরের কাছে আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তাদের সাথে তাঁর সূক্ষ্ম আচরণ, [অন্যদের মধ্যে] [এই শর্তগুলি অর্জনের জন্য] একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা এবং তাদের [এর জন্য] উত্সাহিত করার জন্য এই সত্তার রহস্য এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটি তাদের শর্তগুলিও বর্ণনা করে যারা আহ্বানে সাড়া দিতে এবং ঈশ্বরের দ্বারা তাদের শাস্তির পদ্ধতি, বিবেচনা এবং ভয়কে জাগিয়ে তোলার জন্য এই সত্তার গোপন এবং উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিভাগটি আল্লাহকে অস্বীকার

করে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে এবং সত্যের বিরুদ্ধে তর্ক ও তর্ক করার ক্ষেত্রে তাদের অপমান ও অজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই সমস্ত সত্তার রহস্য এবং উদ্দেশ্য, মিথ্যার পক্ষে, প্রকাশ করা এবং ঘৃণা তৈরি করা, এবং সত্যের পক্ষে, স্পষ্ট আশঙ্কা, নিশ্চিতকরণ এবং সীমাবদ্ধতা। তৃতীয় বিভাগটি আল্লাহর কাছে যাওয়ার পথের পর্যায় এবং এর জন্য বিধান ও প্রস্তুতি গ্রহণের পদ্ধতি সংজ্ঞায়িত করে।

কুরআনের ছয়টি উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা

কুরআনের আয়াতগুলির প্রথম বিভাগটি মানুষের সংজ্ঞা সম্পর্কিত, যার কাছে মানুষকে ডাকা হয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের ব্যাখ্যা (মা'*রিফা বা জ্ঞান)* এবং এটি লাল গন্ধক। এই জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে সত্যের সারমর্ম সম্পর্কে জ্ঞান, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান, এবং এই তিনটিকে কোরুন্ডাম বলা উচিত, কারণ এগুলি লাল গন্ধক থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশেষ।

যেমন কোরুন্ডামগুলির গ্রেড রয়েছে - তাদের মধ্যে লাল, নীল-ধূসর এবং হলুদ রয়েছে; তাদের মধ্যে কয়েকটি অন্যের চেয়ে বেশি মূল্যবান - তেমনি জ্ঞানের এই তিনটি রূপ একই গ্রেডের নয়। বিপরীতে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হল ঈশ্বরের সারমর্ম ("ধাত") সম্পর্কে জ্ঞান, এবং তাই এটিকে লাল কোরুন্ডাম বলা উচিত। এর পরেই রয়েছে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান ("*সিফাত*"), এবং এটি নীল-ধূসর কোরুন্ডাম। এর সাথে সংলগ্ন রয়েছে আল্লাহর কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান ("আফল"), এবং এটি হলুদ কোরুন্ডাম।

যেমন এই কোরুন্ডামগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান এবং খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে দুর্লভ, এবং এর বিরলতার কারণে [এমনকি রাজারা] কেবল এর সামান্য অধিকার পেতে পারে, তবে তারা কখনও কখনও এর চেয়ে নিকৃষ্ট জিনিসগুলির অনেকটাই অর্জন করতে পারে, তেমনি ঐশ্বরিক সারমর্ম সম্পর্কে জ্ঞানও পরিধির মধ্যে সবচেয়ে সংকীর্ণ, অর্জন করা সবচেয়ে কঠিন, চিন্তার জন্য সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর, এবং আলোচনা গ্রহণ করা থেকে দূরে। এ কারণেই কুরআনে কেবল এই জ্ঞানের নোট ও ইঙ্গিত রয়েছে এবং এর উল্লেখ করা পরম পবিত্রতার উল্লেখ যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী, "তাঁর মতো কিছুই নেই" (কুরআন), আন্তরিকতার সূরা (অধ্যায়) ("*ইখলাস*") এবং পরম মহত্ত্বের উল্লেখ যেমন তাঁর বাণী, "তাঁরই মহিমা হোক! তিনি মহিমান্বিত এবং তারা তাঁর সম্পর্কে যা বর্ণনা করে তার উপরে মহিমান্বিত। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা। (কুরআন)।

ঐশ্বরিক গুণাবলী ("*সিফাত*") সম্পর্কে তাদের পরিধি বিস্তৃত এবং তাদের সম্পর্কে বক্তব্যের বেষ্টনী বিস্তৃত। এই কারণেই ঐশ্বরিক জ্ঞান, শক্তি, জীবন, কথাবার্তা, প্রজ্ঞা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি বর্ণনা করা আয়াত অসংখ্য। ঐশ্বরিক কাজের ক্ষেত্রে এগুলি এমন একটি সমুদ্রের সাথে তুলনীয়, যার তীর খুব প্রশস্ত এবং যার সীমানা অনুসন্ধানের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় না। বরং আল্লাহ ও তাঁর কর্ম ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে তা তাঁর কর্ম; কুরআনে দৃশ্যমান জগতে বিদ্যমান সুস্পষ্ট বিষয়গুলো যেমন আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী, পাহাড়, গাছপালা,

প্রাণী, সমুদ্র, গাছপালা, [মেঘ থেকে] মিষ্টি পানি প্রবাহ এবং উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবনের রক্ষণাবেক্ষণের অন্যান্য সকল উপায়ের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো ইন্দ্রিয়ের কাছে সুস্পষ্ট ঐশ্বরিক কাজ। তাঁর কর্মের মধ্যে সবচেয়ে মহৎ, তাদের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এবং যা তাদের স্রষ্টার মহিমাকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে তা হ'ল সেগুলি যা ইন্দ্রিয়ের কাছে স্পষ্ট নয়, বরং অদৃশ্য জগতের অন্তর্গত (*"আলম আল-মালাকুত")*। তারা হলেন ফেরেশতা, নিরাকার প্রাণী, আত্মা এবং আত্মা, অর্থাত্ মানুষের সেই অংশ যা আল্লাহকে জানে তাহা হইতে পারে। এই শেষ দুটি অদৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের সমষ্টির মধ্যে রয়েছে এবং দখল এবং ইন্দ্রিয় উপলব্ধির জগতের বাইরে।

ঐশ্বরিক কাজের মধ্যে রয়েছে যা ইন্দ্রিয়ের কাছে স্পষ্ট নয় তাদের মধ্যে রয়েছে পার্থিব ফেরেশতাগণ যাদের উপর মানুষের যত্নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, এবং তারা সেই ফেরেশতাগণ যারা আদম (আঃ) এর সামনে নিজেকে সিজদা করেছিলেন। তাদের মধ্যে এমন কিছু শয়তান রয়েছে যাদেরকে মানুষের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তারা আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করে। [আরও,] তাদের মধ্যে স্বর্গীয় ফেরেশতাগণ রয়েছেন, যাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা হলেন প্রধান ফেরেশতাগণ ("*আল-কারবিয়ুন*") যারা জান্নাতে নির্জন এবং মানুষের প্রতি মনোযোগ দেয় না; বরং তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি মনোযোগ দেয় না, কারণ তারা তাঁর প্রভুর মহিমা এবং তার মহিমায় নিমগ্ন হয়; তারা তাদের দৃষ্টি তাঁর দিকে সীমিত করে রাখে এবং দিনরাত তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ক্লান্ত হয় না। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে যাকে তাঁর মহিমা আদম ও তার সন্তানদের (অর্থাৎ মানবজাতি) প্রতি মনোযোগ দেওয়া থেকে বিচ্যুত করে দেয় এমন অসম্ভব মনে করো না। মানুষ নিজেকে এতটুকু বড় করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর একটি সাদা পৃথিবী আছে, যেখানে সূর্যের যাত্রা ত্রিশ দিনের সমান। এটি এমন প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ (এই দুনিয়ার চেয়েও ত্রিশগুণ) বৃদ্ধি পেয়েছে যারা জানে না যে পৃথিবীতে আল্লাহ অবাধ্য হয়েছেন এবং তারা জানে না যে আল্লাহ আদম ও *ইবলীস* (শয়তান) সৃষ্টি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বরের রাজ্য নিঃসন্দেহে ব্যাপক! জেনে রাখুন যে, অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের অধিকাংশ কাজ সম্পর্কে সচেতন নয়, বিশেষ করে এই কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মহৎ কাজ। বরং তাদের বোধগম্যতা ইন্দ্রিয় এবং কল্পনার জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা অদৃশ্য জগতের ফলাফলগুলির শেষ গঠন করে এবং বিশুদ্ধতম পিথ থেকে সবচেয়ে দূরে থাকা খোলার মতো। যে এই পর্যায় অতিক্রম করেনি, সে ডালিমের খোসা ছাড়া আর কিছুই দেখেনি, বা তার বাহ্যিক আকৃতি ব্যতীত মানুষের আশ্চর্য কিছুই দেখেনি। সুতরাং, এগুলি কুরআনের *সূরা* (অধ্যায়) এবং আয়াতগুলির প্রথম বিভাগের সমষ্টি গঠন করে এবং এগুলিতে বিভিন্ন ধরণের কোরুন্ডাম উপস্থিত রয়েছে। আমরা শীঘ্রই আপনার কাছে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ পাঠ করব, কারণ এগুলো কুরআনের সারমর্ম, এর হৃদয়, এর পীঠ এবং এর রহস্য।

দ্বিতীয় বিভাগটি **আল্লাহর** দিকে অগ্রসর হওয়ার পথের সংজ্ঞা নিয়ে সম্পর্কিত। এটি আল্লাহর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে, যেমন তিনি বলেছেন, "নিজেকে অত্যন্ত ভক্তির সাথে তাঁর কাছে উৎসর্গ করুন" (কুরআন, অধ্যায় 73, আয়াত 8)। তাঁর প্রতি নবুত অর্জন করা যায় তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া এবং তিনি ব্যতীত অন্য কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এবং এটি তাঁর বাণীতে প্রকাশ করা হয়েছে, "তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; সুতরাং তাঁকে অভিভাবক হিসেবে

গ্রহণ কর" (কুরআন, অধ্যায় 73, আয়াত 9)। তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া কেবল তাঁকে স্মরণ করার জন্য অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে, যখন তিনি ব্যতীত অন্য জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, যা আবেগের বিরোধী দ্বারা প্রভাবিত হয়, দুনিয়ার সমস্যা থেকে নিজেকে শুচি করে এবং তাদের থেকে আত্মাকে শুদ্ধ করে [অর্থাৎ, সমস্ত মন্দ, মন্দ এবং নেতিবাচক প্রবণতা এবং প্রবৃত্তি] দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই পবিত্রতার পরিণতি হচ্ছে পরকালের সুফল, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র করেছে এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে। সুতরাং [আধ্যাত্মিক] পথ [ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করে] দুটি বিষয় দ্বারা সমর্থিত, যথা, অধ্যবসায় এবং বিরোধিতা - আল্লাহর স্মরণে অধ্যবসায় এবং যা তাঁর কাছ থেকে বিচ্যুত হয় তার বিরোধিতা। এটাই আল্লাহর দিকে যাত্রা। ঈশ্বরের কাছে এই যাত্রায়, ভ্রমণকারীর পক্ষ থেকে বা যার কাছে সে ভ্রমণ করে তার দিক থেকে নড়াচড়া হয় না, কারণ উভয়ই একসাথে রয়েছে। তোমরা কি আল্লাহর বাণী শুনেনি, আর তিনিই সবচেয়ে সত্যবাদী ব্যক্তি।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ

"আমরা তার জুগুলার শিরার চেয়ে তার [অর্থাৎ মানুষ] নিকটবর্তী" (কুরআন, অধ্যায় 50, আয়াত 16)।

সত্য এই যে, সাধক ও সন্ধানকারীকে আয়নায় উপস্থিত একটি ছবির সাথে তুলনা করা যায়: ছবিটি তার পৃষ্ঠের মরিচা কারণে এতে প্রকাশ পায় না; যাইহোক, যখন আপনি আয়নাটি পালিশ করেন, তখন ছবিটি তার দিকে গতির দ্বারা বা ছবির দিকে তার গতিবিধি দ্বারা প্রকাশ পায় না। কিন্তু পর্দা অপসারণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্তা দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তিনি গোপন নন, কারণ আলোর আড়াল করা অসম্ভব, এবং আলোর দ্বারা যা কিছু গোপন হয় তা প্রকাশ্য হয়ে যায় এবং আল্লাহ আসমান ও পৃথিবীর আলো। চোখের চোখের মণি থেকে আলো গোপন হওয়ার কারণ কেবল দুটি বিষয়ের মধ্যে একটির কারণেই ঘটে - হয় চোখের চোখের মণির মণির অশান্ত হওয়ার কারণে, অথবা এর দুর্বলতার কারণে, কারণ এটি মহান চমকপ্রদ আলো সহ্য করতে অক্ষম হয়, ঠিক যেমন বাদুড়ের চোখ সূর্যের আলো সহ্য করতে অক্ষম হয়। অতএব, আত্মার চোখ থেকে অশান্তি দূর করা এবং তার মণিকে শক্তিশালী করা ব্যতীত আর কিছুই আপনার উপর বাধ্যতামূলক নয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহ আত্মার মধ্যেও থাকবেন যেমন ছবিটি আয়নায় রয়েছে, যাতে যখন তিনি হঠাৎ আত্মার আয়নায় নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন আপনি তাড়াতাড়ি বলতে পারেন যে তিনি আত্মার ভিতরে আছেন এবং মানব প্রকৃতি (*নাসুত*) ঐশ্বরিক প্রকৃতি (লাহুত) পরিধান করেছে, যতক্ষণ না আল্লাহ আপনাকে দৃঢ় বাক্য দিয়ে শক্তিশালী করেন যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে ছবিটি আয়নার ভিতরে [বাস্তবে] নেই। তবে [কেবল] এতে প্রতিফলিত হয়েছিল। যদি ছবিটি আয়নার ভিতরে বিশ্রাম নেয় তবে এটি অকল্পনীয় হবে যে এটি একবারে অনেক আয়নায় প্রতিফলিত হতে পারে; বরং [ঘটনাটি হ'ল] সেই সময়ে যখন এটি একটি আয়নার ভিতরে বিশ্রাম নেয়, তখন এটি অন্য আয়না থেকে সরে যায়। তবে এটি মোটেও সত্য নয়, কারণ ঈশ্বর একই সময়ে অনেক জ্ঞানবাদীদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। এটা সত্য যে, তিনি কিছু দর্পণের কাছে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে, সবচেয়ে স্পষ্টভাবে, সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং সবচেয়ে স্পষ্টভাবে, এবং অন্যদের কাছে সবচেয়ে গোপনে এবং পরোক্ষভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং এই [পার্থক্য] আয়নার স্পষ্টতা, তার পালিশ, তার আকৃতির সঠিকতা এবং তার পৃষ্ঠের সঠিক প্রস্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা সর্বসাধারণের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, বিশেষ করে আবু বকর (রাঃ) এর কাছে।

আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া ও তাঁর প্রাপ্তির জ্ঞানও কুরআনের সমুদ্র থেকে গভীর সমুদ্রের মতো। অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ একত্রিত করব, যা তোমাকে (আল্লাহর দিকে) পথ দেখাবে, যাতে তোমরা সেগুলো সম্পূর্ণরূপে চিন্তা করতে পার। এটা হতে পারে যে যা খোলা উচিত তা আপনার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এই বিভাজন (কুরআনের অধ্যায় ও আয়াতসমূহ) উজ্জ্বল মুক্তো।

কুরআনের তৃতীয় বিভাগ (কুরআনের আয়াতসমূহে) ঈশ্বরের প্রাপ্তির সময় মানুষের অবস্থা (নিকটবর্তী অবস্থায়) সংজ্ঞায়িত **করে** । এতে বিশ্রাম এবং আনন্দের উল্লেখ রয়েছে যা তিনি মুখোমুখি হবেন। যে শব্দটি সকল প্রকার বিশ্রামের মধ্যে সর্বাঙ্গীন, তা হল জান্নাত, এবং এর মধ্যে সর্বোচ্চটি হচ্ছে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকার আনন্দ। এর মধ্যে [তাঁহার পথে] পথ অতিক্রম করতে অবহেলার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে আবৃত ব্যক্তিদের অপমান ও শাস্তির উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সকল প্রকার যন্ত্রণার মধ্যে যে শব্দটি বিস্তৃত তা হচ্ছে জাহান্নাম এবং এর মধ্যে সবচেয়ে তীব্র হচ্ছে পর্দা (হিজাব) দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রণা (আল্লাহর কাছ থেকে) এবং দূরত্বে (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!)। এ কারণেই তিনি প্রথমে তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন:

كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ

"না, সত্যিই। সেদিন অবশ্যই তারা তাদের পালনকর্তার কাছ থেকে আচ্ছাদিত হবে। (কুরআন, অধ্যায় 83, আয়াত 15)।

এই বিভাজনে উভয় দলের পূর্ববর্তী অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে, [অর্থাত্ জান্নাতবাসী এবং জাহান্নামের লোকেরা]। এই শর্তগুলো পুনরুত্থান, মৃতদের পুনরুত্থিতকরণ, হিসাব, ভারসাম্য [মানুষের ভাল ও মন্দ উভয় কাজের ওজন করার জন্য] এবং সেতু [জাহান্নামের উপর দিয়ে সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে] হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এগুলির সুস্পষ্ট বাহ্যিক অর্থ রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য খাদ্যের স্থান দখল করে; এগুলির [এছাড়াও] অস্পষ্ট রহস্য রয়েছে, যা বিশেষ লোকদের (অর্থাত্, জ্ঞানবাদী বা ঈশ্বরের বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠ) জন্য জীবনের স্থান দখল করে। কুরআনের আয়াত ও এর অধ্যায়গুলোর এক তৃতীয়াংশ এগুলোর বিবরণ সম্পর্কিত। আমরা তাদের (এই কিতাবে) একত্রিত করতে চাই না, কারণ তারা সংগ্রহ করা এবং গণনা করা যায় তার চেয়ে বেশি। তাদের ক্ষেত্রে, চিন্তাভাবনা এবং অনুসন্ধানের সুযোগ রয়েছে। এই তৃতীয় বিভাগটি সবুজ ক্রিসোলাইট গঠন করে।

কুরআনের চতুর্থ অংশটি **তাদের** অবস্থা নিয়ে যারা (আল্লাহর পথের) পথ অতিক্রম করেছে এবং যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আদম, নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (ইব্রাহীম), মূসা (আঃ), হারূন, যাকারিয়াহ, ইয়াহইয়া, ঈসা (আ), মরিয়ম (মরিয়ম), দাউদ (দাউদ), সুলায়মান (সুলায়মান), ইউনুস (ইউনুস), লূত (লূত), হনোক (ইদ্রিস), খিদ্র, শুয়াইব, ইলিয়াস ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি), জিবরাঈল, মিশাইল, অন্যান্য ফেরেশতাগণের

কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। ইত্যাদি। যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের অবস্থা নিম্রোদ, ফেরাউন, *আদ, লূতের সম্প্রদায়,* তুব্বার সম্প্রদায়, *গ্রোভের লোক,* মক্কার কাফের, মানুষের সৃষ্টির পূজাকারী, শয়তান প্রভৃতির কাহিনীর মতো। এই বিভাজনের সুবিধা ভয়ের উদ্দীপনা, সতর্কবাণী দেওয়া এবং বিবেচনার প্রচারের মধ্যে রয়েছে। এই বিভাজনে গোপনীয়তা, ইঙ্গিত এবং ইঙ্গিতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার জন্য দীর্ঘ প্রতিফলন প্রয়োজন। ধূসর অ্যাম্বারগ্রিস এবং তাজা প্রস্ফুটিত অ্যালো-উড এই দুই গোষ্ঠীর মানুষের অবস্থার বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতগুলি এতটাই বেশি যে তাদের সন্ধান করার এবং তাদের সংগ্রহ করার দরকার নেই।

পঞ্চম বিভাগ**(** কুরআনের আয়াতসমূহ) সত্যের বিরুদ্ধে কাফেরদের যুক্তি, সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা তাদের অপমানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং তাদের মিথ্যা ও আত্মপ্রতারণা প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত। তাদের মিথ্যা তিন প্রকার: একটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কথা বলা যা তাঁর উপযোগী নয়, যেমন ফেরেশতারা তাঁর কন্যা, তাঁর সন্তান রয়েছে, তাঁর শরীক রয়েছে ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদুকর, জাদুকর ও মিথ্যাবাদী হিসেবে বিবেচনা করা, তাঁর নবুতে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করা এবং বলা যে, তিনি অন্য মানুষের মতো একজন মানুষ, যাতে তিনি অনুসরণ করার যোগ্য না হন। তৃতীয়টি হচ্ছে পরকালের অস্বীকার, পুনরুত্থান অস্বীকার, মৃতদের পুনরুত্থিত করা, জান্নাত, জাহান্নাম এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও অবাধ্যতার পরিণতি অস্বীকার করা। তাঁর কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত প্রমাণিত যুক্তিতে রয়েছে সূক্ষ্মতা ও বাস্তবতা যার মধ্যে একটি মহান প্রতিষেধক পাওয়া যায়। এই [পঞ্চম] বিভাজন সম্পর্কিত আয়াতগুলিও স্পষ্টতই অসংখ্য।

কুরআনের ষষ্ঠ বিভাগে**[** আল্লাহর কাছে] পথের পর্যায়ে ফরয পালন এবং বিধান গ্রহণ এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে প্রস্তুতির পদ্ধতি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা পর্যায়ে ডাকাত ও দস্যুদের প্রতিহত করবে। এর ব্যাখ্যা এই যে, দুনিয়া হচ্ছে তাদের একটি পর্যায় যারা আল্লাহ তাআলার কাছে ভ্রমণ করে, এবং দেহ একটি বাহন। যে ব্যক্তি মঞ্চ এবং গাড়ির পরিচালনায় অবহেলা করে সে তার যাত্রা শেষ করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার জীবিকা নির্বাহ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য অর্জনের কাজ, যা তাঁর পথ অতিক্রম করার সমতুল্য, তা অর্জন করা যাবে না। এই ভক্তি [পরিবর্তে] পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না তার দেহ সুস্থ হয় এবং তার বংশধর অব্যাহত থাকে। এই দুটি তাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণের মাধ্যমে এবং তাদের কলুষিত এবং ধ্বংস করে এমন জিনিসগুলিকে প্রতিহত করার মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়। তাদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায় সম্পর্কে, তারা খাওয়া এবং পান করছে যা দেহের ধারাবাহিকতা এবং যৌন মিলনের জন্য যা সন্তানদের ধারাবাহিকতার জন্য। খাদ্য একটি জীবনের উপায় হিসাবে তৈরি করা হয়, এবং মহিলা প্রজাতির ধারাবাহিকতার উপায় হিসাবে। তবে ভোজ্য এবং মহিলারা তাদের সহজাত মানের কর্তৃত্বের উপর বিশেষ নয়। যদি এই বিষয়টিকে বিশেষ করে তোলার নিয়মগুলি সংজ্ঞায়িত না করে ছেড়ে দেওয়া হত [কেবল কয়েকজনের জন্য], তবে লোকেরা এটিকে অবহেলা করত এবং নিজেদের মধ্যে লড়াই করত এবং এটি তাদের [ঈশ্বরের পথের] পথ অতিক্রম করা থেকে বিচ্যুত করত; প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেত।

সুতরাং কুরআনে বিক্রয়, সুদ, ঋণ দেওয়া ও গ্রহণ, উত্তরাধিকার বণ্টন, প্রয়োজনীয় ব্যয়ের কারণ, লুণ্ঠনের বণ্টন, দাতব্য, বিবাহ, ক্রীতদাস মুক্তি এবং যুদ্ধে বন্দী করা ইত্যাদি আয়াতে সম্পদের বিশেষত্বের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুরআনে ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে বিশেষত্বের পদ্ধতি, অভিযোগের সময়, স্বীকারোক্তি, শপথ ও সাক্ষ্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব সম্পর্কে আয়াতগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে বিবাহ, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত মহিলার পুনরায় বিবাহ করার পূর্বে নির্ধারিত অবসরের বৈধ সময়কাল, খুলা *(*বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার), যৌতুক (বিবাহের সময় তার স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় বাধ্যতামূলক পরিমাণ) এবং রক্তের সম্পর্ক ও সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ অবৈধ বিয়ে। যে উপাদানগুলি দেহের সুস্থতা এবং বংশধরদের ধারাবাহিকতা উভয়কেই কলুষিত করে সেই উপাদানগুলিকে প্রতিহত করার উপায় হ'ল শাস্তি যা মানুষকে সেই উপাদানগুলি থেকে বিরত রাখে। এসব শাস্তি হলো আগ্রাসনকারীদের সাথে যুদ্ধ ও অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শাস্তি, ক্ষতিপূরণ, তিরস্কার, প্রায়শ্চিত্ত, রক্তমুক্তিপণ এবং [নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিশোধ]। ন্যায়বিচার ও রক্ত-মুক্তির মূল্য [অন্যের] জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখার জন্য নির্ধারিত হয়। চুরি ও মহাসড়ক ডাকাতির শাস্তি সম্পদ ধ্বংস করার উপায় হিসাবে নির্ধারিত হয়, যা জীবিকার মাধ্যম। ব্যভিচার, মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি এমন কিছু থেকে প্রতিরোধক হিসাবে নির্ধারিত হয় যা বংশধর এবং বংশের বিষয়কে বিশৃঙ্খল করে এবং মানব প্রজাতি এবং পরবর্তী প্রজন্মের ধারাবাহিকতার উপায়কে কলুষিত করে। আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সত্যের অস্বীকারকারীদের দ্বারা যা ঘটবে তা প্রতিহত করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, অর্থাত্ জীবিকা নির্বাহের উপায় এবং উপাসনার বিশৃঙ্খলা, যার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্তির [কর্তব্য] সম্পন্ন হয়। অন্যায়কারী লোকদের সাথে সংগ্রামের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য যা বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে যখন অবাধ্য লোকেরা সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে পিছলে যাবে [অর্থাৎ নেতা], যিনি [আল্লাহর পথে] চলা এবং সৎকর্মশীলদের সাহায্য করে, সমস্ত বিশ্বজগতের প্রভুর রাসূলের প্রতিনিধি হিসাবে। এসব বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতগুলো আপনার নিকট গোপন নয়। তারা মৌলিক নীতি, সুবিধা, প্রজ্ঞা এবং উপকারকে মূর্ত করে তোলে, যা সকলেই সেই ব্যক্তির দ্বারা বোঝা যায় যিনি প্রকাশিত [ঐশ্বরিক] আইনের সৌন্দর্যের প্রতিফলন করেন যা এই জীবনের বিষয়গুলি সম্পর্কে বিচারের সীমানা বর্ণনা করে। এই ষষ্ঠ বিভাগে (কুরআনের আয়াতগুলির) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা হালাল, হারাম এবং আল্লাহর সীমাবদ্ধতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই বিভাজনের অধীনে পড়া আয়াতগুলিতেই সবচেয়ে শক্তিশালী কস্তুরী পাওয়া যায়।

এগুলো [কুরআনের সকল আয়াতের ছয়টি বিভাজন বা শ্রেণিবিন্যাস] তখন কুরআনের অধ্যায় ও তাদের আয়াতসমূহে বর্ণিত শিক্ষার সঙ্গম গঠন করে। আপনি যদি এই ছয়টি বিভাগকে তাদের অভিপ্রেত শাখার সাথে একটি সুতোয় সুতো করেন, তবে আপনি দেখতে পাবেন যে দশ ধরণের [কুরআনের আয়াত] রয়েছে। তারা ঐশ্বরিক সত্তা [বা ঈশ্বরের সত্তা], ঐশ্বরিক গুণাবলী [*সিফাত*], ঐশ্বরিক কাজ (*আলাল),* পরকাল (এই পার্থিব জীবন মৃত্যুর সাথে শেষ হওয়ার পরে), সরল পথ (অর্থাত্ ঈশ্বর এবং জ্ঞান বা মারিফার দিকে পরিচালিত করা আধ্যাত্মিক পথ), শুদ্ধি এবং সৌন্দর্যবর্ধন [আত্মার, অর্থাৎ *তাজকিয়াহ* বা আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষাগুলি যা একজনকে ঈশ্বরের জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে], সাধুদের অবস্থা (যারা জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল), যারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের শর্ত, [তাঁর] অবিশ্বাসীদের সাথে যুক্তি [তাদের সত্যের আলো দেখতে সহায়তা করার জন্য], এবং [অবশেষে]

আইনি বিচারের সীমানা [মানব সমাজের সুবিধার জন্য জীবন, সম্পত্তি, শান্তি এবং সমৃদ্ধি সংরক্ষণ করার জন্য]।

হৃদয়ের পালিশ করা আয়না এবং এতে প্রতিফলিত সত্যের আলো

গাজ্জালী আত্মার বাস্তবতা এবং কীভাবে এটি ঈশ্বরের জ্ঞানের ("মারিফা") অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হয় সে সম্পর্কে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, যা মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং যার উপর অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য অর্জন নির্ভর করে, তার সবচেয়ে বিখ্যাত বই "*ইহিয়া 'উলুম আদ-দ্বীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" (4 খণ্ড) এর তৃতীয় খণ্ডে ("আত্মার ধ্বংসাত্মক চতুর্থাংশ" নামেও পরিচিত) নিম্নরূপ [[10]:

এটি জানা উচিত যে জ্ঞানের আসন হ'ল হৃদয়, যার দ্বারা আমি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থকে বোঝাতে চাইছি যা দেহের সমস্ত অঙ্গকে শাসন করে এবং তার সমস্ত অঙ্গ দ্বারা আনুগত্য করা হয় এবং সেবা করা হয়। বোধগম্যের বাস্তব প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এটি চেহারা পরিবর্তনের রূপগুলির সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি আয়নার মতো। কারণ যা পরিবর্তিত হয়, তার একটি রূপ রয়েছে এবং সেই রূপের প্রতিবিম্ব আয়নায় প্রতিফলিত হয় এবং তাতে প্রতিনিধিত্ব করা হয়, তেমনি প্রতিটি বোধগম্যেরও তার নির্দিষ্ট প্রকৃতি রয়েছে এবং এই প্রকৃতিরও একটি রূপ রয়েছে যা হৃদয়ের আয়নায় প্রতিফলিত হয় এবং প্রকাশিত হয়। এমনকি আয়না যেমন এক জিনিস, ব্যক্তির রূপ অন্য জিনিস, এবং আয়নায় তাদের প্রতিবিম্বের উপস্থাপনা তৃতীয়। সুতরাং, সব মিলিয়ে তিনটি জিনিস, তাই এখানেও তিনটি জিনিস রয়েছে: হৃদয়, জিনিসগুলির নির্দিষ্ট প্রকৃতি এবং হৃদয়ে এগুলির প্রতিনিধিত্ব এবং উপস্থিতি। বুদ্ধি সেই হৃদয়কে বোঝায় যার মধ্যে বস্তুর নির্দিষ্ট প্রকৃতির চিত্র বিদ্যমান। বোধগম্য জিনিসগুলির নির্দিষ্ট প্রকৃতির জন্য দাঁড়ায়। বোধগম্যতা আয়নায় চিত্রের উপস্থাপনার জন্য দাঁড়ায়।

উদাহরণস্বরূপ, আঁকড়ে ধরার কাজের পাশাপাশি এমন একটি জিনিস যা আঁকড়ে ধরে, যেমন হাত, যা ধরা পড়ে, যেমন তলোয়ার, এবং তলোয়ার এবং হাতকে একত্রিত করার একটি কাজ, যাকে আঁকড়ে ধরার কাজ বলা হয়, তেমনি হৃদয়ে বুদ্ধিমানের প্রতিমূর্তির উপস্থিতিকেও বোধগম্য বলা হয়। বাস্তবতা অস্তিত্বের মধ্যে ছিল এবং হৃদয়েও ছিল কিন্তু কোনও বোধগম্যতা উপস্থিত ছিল না, কারণ বোধগম্যতা হৃদয়ে বাস্তবতার উপস্থিতিকে বোঝায়। একইভাবে, তলোয়ারও ছিল এবং হাতও ছিল, তবে 'ধরা এবং ধরে রাখার কাজ' নামে কিছুই ছিল না কারণ তলোয়ারটি আসলে হাতে আসেনি। এটি সত্য যে আঁকড়ে ধরার অর্থ হস্তনে তলোয়ারের উপস্থিতি বোঝায়, যখন বুদ্ধিমত্তা নিজেই হৃদয়ে আসে না। কারণ আগুন নিজেই আগুন জানে এমন ব্যক্তির হৃদয়ে আসে না, বরং যা প্রকৃতপক্ষে তার সংজ্ঞা এবং বাস্তব প্রকৃতিতে উপস্থিত রয়েছে যা তার রূপের সাথে মিলে যায়। সুতরাং, আয়নার সাথে হৃদয়ের তুলনা আরও উপযুক্ত, কারণ মানুষ নিজে প্রকৃতপক্ষে আয়নায় উপস্থিত নয়, তবে কেবল একটি চিত্র রয়েছে যা তার সাথে মিলে যায়, এবং এইভাবে, বুদ্ধির প্রকৃত প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত হৃদয়ে একটি প্রতিবিম্বের উপস্থিতিকে বোধগম্য বলা হয়।

আয়নাটি পাঁচটি কারণে ফর্মগুলি প্রতিফলিত করতে পারে না: প্রথমত, এর গঠনে ত্রুটির কারণে, উদাহরণস্বরূপ, অপরিশোধিত লোহার একটি টুকরো ঘুরিয়ে আকার দেওয়া এবং পালিশ করার

আগে; দ্বিতীয়ত, এর পৃষ্ঠের ময়লা এবং মরিচা এবং নিস্তেজতার কারণে, যদিও এটি গঠনে নিখুঁত; তৃতীয়ত, কারণ এটি বস্তুর দিক থেকে অন্য কোনও কিছুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ, যদি বস্তুটি আয়নার পিছনে থাকে; চতুর্থত, আয়না এবং বস্তুর মধ্যে একটি পর্দা স্থাপন করার কারণে; এবং পঞ্চমত, কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দিক সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে, যাতে বস্তুর অবস্থান এবং দিকের সামনে এটি স্থাপন করা অসম্ভব।

একইভাবে, হৃদয় এমন একটি আয়না যা সমস্ত কিছুর বাস্তবতার প্রকৃত প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করার জন্য প্রস্তুত। হৃদয়ের জ্ঞানের অভাব রয়েছে, যা কেবল নিম্নলিখিত পাঁচটি কারণে তাদের অভাব রয়েছে:

প্রথম কারণটি হ'ল তার নিজস্ব প্রকৃতির একটি অসম্পূর্ণতা, যেমন একটি শিশুর হৃদয় যা তার অসম্পূর্ণতার কারণে বোধগম্য জিনিসগুলি প্রতিফলিত করে না।

দ্বিতীয় কারণটি হ'ল অবাধ্যতার কারণে নিস্তেজতা এবং অনেক কামনার কারণে হৃদয়ের মুখের উপর স্তূপ করা নোংরা কারণ, কারণ এগুলি হৃদয়ের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে বাধা দেয়। বাস্তবতা তার অন্ধকার এবং তার উপর স্তূপীকৃত নোংরার অনুপাতে সেখানে প্রকাশ করা বন্ধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি পাপ করে, তখন তার মনের কিছু অংশ তাকে পরিত্যাগ করে এবং তার কাছে আর ফিরে আসে না। অর্থাৎ, তার হৃদয়ে এমন একটি নিস্তেজতা আসে যার প্রভাব চিরকাল স্থায়ী হয়, এমনকি যখন তার উদ্দেশ্য একটি ভাল কাজ দিয়ে তা দূর করা হয়। কিন্তু যদি সে পূর্ববর্তী মন্দ কাজ না করে সৎকর্ম করে থাকে, তবে হৃদয় নিঃসন্দেহে আরও উজ্জ্বল হবে। যাইহোক, যখন মন্দ কার্য পূর্ববর্তী হয়, তখন সৎকর্মের মূল্য হারিয়ে যায়, যদিও মন্দ কাজের পূর্বে হৃদয় তার অবস্থায় ফিরে এসেছিল, কিন্তু এর দ্বারা তার আলো বৃদ্ধি পায়নি। এটি একটি সুস্পষ্ট ক্ষতি এবং একটি অনিবার্য ত্রুটি। যে আয়নাটি দাগ করা হয়েছে এবং তারপরে পালিশিং কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছে, তা এমন নয় যা পূর্বের কোনও দাগ ছাড়াই তার পরিষ্কারতা বাড়ানোর জন্য পালিশার দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। তাই, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হওয়া এবং ক্ষুধার্তদের চাহিদার বিরোধিতা করে হৃদয়কে উজ্জ্বল ও শুদ্ধ করুন। অতএব, সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব। (কুরআন, অধ্যায় 29, আয়াত 69)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করে দেন যা সে জানে না। (এ বর্ণনাটি আনাসের বর্ণনায় 'আবু নাঈম' নামক পয়গীর হাদীসের সংকলনে বর্ণিত হয়েছে)।

তৃতীয় কারণটি হ'ল হৃদয়কে বাস্তবতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে যা চাওয়া হয়। ঈশ্বরের ধার্মিক ও বাধ্য বান্দার হৃদয়, যদিও উজ্জ্বল হয়, বাস্তবতার স্পষ্ট বক্তব্য নাও থাকতে পারে, কারণ তিনি বাস্তবতার সন্ধান করেন না, এবং তার আয়নাটি [হৃদয়ের] সন্ধান করা জিনিসের দিকের বিপরীতে থাকে না। সম্ভবত, তার সমস্ত মনোযোগ শারীরিক আত্মসমর্পণের

গভীরতা বা তার জীবিকা নির্বাহের উপায়গুলির ব্যবস্থা করার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তার চিন্তাভাবনা ঐশ্বরিক উপস্থিতি এবং গোপন ঐশ্বরিক বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করার জন্য মুক্ত নয়। সুতরাং সে যা চিন্তা করে তা কেবল তার কাছে অবতীর্ণ হয়, তা তার ধর্মীয় কাজের সূক্ষ্ম ত্রুটিগুলি হোক বা আত্মার গোপন দোষগুলি যদি তার মনকে দখল করে তবে বা যদি সে সেগুলির কথা চিন্তা করে তবে জীবিকা অর্জনের স্বার্থে। যদি কারও মনোযোগ কর্ম এবং আনুগত্যের কাজের বিবরণের প্রতি সীমাবদ্ধ করা স্পষ্টতার সাথে বাস্তবতার প্রকাশকে বাধা দেয়, তবে যে ব্যক্তি এই বর্তমান জগতের কামনা এবং আনন্দ এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে তার শক্তি ব্যয় করে সে সম্পর্কে আপনার অনুমান কী? কীভাবে এই ব্যক্তির কাছ থেকে সত্য প্রকাশের আড়াল রাখা উচিত নয়?

চতুর্থ কারণ হলো পর্দা। যে বাধ্য ব্যক্তি তার ক্ষুধা দূর করেছে এবং একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতার প্রতি নিজেকে একচেটিয়াভাবে উৎসর্গ করেছে, তার কাছে এটি প্রকাশিত হতে পারে না, কারণ এটি তার শৈশব থেকে তার কিছু বিশ্বাসের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সে অন্ধভাবে তা অনুসরণ করেছে এবং সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করেছে। এই বিশ্বাস তাকে বাস্তবতার প্রকৃত প্রকৃতি থেকে দূরে রাখে এবং মতবাদের কঠোর ব্যাখ্যার বিপরীতে তার হৃদয়ে কোনও কিছু প্রকাশ করতে বাধা দেয় যা তিনি অন্ধভাবে গ্রহণ করেছেন। এটিও একটি বিশাল পর্দা যা বেশিরভাগ মুসলিম পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ এবং যারা আইনশাস্ত্রের প্রবল অনুসারী তাদের ছাপিয়ে যায়, যদি বেশিরভাগ ধার্মিক মানুষ না হয় যারা স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্যের বিষয়ে চিন্তা করে; কারণ তারা তাদের অন্ধভাবে মতবাদের অনুসরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় যা তাদের আত্মায় শক্ত এবং তাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে স্থির হয়ে গেছে এবং তাদের এবং বাস্তবতার উপলব্ধির মধ্যে একটি পর্দা হয়ে উঠেছে।

পঞ্চম কারণটি হ'ল যে দিক থেকে চাওয়া জিনিসের জ্ঞান অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা। কারণ নবাগত তার ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানগুলি স্মরণ করা ব্যতীত যা অজানা তার জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। একবার তিনি সেগুলি স্মরণ করবেন এবং তাদের নিজের মধ্যে একটি বিশেষ ক্রমে সাজিয়ে দেবেন যার জন্য বিজ্ঞ নাম 'অনুমানের প্রক্রিয়া', তখন তিনি সন্ধান করা জিনিসটির দিকনির্দেশনা খুঁজে পাবেন এবং তার আসল প্রকৃতি তার হৃদয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। কারণ যে জিনিসগুলি সহজাত নয় যা কেউ জানতে চায়, তা অর্জিত জ্ঞানের জালে ব্যতীত ধরা পড়ে না; প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞানের পূর্ববর্তী দুটি বিষয় ব্যতীত জ্ঞানের কোনও আইটেম অর্জিত হয় না যা একটি বিশেষ উপায়ে সম্পর্কিত এবং একত্রিত হয় এবং তাদের সংমিশ্রণ থেকে জ্ঞানের তৃতীয় আইটেম অর্জন করা হয়। প্রতিটি জ্ঞানের দুটি বিশেষ উৎস এবং তাদের সংমিশ্রণের একটি বিশেষ উপায় রয়েছে এবং এই সংমিশ্রণ থেকে জ্ঞানের উদ্‌ভূত আইটেম অর্জন করা হয় যা চাওয়া হয়। এই উত্‌সগুলি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তাদের একত্রিত করার পদ্ধতি বোঝার ক্ষেত্রে বাধা দেয়। এর উদাহরণ হিসাবে, ইতিমধ্যে উল্লিখিত বস্তুটি কোন দিকে রয়েছে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা।

আরেকটি উদাহরণ হ'ল এমন একজন ব্যক্তি যিনি আয়নায় তার মুখ দেখতে চান। যদি তিনি আয়নাটি তার মুখের সামনে ধরে রাখেন, তবে এটি তার মুখের অবস্থানের বিপরীতে স্থাপন করা হয় না, যা এতে প্রদর্শিত হয় না। যদি তিনি এটি তার মুখের পিছনে ধরে রাখেন এবং তার মুখোমুখি হন তবে তিনি আয়নাটি তার চোখ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন এবং তাই এতে আয়না বা মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পান না। সুতরাং, তার মুখের পিছনে রাখার জন্য তার আরও একটি আয়না প্রয়োজন, প্রথম আয়নাটি এমনভাবে মুখ করে যাতে সে এটি দেখতে পারে এবং তাকে

অবশ্যই দুটি আয়নার অবস্থানের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে তার মুখের চিত্রটি তার বিপরীত আয়নায় প্রতিফলিত হয় এবং এই আয়নার চিত্রটি চোখের মুখোমুখি অন্য আয়নায় প্রতিফলিত হয়। তখনই চোখ তার মুখের চিত্র বুঝতে পারে। সুতরাং, জ্ঞানের অন্বেষণে, এমন কিছু অদ্ভুত উপায় রয়েছে যার মধ্যে প্রতারণামূলক মোড় এবং তির্যক পথ রয়েছে, যা আয়না সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি তার চেয়ে অদ্ভুত, এবং পৃথিবীর মুখমণ্ডলে প্রকৃতপক্ষে বিরল তিনি আছেন যিনি সেই সুস্পষ্ট পথগুলির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে দেখার পথে পরিচালিত হন।

এই কারণগুলো হৃৎপিণ্ডকে বস্তুর আসল প্রকৃতি জানতে বাধা দেয়। অন্যথায়, প্রতিটি হৃদয় সাংবিধানিকভাবে বাস্তবতা জানতে সক্ষম, কারণ এটি একটি প্রভু এবং মহৎ জিনিস, এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং মহৎ গুণের দ্বারা বিশ্বের অন্যান্য পদার্থ থেকে পৃথক, যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাণী দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"নিশ্চয়ই আমরা আস্থা অর্পণ করেছিলাম নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও পর্বতমালার উপর, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছিল এবং ভয় করেছিল, কিন্তু মানুষ তা বহন করার দায়িত্ব নিয়েছিল। নিশ্চয় সে ছিল অন্যায়কারী ও অজ্ঞ। (কুরআন, 33 অধ্যায়, আয়াত 72)

এটি সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা মানুষকে স্বর্গ, পৃথিবী এবং পর্বতমালা থেকে আলাদা করে, যার দ্বারা তিনি ঈশ্বরের আস্থা বহন করতে সক্ষম হন। এই আস্থা হল অভিজ্ঞতামূলক (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান এবং একেশ্বরবাদ।

প্রতিটি মানুষের হৃদয়, তার মূল গঠনে, এই আস্থা বহন করার জন্য উপযুক্ত এবং সক্ষম, তবে আমরা যে কারণগুলি উল্লেখ করেছি, সেগুলি তাকে এই বোঝা বহন করতে এবং এই আস্থার উপলব্ধি করতে বাধা দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিটি শিশু *ফিতরায়* জন্মগ্রহণ করে এবং কেবল তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান বা মাজিয়ান করে তোলে। (এই বর্ণনাটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনার সংকলন দ্বারা বর্ণিত হয়েছে হযরত *সহীহ মুসলিম* হযরত হজরত আবু হুরায়রার বর্ণনায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি আদম সন্তানদের অন্তরে শয়তানরা ঘুরপাক না রাখত, তাহলে তারা জান্নাতের রাজত্ব দেখতে পারত। এটি এই বাধাগুলির অনেকগুলির একটি রেফারেন্স যা হৃদয় এবং আধিপত্যের মধ্যে পর্দা।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যেখানে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কোথায়? পৃথিবীতে নাকি আকাশে? তিনি বললেন, 'তাঁর মুমিন বান্দাদের অন্তরে রয়েছে। একটি বিশেষ বর্ণনা অনুসারে, ঈশ্বর বলেছিলেন: "আমার পৃথিবী বা আমার স্বর্গ আমাকে ধারণ করতে পারে না, তবে আমার বান্দার কোমল ও শান্ত হৃদয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, 'প্রত্যেক মুমিন, যার অন্তর পবিত্র (ও অন্তরের সমস্ত নোংরা) পবিত্র হয়েছে। তারা জিজ্ঞেস করলো, "পবিত্র হৃদয় কী? তিনি উত্তর

দিলেন: "এটি ঈশ্বরভীরু বিশুদ্ধ হৃদয় যেখানে প্রতারণা নেই, অন্যায্যতা নেই, বিশ্বাসঘাতকতা নেই, বিদ্বেষ নেই, ঈর্ষা নেই।

এ প্রসঙ্গে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমার হৃদয় আমার প্রতিপালককে দেখেছে, যখন তিনি পরহেযগার কারণে পর্দা সরিয়ে ফেললেন। কারণ যদি নিজের এবং তার হৃদয়ের মধ্যে পর্দা সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে দৃশ্যমান বস্তুগত জগৎ এবং অদৃশ্য অদৃশ্যের আধিপত্য তার হৃদয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় এবং তিনি একটি বাগান দেখতে পান, যার একটি অংশের প্রশস্ততা স্বর্গ এবং পৃথিবীর। এর মোট বিস্তৃতি স্বর্গ ও পৃথিবীর চেয়ে বড়, কারণ আকাশ ও পৃথিবী দৃশ্যমান বস্তুগত জগতের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, যা যদিও ব্যাপ্তিতে বিস্তৃত এবং কম্পাসে সুদূরপ্রসারী, তবুও সমগ্রের তুলনায় সসীম। কিন্তু অদৃশ্য অদৃশ্যের আধিপত্য সীমাহীন, সেই রহস্যগুলির সমন্বয়ে গঠিত যা চোখের দৃষ্টির বাইরে এবং কেবল অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভূত হয়। এটা সত্য যে এর কেবল একটি অংশ চোখে প্রদর্শিত হয় এবং কেবল অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করা হয়। এটি সত্য যে এর কেবল একটি অংশ হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তবে নিজের মধ্যে এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে, এটি অসীম।

বস্তুগত জগৎ এবং অদৃশ্য আধিপত্যকে একত্রে একটি শ্রেণিবিন্যাসের অধীনে নেওয়া হয়, তাকে প্রভুর উপস্থিতি বলা হয়, কারণ প্রভুর উপস্থিতি সমস্ত বিদ্যমান জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ আল্লাহ, তাঁর কর্ম ও তাঁর রাজত্ব ব্যতীত আর কিছুই নেই। আর তাঁর বান্দাগণ তাঁর কর্মের অংশ। হৃদয়ে যা দেখা যায় তা হ'ল বাগান নিজেই; কিন্তু সত্যবাদীদের মতে, এটি জান্নাতের উপকরণ এবং জান্নাতে তার সম্পত্তির পরিধি তার জ্ঞানের পরিধি এবং আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী ও তাঁর আমল তার প্রতি কতটুকু অবতীর্ণ হয়েছে। এই সমস্ত উপাসনা এবং অঙ্গগুলির কর্মের উদ্দেশ্য হ'ল হৃদয়ের শুদ্ধিকরণ, উন্নতি, আলোকসজ্জা এবং আলোকিতকরণ। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

"সফলতম ও সফলতা অর্জনকারী, যে তাকে (অর্থাৎ হৃদয়কে) শুদ্ধ করে। (কুরআন, অধ্যায় 91, আয়াত 9)

[অভ্যন্তরীণ] শুদ্ধির উদ্দেশ্য হ'ল এর প্রতি বিশ্বাসের আলোকসজ্জা অর্জন করা; আমি ঈশ্বরের জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো বোঝাতে চাইছি (অর্থাত্ জ্ঞান বা "মা'*রিফা*")। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার বাণীর বিষয়টি হল:

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ

"আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান, তিনি তার অন্তরকে ইসলামের প্রতি প্রসারিত করেন (অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ এবং আত্মার পবিত্রতা ও আলো যা ঈমানের প্রকৃত নূর এবং ঈশ্বরের জ্ঞান এতে নিয়ে আসে)। (কুরআন, 6 অধ্যায়, 125 আয়াত)

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ

"তাহলে সে কি এমন ব্যক্তি হতে পারে যার অন্তর আল্লাহ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন, যাতে তিনি তাঁর পালনকর্তার (অর্থাৎ ঈশ্বর) কাছ থেকে প্রবর্তিত জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হন? (কুরআন, অধ্যায় 39, আয়াত 22)

এই আলোকসজ্জা এবং বিশ্বাস [এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যয়] এর তিনটি ডিগ্রী রয়েছে: প্রথম ডিগ্রী হ'ল সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, যা সম্পূর্ণরূপে অন্ধ অনুকরণ। দ্বিতীয় ডিগ্রী হ'ল পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদদের বিশ্বাস যা যৌক্তিক যুক্তির সাথে মিশ্রিত। তৃতীয় ডিগ্রী হ'ল জ্ঞানবাদীদের বিশ্বাস, যা নিশ্চয়তার আলো [এবং বিশ্বাসের প্রত্যয়] দিয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

আমি একটি উদাহরণ দিয়ে আপনাকে এটি পরিষ্কার করব: উদাহরণস্বরূপ, জায়েদ যে বাড়িতে রয়েছেন তার তিনটি ডিগ্রি রয়েছে। প্রথমটি হ'ল কেউ আপনাকে বলেছে, এমন কেউ যাকে আপনি সত্যবাদী বলে অভিজ্ঞ হয়েছেন এবং কখনও মিথ্যা বলে পরিচিত হননি এবং কখনও তাঁর কথায় সন্দেহ করেননি। আপনার হৃদয়, কেবল শোনার মাধ্যমেই, শান্তভাবে তাঁর রিপোর্ট গ্রহণ করে এবং তাতে সন্তুষ্ট হয়। এটি নিছক অন্ধ গ্রহণযোগ্যতার দ্বারা বিশ্বাস, এবং এই প্রকৃতির বিশ্বাসটি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। কারণ যখন তারা বৈষম্যের বয়সে পৌঁছেছিল, তখন তারা তাদের পিতা ও মাতার কাছ থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁর জ্ঞান, ইচ্ছা, শক্তি এবং তাঁর অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে শুনেছিল; এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণ, তাঁর সত্যতা ও বাণী। তারা যেমন শুনেছিল এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তাদের পিতা, মা এবং শিক্ষক তাদের যা বলেছিলেন তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার জন্য তাদের মনে কখনও আসেনি। এই ঈমানই পরকালে পরিত্রাণের কার্যকরী কারণ এবং যারা একে গ্রহণ করে তারা ডানহাতের লোকদের (অর্থাৎ পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোকদের) প্রথম (অর্থাৎ সর্বনিম্ন) শ্রেণিতে থাকে তবে যারা আল্লাহর নিকটবর্তী হয় তাদের মধ্যে নয়। কারণ এই [স্তর] বিশ্বাসের মধ্যে একটি রহস্যময় উন্মোচন রয়েছে, বা অন্তর্দৃষ্টি নেই, বা নিশ্চয়তার আলোর দ্বারা হৃদয়ের প্রসারণ নেই, কারণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে যা শোনা যায় তাতে ভুলগুলি থাকা সম্ভব, নয় প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে, যা মতবাদের সাথে সম্পর্কিত তাতে রয়েছে। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের হৃদয় তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা শুনেছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। মুসলমানরা সত্যকে বিশ্বাস করে, কারণ তারা এটি অধ্যয়ন করেছে বলে নয়, বরং সত্যের বাক্য তাদের কাছে পৌঁছে গেছে।

দ্বিতীয় ডিগ্রী ঈমান হলো, আপনি (নিজের) ঘরের ভেতর থেকে যায়েদের কথা ও কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন, কিন্তু দেয়ালের আড়াল থেকে এবং এ থেকে আপনি ঘরে তার উপস্থিতির সত্য অনুমান করতে পারবেন। তাহলে আপনার বিশ্বাস, আপনার স্বীকারোক্তি এবং আপনার নিশ্চয়তা যে তিনি বাড়িতে আছেন তা কেবল শ্রবণশক্তির মাধ্যমে আপনার বিশ্বাসের চেয়ে শক্তিশালী। কারণ যদি আপনাকে বলা হয় যে তিনি বাড়িতে আছেন এবং তারপরে যদি আপনি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পান, তবে আপনি এটি সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হবেন, কারণ যে আকৃতি দেখার শর্তে এটি শোনে, তার কাছে কণ্ঠস্বর আকৃতি এবং রূপ নির্দেশ করে। সুতরাং, তার হৃদয় এটিকে সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর হিসাবে বিচার করে। এটি প্রমাণের সাথে মিশ্রিত বিশ্বাস। ত্রুটি অনুসরণ করাও সম্ভব কারণ একটি কণ্ঠস্বর অন্য কণ্ঠস্বরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে। এছাড়াও, কণ্ঠস্বর অনুকরণ করার মাধ্যমে ভান করা সম্ভব। শ্রোতার মনে ইহা আসে না, কেননা তাহার এইরূপ কোন অভিযোগ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারিল নাই, অথবা এইরূপ বিভ্রান্তি ও অনুকরণে কারও উদ্দেশ্য ছিল।

তৃতীয় ডিগ্রী বিশ্বাসটি হ'ল ঘরে প্রবেশ করা এবং তার দিকে তাকান এবং নিজের চোখে তাকে দেখা। এটাই প্রকৃত অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান এবং নিশ্চিত পর্যবেক্ষণ। এটা তাদের জ্ঞানের মতো, যারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয় এবং সত্যকে আন্তরিক ভালবাসে, কারণ তাদের বিশ্বাস সাক্ষ্যদানের উপর ভিত্তি করে। এই বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে সাধারণ মানুষ এবং পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদদের বিশ্বাস, এবং তাদের এই খুব স্পষ্ট অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে যা ত্রুটির সম্ভাবনার জন্য কোনও জায়গা ছেড়ে দেয় না। এটা সত্য যে, এই শ্রেণীর বিশ্বাসীরা তাদের জ্ঞানের অর্জন, এবং উন্মোচনের মাত্রা অনুসারে পদমর্যাদার মধ্যে পার্থক্য করে।

জ্ঞানের পার্থক্যের একটি উদাহরণ হলো, একজন ব্যক্তি যায়েদকে বাড়িতে দেখতে পায় যখন সে আঙ্গিনায় কাছাকাছি থাকে এবং যখন সূর্য উদিত হয় এবং তাই সে তাকে নিখুঁতভাবে দেখে, অন্যজন তাকে ঘরে বা দূরত্বে বা সন্ধ্যায় দেখে যাতে তার রূপটি যথেষ্ট স্পষ্ট হয় যে সে নিশ্চিত হতে পারে যে এটি তিনি। কিন্তু তার ফর্মের সূক্ষ্ম বিবরণ এবং গোপন বৈশিষ্ট্যগুলি তার কাছে স্পষ্ট নয়। ঐশ্বরিক প্রকাশিত সত্য দেখার মাত্রার পার্থক্য এই ধরণের। জ্ঞান অর্জনের পার্থক্য সম্পর্কে বলা হয়, যেন কেউ ঘরে যায়েদ, আমর, বকর প্রভৃতি অন্যান্যদের দেখতে পায় এবং অন্যজন কেবল যায়েদকে দেখে। প্রাক্তনের জ্ঞান নিঃসন্দেহে পরবর্তীটির চেয়ে বেশি, কারণ জানা জিনিসের প্রাচুর্য।

বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হৃদয়ের অবস্থা এটি, এবং ঈশ্বর যা সঠিক তা ভালভাবে জানেন।
…..

হৃদয়ের বিস্ময় ও রহস্য

এটা জানা উচিত যে হৃদয়ের আশ্চর্যগুলি ইন্দ্রিয়গুলি যা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তার পরিধির বাইরে, কারণ হৃদয়ও ইন্দ্রিয় উপলব্ধির বাইরে। বোধগম্যতা এতটাই দুর্বল যে, একটি বাস্তব উদাহরণ ব্যতীত, যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় না, তা বোঝা যায় না। সুতরাং আমরা দুটি উদাহরণের মাধ্যমে দুর্বল বোধগম্যদের কাছে এটি ব্যাখ্যা করব।

প্রথম দৃষ্টান্তের জন্য, আসুন আমরা ধরে নিই যে পৃথিবীতে একটি জলাধার খনন করা হয়েছে, যেখানে উপরের পৃষ্ঠ থেকে জল প্রবাহিত স্রোতের মাধ্যমে জমা হতে পারে। জলাধারের তলদেশ খনন করা যেতে পারে এবং বিশুদ্ধ জলের ঝর্ণা না পৌঁছানো পর্যন্ত তা থেকে ময়লা সরিয়ে ফেলা যেতে পারে, এবং তারপরে বিশুদ্ধ জলের ঝর্ণা না পৌঁছানো পর্যন্ত জল তা থেকে ফেটে যায় এবং তারপরে জলাধারের তলদেশ থেকে জল ফেটে যায়। জল আরও বিশুদ্ধ এবং আরও ধ্রুবক এবং সম্ভবত আরও প্রচুর এবং প্রচুর। তখন হৃৎপিণ্ড জলাধারের মতো, জ্ঞান পানির মতো। পাঁচটি বাহ্যিক ইন্দ্রিয় স্রোতের মতো। জ্ঞান সম্ভবত [পাঁচ] ইন্দ্রিয়ের প্রবাহ এবং পর্যবেক্ষণ করা জিনিসগুলির বিবেচনার মাধ্যমে হৃদয়ে পরিচালিত হতে পারে যতক্ষণ না এটি জ্ঞানে পূর্ণ হয়। এছাড়া নির্জনতা ও অবসর গ্রহণের মাধ্যমে এবং চোখকে দেখা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে এই স্রোতগুলি বন্ধ করা সম্ভব এবং তারপরে হৃদয়ের গভীরে এটি শুদ্ধ করার পরে এবং তার ভিতর থেকে জ্ঞানের ঝর্ণা ফেটে না যাওয়া পর্যন্ত আচ্ছাদনের স্তরগুলি কেড়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু আপনি হয়তো বলতে পারেন: "জ্ঞান কীভাবে হৃদয় থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, যখন এটি দরিদ্র

হয়?" জেনে নিন এটি হৃদয়ের রহস্যের অন্যতম বিস্ময়। ব্যবহারিক ধর্মের বিজ্ঞানে এটি নিয়ে আলোচনা করা জায়েয নয় [যেহেতু এটি রহস্যময় জ্ঞানের অন্তর্গত]।

যা উল্লেখ করা যেতে পারে তা হ'ল জিনিসগুলির প্রকৃত প্রকৃতি সংরক্ষিত ফলকে ("লোহ *মাহফুজ*") এবং প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতাদের হৃদয়ে লেখা রয়েছে যারা [ঐশ্বরিক বাস্তবতার] নিকটবর্তী হয়েছে। কারণ একজন স্থপতি যেমন ফাঁকা কাগজে নির্মাণের পরিকল্পনা আঁকেন এবং তারপরে নকশা বা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসারে তাদের বাস্তবে নিয়ে আসেন। সুতরাং, স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা সংরক্ষিত ফলকের উপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জগতের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক লিখেছিলেন এবং তারপরে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসারে এটিকে বাস্তবে নিয়ে এসেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক চিত্রে যে জগৎ বাস্তবে আনা হয়েছে, তা থেকে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় এবং ধারণকারী কল্পনায় প্রেরণ করা হয়েছে আরও একটি চিত্র। কারণ যে ব্যক্তি আকাশ ও পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অতঃপর তার চোখ বন্ধ করে, সে তার কল্পনায় আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিমূর্তি দেখে যেন সে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে; আর যদি আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় এবং সে নিজে বেঁচে যায়, তবে সে নিজের ভেতরে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিমূর্তি দেখতে পাবে যেন সে তাদের দেখছে এবং তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর তাঁর কল্পনা থেকে, একটি প্রভাব হৃদয়ে প্রেরণ করা হয়, যাতে এতে প্রতিনিধিত্ব করা হয়, যে জিনিসগুলি সংবেদন এবং কল্পনায় প্রবেশ করেছে।

হৃদয়ের উপস্থাপনা সেই জগতের সাথে মিলে যায় যা কল্পনায় প্রতিনিধিত্ব করা হয়, যা তার পরিবর্তে বিশ্বের সাথে মিলে যায় যেমন এটি নিজের মধ্যে বিদ্যমান, মানুষের কল্পনা এবং হৃদয়ের বাইরে। এই বিদ্যমান বিশ্বটি সংরক্ষিত ট্যাবলেটে বিদ্যমান প্রত্নতাত্ত্বিক প্রত্নতাত্ত্বিকের সাথে মিলে যায়। সুতরাং, বিশ্বের অস্তিত্বের চারটি ডিগ্রী রয়েছে। সংরক্ষিত ট্যাবলেটে অস্তিত্ব রয়েছে যা তার দৈহিক অস্তিত্বের আগে। এর পরিণতি হ'ল এর বাস্তব অস্তিত্ব, যার পরে তার কল্পনাপ্রসূত অস্তিত্ব রয়েছে - আমি কল্পনায় তার চিত্রের অস্তিত্বকে বোঝাতে চাইছি। এর কল্পনাপ্রসূত অস্তিত্ব তার বুদ্ধিবৃত্তিক অস্তিত্ব দ্বারা অনুসরণ করা হয়, আমি হৃদয়ের মধ্যে তার চিত্রের অস্তিত্বকে বোঝাতে চাইছি। এই অস্তিত্বের আদেশগুলির মধ্যে কয়েকটি আধ্যাত্মিক এবং কিছু দৈহিক চরিত্রের। আধ্যাত্মিকদের মধ্যে, কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে তাদের অস্তিত্বের ক্রমে আরও আধ্যাত্মিক। এটি ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা থেকে আসা একটি দয়া, কারণ ঈশ্বর আপনার চোখের গোলকটি এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, তার ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও, এর মধ্যে বিশ্ব, স্বর্গ এবং পৃথিবীর চিত্র তাদের সমস্ত বিস্তৃত বিস্তৃতির সাথে চিত্রিত হয়েছে। অতঃপর ইন্দ্রিয়ের জগতে অস্তিত্ব থেকে কল্পনায় অস্তিত্ব এবং তা থেকে হৃদয়ে অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যায়। কারণ যা তোমার কাছে পৌঁছেছে তা ব্যতীত তুমি আর কিছুই বুঝতে পারবে না, এবং যদি তিনি তোমার অস্তিত্বের মধ্যে সমগ্র জগতের একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন না করতেন, তবে আপনি নিজের ব্যতীত যা কিছু আছে সে সম্পর্কে কোনও জ্ঞান পেতেন না। মহিমা তাঁর, যিনি এই আশ্চর্যগুলি হৃদয় ও চোখে সাজিয়েছেন এবং অতঃপর তাদের উপলব্ধির প্রতি হৃদয় ও চোখকে অন্ধ করে দিয়েছেন যাতে অধিকাংশ প্রাণীর হৃদয় নিজেদের এবং তাদের আশ্চর্য বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েছে।

আসুন আমরা এখন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্যে ফিরে যাই এবং বলি: "এটি অনুমানযোগ্য যে জগতের প্রকৃত প্রকৃতি হৃদয়ে প্রতিনিধিত্ব করা যেতে পারে, একবার ইন্দ্রিয় থেকে এবং একবার সংরক্ষিত ট্যাবলেট থেকে, এমনকি এটি কল্পনা করা যায় যে সূর্যের চিত্রটি একবার সরাসরি তাকানো থেকে এবং একবার সূর্য যে জলের দিকে তাকিয়ে প্রতিফলিত হয় তার দিকে তাকিয়ে চোখে প্রতিনিধিত্ব করা উচিত তার ইমেজ। সুতরাং যখনই হৃদয় ও সংরক্ষিত ফলকের মাঝখানে পর্দা তুলে ফেলা

হয়, তখন হৃদয় তার মধ্যে যা কিছু আছে তা দেখতে পায় এবং তা থেকে জ্ঞান বের হয়ে যায়, যাতে তাকে ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়ে তার জ্ঞান অর্জন করতে না হয়। এটি পৃথিবীর গভীর থেকে জল ফেটে যাওয়ার মতো। যখনই হৃদয় ইন্দ্রিয় থেকে উদ্‌ভূত কল্পনার জিনিসগুলির সাথে ব্যস্ত থাকে, তখন এটি সংরক্ষিত ফলকটি পরীক্ষা করা থেকে আড়াল করে, ঠিক যেমন স্রোতে জল সংরক্ষণ করা হয়, তখন এটি পৃথিবী থেকে ফেটে যাওয়া থেকে বিরত থাকে; অথবা সে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করে এমন জলের দিকে তাকায়, ঠিক তেমনি সে সূর্যের দিকে তাকায় না।

সুতরাং, হৃদয়ের দুটি দরজা রয়েছে। একটি দরজা অদৃশ্যের আধিপত্যের দিকে খুলে যায় যা সংরক্ষিত ট্যাবলেট এবং ফেরেশতাদের জগৎ। অন্য দরজাটি পাঁচটি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের দিকে খোলে, যা দৃশ্যমান বস্তুগত জগতকে ধরে রেখেছে। এই দৃশ্যমান জগৎ কিছুটা হলেও অদৃশ্যের আধিপত্যের সাদৃশ্যপূর্ণ। এখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের জন্য হৃদয়ের দরজা খোলা হয়ে গেছে তা আপনি বুঝতে পারছেন। কিন্তু তার দরজা যা অদৃশ্যের আধিপত্যের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং সংরক্ষিত ফলকের পরীক্ষা সম্পর্কে, দর্শনের বিস্ময় এবং ঘুমের মধ্যে হৃদয়ের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আপনি ইন্দ্রিয়গুলির পক্ষ থেকে কোনও অর্জন ছাড়াই ভবিষ্যতে কী হবে বা অতীতে কী হবে তা নিয়ে গভীরে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।

তবে সেই দরজা কেবল তার জন্যই খোলা আছে, যে আল্লাহর স্মরণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'একচেটিয়া চিন্তাধারীরা নেতৃত্ব দিয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারা কারা? তিনি বললেন, 'যারা আল্লাহর স্মরণে মুগ্ধ হয়, তাদের এই নামাযের জন্য তারা তাদের গুনাহের বোঝা তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং তারা কিয়ামতের দিকে আসবে বোঝা ছাড়াই। অতঃপর তিনি ঈশ্বরের বাণী বর্ণনা করে তাদের বর্ণনা করলেন: "তখন আমি তাদের দিকে মুখ করে নিকটবর্তী হব। তুমি কি ভেবে দেখ যে কেউ কি জানে যে আমি যাহার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাহাকে কি দান করিতে চাই? অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি তাদের অন্তরে আমার নূরের কিছু অংশ নিক্ষেপ করি এবং তারা আমার সুসংবাদ দেয়, যেমন আমি তাদের সম্পর্কে সুসংবাদ দিই। (এই বর্ণনাটি হাদীস সংকলন সহীহ মুসলিম, আল-হাকিম, আল-বাইহাকি এবং আত-তাবারানী থেকে নবী সাহাবী আবু হুরায়রা (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এই খবরের প্রবেশদ্বার হল ভিতরের দরজা। সুতরাং এখানেই ভাববাদী ও সাধুগণের জ্ঞান এবং পণ্ডিত ও দার্শনিকদের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিহিত রয়েছে: পূর্বের জ্ঞান হৃদয়ের ভিতর থেকে সেই দরজা দিয়ে আসে যা অদৃশ্যের আধিপত্যের দিকে খোলা হয়, যেখানে দার্শনিকদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে আসে যা বস্তুগত জগতের জন্য উন্মুক্ত হয়। হৃদয়ের জগতের বিস্ময় এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের মধ্যে তার দোদুল্যমান বাস্তব ধর্মের বিজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে মোকাবিলা করা যায় না। তবে এটি এমন একটি উদাহরণ যা আপনাকে দুই ধরণের জ্ঞানের প্রবেশের স্থানের পার্থক্য শিখিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি আপনাকে দুটি ধরণের কাজের মধ্যে পার্থক্য জানতে দেবে; আমি বলতে চাইছি বিদ্বানদের কাজ এবং সাধুদের কাজ। বিজ্ঞরা নিজে জ্ঞান অর্জন এবং হৃদয়ে একত্রিত করার কাজ করে, কিন্তু সুফিদের মধ্যে সাধুরা কেবল হৃদয়কে পালিশ করা, পরিষ্কার করা, পরিষ্কার করা এবং ফুরিয়ে তোলার শেষ অবধি কাজ করে। এটি বর্ণিত হয় যে একবার চীনা এবং

বাইজেন্টাইন গ্রীকরা শিল্প এবং চিত্রকলায় তাদের কারুকার্যের সৌন্দর্য সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট রাজার সামনে একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তাই রাজা তাদের একটি বারান্দা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যাতে চীনারা এর এক পাশ এবং বাইজেন্টাইন গ্রীকরা অন্য দিকে সাজাতে পারে এবং তাদের মধ্যে একটি পর্দা ঝুলিয়ে রাখতে পারে যাতে প্রতিটি গোষ্ঠী একে অন্যের দিকে তাকাতে না পারে। বাইজেন্টাইনরা তাদের সাথে অসংখ্য সুন্দর রঙ নিয়ে এসেছিল কিন্তু চীনারা কোনও রঙ ছাড়াই প্রবেশ করেছিল এবং তাদের পাশটি পালিশ করতে এবং এটি ফার্বিশ করতে শুরু করেছিল। বাইজেন্টাইনরা শেষ হয়ে গেলে চীনারা দাবি করেছিল যে তারাও শেষ করেছে। রাজা তাদের বক্তব্য এবং তারা যেভাবে কোনও রঙ ছাড়াই শেষ করেছিলেন এবং সাজানো হয়েছিলেন তাতে অবাক হয়েছিলেন। তখন তাদের জিজ্ঞেস করা হলো, 'রঙ ছাড়াই কাজ শেষ করলেন কীভাবে? তারা উত্তর দিল: "এর সাথে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই; শুধু ওড়না তুলে দাও। সুতরাং, এটি উত্তোলন করা হয়েছিল এবং অন্য দিকে দেখলাম, সেখানে বাইজেন্টাইন দক্ষতার আশ্চর্যগুলি অতিরিক্ত আলোকসজ্জা এবং চমকপ্রদ উজ্জ্বলতার সাথে জ্বলজ্বল করেছিল কারণ অন্য দিকটি অনেক উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে পালিশ করা আয়নার মতো হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে, তাদের পক্ষের সৌন্দর্য তার অতিরিক্ত স্পষ্টতা দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছিল যা অন্য পক্ষের সৌন্দর্যকে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত করেছিল। বাস্তবতার প্রকৃত প্রকৃতি পরম আলোকসজ্জার সাথে স্পষ্টভাবে আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত হৃদয়কে পরিষ্কার করা, পালিশ করা, শুদ্ধ করা এবং পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে সাধুদের (বা জ্ঞানবাদীদের) যত্ন চীনাদের কাজের মতো। জ্ঞান অর্জন ও সজ্জিত করার বিষয়ে বিজ্ঞ ও দার্শনিকদের যত্ন এবং হৃদয়ে এই অলঙ্করণের উপস্থাপনা বাইজেন্টাইনদের কাজের মতো।

কিন্তু সে যাই হোক না কেন, মুমিনের অন্তর কখনও মারা যায় না, মৃত্যুর সময় তার জ্ঞান মুছে ফেলা হয় না এবং তার স্পষ্টতা মেঘলা হয়ে যায় না। এ বিষয়ে আল-হাসান তাঁর উক্তিতে উল্লেখ করেছেন: "ধূলিকণা ঈমানের আসনকে গ্রাস করবে না। এই জ্ঞান হল প্রবেশাধিকারের একটি মাধ্যম যা একজনকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে তোলে। কিন্তু হৃদয় নিজে জ্ঞান হইতে যাহা লাভ করিয়াছে, বা হৃৎপিণ্ডে লেখা জ্ঞান গ্রহণ করিবার পবিত্রতা ও ক্ষমতা হইয়াছে, তাহা তাহাকে অধিক জ্ঞান প্রদান করিতে সক্ষম করিতে পারে না। রহস্যময় জ্ঞান শেখা ছাড়া কারও জন্য কোনও সুখ নেই এবং কিছু মাত্রার সুখ অন্যদের চেয়ে মহৎ, যেমন অর্থ ছাড়া কোনও সম্পদ নেই। কেননা যার কাছে একটি *দিরহাম* (পুরাতন মুদ্রা) আছে, সে ধনী এবং যার ভাণ্ডার ভরে গেছে, সে ধনী হয়। [অনন্ত] সুখের ডিগ্রিগুলির মধ্যে পার্থক্য রহস্যময় জ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে তাদের পার্থক্য অনুসারে, ঠিক যেমন ধনী মানুষের ডিগ্রির মধ্যে পার্থক্য তাদের অর্থের অভাব এবং প্রাচুর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই মুহূর্তে, এই গ্রন্থের প্রথম অংশটি যা মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এবং অনন্ত সুখ এবং অবিরাম সাফল্য অর্জনের সাথে সম্পর্কিত, তার সমাপ্তি ঘটে। এবার শুরু হয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব।

দ্বিতীয় অংশ: মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর পথ এবং অনন্ত আনন্দ ও অফুরন্ত বিজয় অর্জনের ব্যাখ্যা

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে উপস্থাপিত গাজালীর বিভিন্ন মহান গ্রন্থ থেকে নির্বাচনগুলি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন আনন্দ এবং অবিরাম সাফল্য অর্জনের উপায়গুলিও ব্যাখ্যা করে। এই গ্রন্থের তৃতীয় অংশে এই লক্ষ্যে অসাধারণ উপকারের বিভিন্ন বইয়ের তালিকা দেওয়া হবে - যার প্রায় সবগুলিই গাজালী দ্বারা রচিত - যার অধ্যয়ন সঠিক পথের অপরিসীম উপলব্ধি এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই গ্রন্থের এই দ্বিতীয় অংশে, একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনা এবং একটি মহান জ্ঞানবাদীর ঐতিহ্য উপস্থাপন করা হবে যা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি এবং চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করে। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় এই মহান আধ্যাত্মিক পথের বাধাগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ঐতিহ্যটি একজনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে। গাজ্জালী তাঁর শেষ গ্রন্থ "*মিনহাজ আল-আবেদীন ইলা জান্নাতু রব আল-আলামীন*" বা "ঈশ্বরের উপাসকদের জন্য সর্বোত্তম পথ, তাদের সমস্ত মহাবিশ্ব ও অস্তিত্বের প্রভুর জান্নাতে নিয়ে যাওয়া" এবং তাঁর জ্ঞানের সংকলন "ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন" *বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর* তৃতীয় খণ্ডে আড়ম্বরপূর্ণ এবং প্রদর্শনের অধ্যায়ে নিম্নরূপ[11]:

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি খালিদ ইবনে মা'দান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান নবী সাহাবী মুয়ায ইবনে জাবালের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি তাকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যা তিনি প্রতিদিন স্মরণ করতেন এবং এর কষ্ট ও তীব্রতার কারণে আবৃত্তি করতেন। মু'আয (রাঃ) তা করতে রাজি হন কিন্তু তিনি দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর তিনি বললেন:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি কত আকাঙ্ক্ষা করি!

একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি একটি উটে চড়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি আমাকে তার পিছনে বসার জন্য নিয়ে গেলেন। আমরা যখন এগিয়ে গেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দাদের উপযুক্ত মনে করেন। অতঃপর আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন কিছু বলছি, যদি তুমি তা স্মরণ কর, তবে তা তোমার উপকারে আসবে, কিন্তু যদি তুমি তা ভুলে যাও, তবে মহান আল্লাহর সামনে তোমার কোন যুক্তি থাকবে না।

মুয়াদ! আকাশ সৃষ্টির পূর্বে মহান আল্লাহ তাআলা সাতজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক আকাশের জন্য একজন করে এবং দরজার আয়তন অনুযায়ী আকাশের প্রতিটি দরজায় একজন করে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। যখন দু'জন ফেরেশতা '*কিরামন কাতিবিন*' (প্রত্যেক মানুষের দুই কাঁধে থাকা এবং ভাল বা মন্দ সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করে) তখন তাদের মধ্যে সূর্যের আলোর মতো আলো রয়েছে। যখন তারা প্রথম আসমানের দরজায় পৌঁছায়, তখন সেখানে প্রহরী হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরেশতা '*কিরামন কাতিবিন*' *(*প্রতিটি মানুষের অভিভাবক ফেরেশতা) কে অনুরোধ করে যে তারা বান্দার মুখের দিকে আমল চাপিয়ে দেয় (অর্থাৎ যে মানুষ

যার কর্ম আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে)। ফেরেশতা বলেন, 'আমি 'বিবাদ'-এর ফেরেশতা। হে আমার পালনকর্তা, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন কোন বিদ্বেষকারীর কর্মকে ঊর্ধ্বমুখী হতে দিই না।

'*কিরামন কাতিবিন* আবার দ্বিতীয় আকাশে উঠে গেল চাকরের আরও কিছু কর্ম যা সূর্যের আলোর মতো জ্বলজ্বল করে। ফেরেশতা তাদের সেখানে থামিয়ে দেয় এবং তাদের দাসের মুখের দিকে দলিলটি চাপিয়ে দিতে বলে, কারণ এই কাজের দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল পার্থিব সম্পদ অর্জন করা। আমার ঈশ্বর আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য কাজ করে এমন ব্যক্তির আমল স্বীকার করি না। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অভিশাপ দেয় (আরবি শব্দ "*লা'না*", যার অর্থ তাঁর বান্দার কাছ থেকে তাঁর রহমত রোধ করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা)।

অতঃপর ফেরেশতাগণ বান্দার অন্যান্য (সৎ) আমল নিয়ে উঠে আসে যেমন দান-খয়রাত, রোজা এবং অন্যান্য সৎকর্ম যা তারা অত্যন্ত সৎ ও মূল্যবান বলে মনে করে। কিন্তু যখন তারা তৃতীয় আকাশে পৌঁছায়, তখন প্রহরী দূত তাদের থামিয়ে দেন এবং তাদের কাজগুলি কর্মকারীর মুখের দিকে চাপিয়ে দিতে বলেন। [পাহারাদার] ফেরেশতা বলেছেন যে তিনি 'অহংকারের' ফেরেশতা। তাকে তার পালনকর্তা আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি আমলকে ঊর্ধ্বমুখী হতে দেবেন না, যেমন কর্মকারী আমলের মাধ্যমে অন্য লোকদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন [অহংকার ও অহংকারের কারণে]।

'*কিরামন কাতিবিন* আবার এই [ঈশ্বরের] বান্দার আরও কিছু [সৎকর্ম] নিয়ে উঠে আসে যা নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়। এর মধ্যে রয়েছে নামাজ, হজ্জ (বা তীর্থযাত্রা), '*তাসবিহ*' (আল্লাহর স্মরণ ও মহিমা), রোজা ইত্যাদির মতো সুন্দর কাজ। যখন তারা চতুর্থ আকাশে পৌঁছায়, তখন প্রহরী ফেরেশতা তাদের থামিয়ে দেয় এবং তাদের কাজগুলি কর্মকারীর মুখের দিকে ঠেলে দিতে বলে। ফেরেশতা তাদেরকে বলেন, "আমি 'ধার্মিকতার' ফেরেশতা এবং আমার প্রভু আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, কর্মকারী যেমন তার কর্মকে আত্মধার্মিকতার সাথে ভেজাল করেছিল তেমনি আমলকে [ঈশ্বরের কাছে] উঁচুতে উঠতে দেবে না।

অতঃপর ফেরেশতাগণ তার অন্যান্য সৎকর্মকে কনের মতো সাজিয়ে তোলেন, যার মধ্যে রয়েছে 'হজ্জ' (বা তীর্থযাত্রা), আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা ইত্যাদি, সূর্যের মতো উজ্জ্বল হওয়া। তারা তাদের পঞ্চম আসমানে নিয়ে যায়। [পঞ্চম আকাশের দরজায়] পাহারাদার ফেরেশতা তাদের থামিয়ে বলেন: আমি 'ঈর্ষা'র ফেরেশতা। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তাঁর রহমতে দান করেছেন, তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। [তার সহকর্মীদের] ঈশ্বরের উদার অনুদানে মানুষ সন্তুষ্ট নয়। আমার পালনকর্তা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি তার কর্মকে আরও উঁচুতে নিয়ে যেও না।

অতঃপর ফেরেশতাগণ ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করেন, যেমন ওজুনা, পূর্ণ পবিত্রতা, নামায, রোজা, হজ্জ (বা তীর্থযাত্রা) ইত্যাদি। সেখানে মোতায়েন প্রহরী ফেরেশতা তাদের থামিয়ে বলেন: আমি 'রহমতের দেবদূত'। তার কাজগুলি তার মুখের দিকে ঠেলে দিন কারণ সে কখনও কারও প্রতি দয়া দেখায়নি। অন্যদের বিপদ ও দুর্ভাগ্যে দেখে তিনি খুশি হয়েছিলেন। আমার পালনকর্তা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তার কর্মকে আরও উঁচুতে উঠতে না দিই।

অতঃপর '*কিরামন কাতিবিন* এই ব্যক্তির আরো কিছু আমল দিয়ে সপ্তম আসমানে উঠে যায়, যার মধ্যে রয়েছে দান-খয়রাত, নামায, রোজা, আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা, *তাকওয়া (*পবিত্র ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয়) ইত্যাদি। এই কাজগুলি বজ্রপাত এবং বজ্রপাতের মতো জোরালো শব্দ দেয়। সপ্তম আকাশের ফেরেশতা বলেছেন: আমি 'খ্যাতি এবং প্রদর্শনের' ফেরেশতা। এই ব্যক্তি 'উলামা' (আলেম) এবং পদ ও মর্যাদার লোকদের সঙ্গ ও সমাবেশে চলাফেরা করে তার কর্মের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। আমার পালনকর্তা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, এই লোকটির কর্মকে আরও উঁচুতে যেতে দেবে না।

সুতরাং, যে কাজটি কেবল মহান আল্লাহর জন্য করা হয়নি তা হ'ল 'রিয়া' (প্রদর্শন, আড়ম্বরপূর্ণ বা অন্যকে মুগ্ধ করার জন্য করা কাজ) এবং তিনি এই জাতীয় কাজ গ্রহণ করেন না। অতঃপর ফেরেশতাগণ নামাজ, যাকাত রোজা, হজ্জ, *ওমরাহ,* সৌহার্দ্যপূর্ণ চরিত্র, নীরবতা, আল্লাহর স্মরণ ইত্যাদি সৎকর্ম নিয়ে উঠে দাঁড়ান। সপ্তম আকাশের ফেরেশতারা তাদের সাথে বিদায় জানাতে যান যতক্ষণ না তারা ঐশ্বরিক প্রাঙ্গণে পৌঁছেন, যেখানে সমস্ত পর্দা সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারা ঈশ্বরের সামনে সাক্ষ্য দেয় যে এই বান্দার কাজগুলি কেবল আল্লাহর জন্যই করা হয়েছে।

এ মুহূর্তে মহান আল্লাহ বলবেন, তোমরা ফেরেশতাগণ *ঐ* বান্দাদের কর্ম দেখাশোনা কর, কিন্তু আমি তাদের হৃদয়ের যত্ন নিই। আমি জানি যে, এই আমলের মাধ্যমে তিনি আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করতে চাননি, এবং তিনি কেবল আমার জন্য এগুলো করেননি। আমি জানি তার কর্মের মাধ্যমে তিনি আসলে কী চেয়েছিলেন। আমার '*লানা' (*আমার রহমত থেকে বঞ্চনা) তার উপর হোক যে সে আপনাকে এবং লোকদের সাথে প্রতারণা করেছে। তবে তিনি আমাকে প্রতারিত করতে পারতেন না, কারণ আমি খুব ভাল করেই জানি যে হৃদয়ের অন্তরের ফাঁকগুলি লুকিয়ে আছে। কেউ আমার কাছ থেকে গোপন থাকতে পারবে না এবং আমার কবল থেকে রেহাই পাবে না, সে যতই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন। অতীতে কী ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে আমি পুরোপুরি জানি। আমার জ্ঞান তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা মারা গেছে এবং যারা আসবে। আমি তাদের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ সমস্ত রহস্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। কেউ তার কৃতকর্ম দ্বারা আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না। আমার বান্দা হয়তো অজ্ঞকে ধোঁকা দিতে পারে, কিন্তু আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না, কেননা আমিই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞাত। তাই আমি তার *উপর আমার 'লানা'* (আমার রহমত থেকে বঞ্চনা) প্রেরণ করছি। সাতজন ফেরেশতা (সাত আসমানের দরজা পাহারাদার) এবং তিন হাজার ফেরেশতা তাঁর উপর তাদের 'লা'*না'* প্রেরণ করে। অতঃপর আসমানের অধিবাসীগণ বলে, তার উপর তাদের অভিশাপ (*লানা)* এবং যারা এ ধরনের প্রতারককে অভিশাপ দেয় তাদের অভিশাপ।

এসব বিবরণ শুনে মু'আয (রাঃ) কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে এই দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মুয়ায! পূর্ণ ঈমান ও দৃঢ়তার সাথে আপনার নবীর আনুগত্য কর। হযরত মু'আয (রাঃ) বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি মুয়ায ইবনে জাবাল। আমি কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মুয়ায! যদি আপনার কর্ম সঠিক না হয়, তবে অন্যের সম্পর্কে খারাপ কথা বলা এবং অন্যদের, বিশেষ করে আপনার ভাইদের এবং তাদের অপমান করা থেকে আপনার জিহ্বাকে রক্ষা করুন। *হুফাজ*যারা পুরো পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছেন। তোমরা তোমাদের ভাই-বোন ও অন্য লোকদের কাজে হস্তক্ষেপ করো না।

নিজের অশুভ আত্মাকে ছেড়ে দিন (*নাফস*), অন্যকে অসম্মান করা থেকে বিরত থাকুন। তোমরা তোমাদের মুসলিম ভাইদের সম্পর্কে অপমান করে নিজের প্রশংসা করো না। অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কথা কখনো ভাববেন না। খ্যাতি অর্জনের জন্য আড়ম্বরের আশ্রয় নেবেন না। দুনিয়ার কাজকর্মে এতটা ব্যস্ত থাকবেন না যে, পরকালের ব্যাপার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করবেন। যদি কেউ আপনার সাথে বসে থাকে, তবে তৃতীয় ব্যক্তির সাথে গোপনে কথা বলবেন না [বা ফিসফিস করবেন] না। তোমরা অন্যদের কাছে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো না, অন্যথায় তোমাদের কর্ম দুনিয়া ও আখেরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে। আপনার সমাবেশে নির্লজ্জতা (অশ্লীলতা) এবং অশ্লীলতার বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় আপনার দুর্ব্যবহারের কারণে লোকেরা আপনাকে এড়িয়ে যেত না। তোমার জিহ্বা দিয়ে অন্যের সম্মানে আঘাত করো না, নহেকের কুকুরগুলো তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا ٢

"আর যখন তারা হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে নেবে। (কুরআন, অধ্যায় 79, আয়াত 2)

অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই সমস্ত আদেশ কার্যকর করার ক্ষমতা কার আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ যাকে আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন তার জন্য আমল সহজ। অন্যের প্রতি যা আপনি নিজের জন্য অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করেন। [এইভাবে কাজ আপনাকে পরিত্রাণ দিতে পারে]। (হাফিজ ইরাকি করেছেন *গাজ্জালীর "ইহ্যা* উলুম আদ-দীন" *বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন" গ্রন্থে* উপস্থিত সকল হাদীসের *হাদীস* প্রমাণীকরণ এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীর উত্স রেফারেন্সকে "*কিতাব আজ-জুহদ লি ইবনে আল-মুবারক*" বা "ইবনে আল-মুবারকের মূল আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকার বই" এবং "*ইবনে আল-জাওজি ফি আল-মাউদু'আত*" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

খালিদ ইবনে মা'দান (রহঃ) বলেন, মু'আয পবিত্র কুরআন ততটুকু তেলাওয়াত করেননি, যতটা তিনি এই *হাদীস* (বা নবুর বর্ণ) তেলাওয়াত করেছেন। তিনি প্রায়ই তাঁর সমাবেশে এ *হাদীস* নিয়ে কথা বলতেন ।

এই হাদীসে *বর্ণিত সতর্কবাণী ও মহা বিপদের কথা ভেবে হৃদয় ভয় ও শ্বাসরুদ্ধে কেঁপে ওঠে এবং মন বিচলিত হয়।* অতএব, ঈশ্বরের আশ্রয় ও আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তাঁর দরজায় নিজেকে শূষণ করা প্রয়োজন, সমস্ত দিন এবং রাত কাঁদতে এবং সমস্ত নম্রতা এবং আত্মসমর্পণের সাথে। এ শাস্তি থেকে তোমাদের কোন রক্ষাকারী নেই আল্লাহর রহমত ব্যতীত। ঈশ্বরের করুণার দৃষ্টি ছাড়া আপনি এই সমুদ্র পার হতে পারবেন না। অবহেলার নিদ্রা থেকে উঠে দাঁড়ানো, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে হবে এবং এই ভয়াবহ উপত্যকায় আত্মার বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম শুরু করতে হবে, যাতে তোমরা পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পার এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসের দিকে যাওয়া লোকদের সাথে যেতে না পারে। সাহায্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈ নয়, আর তিনিই পরম দয়ালু।

এখন এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করা হবে যা জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনের পথ ব্যাখ্যা করে। গাজ্জালী তাঁর বই "*আইয়ুহাল ওয়ালাদ*" বা "আমার প্রিয় প্রিয় পুত্র" বইয়ে এই বর্ণনার উল্লেখ করেছেন যা গাজ্জালির 3-খণ্ডের স্বল্পদৈর্ঘ্য বই "*মাজমুয়া রাসা- ইল ইমাম গাজালি*" বা "ইমাম গাজলীর সংক্ষিপ্ত বইয়ের সংগ্রহ" এ নিম্নরূপ [[12]:

কথিত আছে যে, ছাত্র ও *মুরিদদের* মধ্যে (শিষ্যরা যারা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের নির্দেশনায় সমস্ত মন্দ আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা থেকে তাদের আত্মার শুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও জ্ঞান অর্জন করেন, যিনি পরিবর্তে প্রশিক্ষণ, নির্দেশনার মাধ্যমে আত্মার এই শুদ্ধি এবং ঈশ্বরের সামনে উচ্চ অবস্থান সম্পূর্ণরূপে অর্জন করেছেন। শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) এর আরেক আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্য) ছিলেন হাতিম ইসম (রহমত) নামে একজন ছাত্র ও শিষ্য, যিনি পরে শাইখ শাকীকের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনার মাধ্যমে একজন মহান আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে ওঠেন। একদিন শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) তাকে বললেন,

"হে হাতিম! কতদিন ধরে আমার সান্নিধ্যে (আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য) আছি এবং আমি যা বলছি (শিক্ষা দিচ্ছি) তা শুনছি?"

শাইখ হাতিম ইসম (রহঃ) বললেন, 'তেত্রিশ বছর!

শাইখ শাকীক বলখী জিজ্ঞাসা করলেন:

"সেই [দীর্ঘ] সময়ে, আপনি আমার কাছ থেকে কী উপকার পেয়েছেন?"

শাইখ হাতিম ইসম (রহঃ) উত্তর দিলেন:

"আমি তোমাদের কাছ থেকে আটটি উপকার পেয়েছি।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) উত্তর দিলেন:

"ইন্না *লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*"।

"আমরা আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে আমরা প্রত্যাবর্তন করব।

অতঃপর শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বললেন,

"হে হাতিম! আমি আমার সারা জীবন শিক্ষকতা ও প্রশিক্ষণে ব্যয় করেছি এবং আপনি আমার কাছ থেকে মাত্র আটটি সুবিধা পেয়েছেন?"

শাইখ হাতিম ইসম (রহঃ) উত্তর দিলেন:

"হে আমার গুরু! যদি তুমি [আমাকে] সত্য জিজ্ঞাসা কর, তবে বাস্তবতা হল যা আমি [এইসব] আপনাকে বলেছিলাম। আমার আর কোন [উপকার] দরকার নেই এবং জ্ঞানের এই উপকারগুলি যথেষ্ট কারণ আমি নিশ্চিত যে এই আটটি উপকারের মাধ্যমে আমি এই আটটি উপকারের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে পরিত্রাণ [এবং সফলতা] অর্জন করব।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

"ঠিক আছে! বলুন তো, সেই আটটি সুবিধা কী?

হাতিম বিন ইসম (রাঃ) এর বর্ণিত উপকারসমূহ

"হে আমার গুরু! **প্রথম সুবিধাটি** হ'ল আমি এই পৃথিবীর লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখেছি যে প্রত্যেকেরই একজন প্রিয়জন রয়েছে। কিন্তু এই দুনিয়ার প্রিয়গণ এমন যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ (অর্থাৎ প্রিয়জনগণ) তাদের সাথে থাকে যতক্ষণ না তাদের অসুস্থতা মৃত্যু বয়ে আনে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের সাথে থাকে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের কবরে পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের সাথে থাকে এবং দাফনের পরে সমস্ত প্রিয়তমা সেখান থেকে ফিরে আসে। তাদের প্রিয়জনদের কেউই তাদের সাথে তাদের কবরে যায় না তাদের সাথে সেখানে বসবাস করতে এবং তাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য [কবরের অন্ধকার, নির্জনতা, সংকীর্ণতা এবং ভয়াবহতায়]। আমি এই বিষয়ে চিন্তা করলাম এবং নিজেকে বলেছিলাম যে কেবল তিনিই একজন ভাল প্রিয়তমা যিনি তাদের সাথে কবরে যান এবং তার প্রেমিকের সাথে বসবাস করেন, যিনি সঙ্গ দেবেন, যিনি কবরকে আলোকিত করবেন, কে কিয়ামতের দিন এবং তার গন্তব্যে অংশীদার হবেন (দাফনের পরে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যে স্টেশনগুলি অতিক্রম করা হয়)। আমি দেখেছি যে, একমাত্র প্রিয় যার এই [ভাল] গুণাবলী রয়েছে তা হল আমার ভাল (ধার্মিক/ধার্মিক) কাজ। এর পরে (সংকল্প ও সচেতনতা) আমি আমার নেক আমলকে আমার প্রিয় বানিয়েছি যাতে তা আমার সাথে আমার কবরে চলে যায়, আমাকে তার সঙ্গ দেবে, আমার কবরে একটি আলোকিত মোমবাতি হয়ে উঠবে, আখেরাতের সকল পর্যায়ে আমার অংশীদার হবে এবং কখনও আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন,

"হে হাতিম! আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। এবার দ্বিতীয় উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **দ্বিতীয় উপকারিতা** হলো, আমি দুনিয়ার মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, প্রত্যেকেই নাফের সুখ-আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করছে (নিম্ন আত্মা যা একজনকে মন্দ কাজ করার নির্দেশ দেয়) এবং [সবাই] নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষার অধীন। তা দেখে আমি নিচের পবিত্র আয়াতটি (কুরআন থেকে) নিয়ে আলোচনা করলাম:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾
فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

"কিন্তু যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার উপস্থিতির ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং নিকৃষ্ট ও মন্দ আকাঙ্ক্ষা থেকে তার অন্তরকে সংযত রাখছে, সে জান্নাত হবে বিশ্রামের স্থান। (কুরআন, অধ্যায় 79, আয়াত 40-41)

আমি এই প্রত্যয়টি বিকাশ করেছি যে, জ্ঞানী কুরআন সঠিক এবং আল্লাহর কিতাব সত্য। অতঃপর আমি আমার নফসের বিরুদ্ধে একটি ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করি এবং এর বিরোধিতা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম। আমি এটিকে (অর্থাৎ আমার নিম্ন আত্মাকে) এমনভাবে গড়ে তুলেছিলাম যে, আমি এর কোন কামনা পূরণ করতে পারিনি যতক্ষণ না এটি মহান আল্লাহর ইবাদতে শান্তি [এবং তৃপ্তি] খুঁজে পেতে শুরু করে।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) উত্তর দিলেন:

"মহান আল্লাহ আপনার নেক কাজে তাঁর রহমত বর্ষণ করুন। এবার তৃতীয় উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **<u>তৃতীয় সুবিধা</u>** হলো, যখন আমি মানুষের দিকে তাকালাম, তখন দেখলাম যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে এই নশ্বর জগতের সম্পদ (অর্থ, সম্পদ, পণ্য) সঞ্চয় করতে ব্যস্ত এবং অত্যন্ত খুশি যে তার প্রচুর সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ রয়েছে। কিন্তু যখন আমি কুরআনের নিম্নোক্ত পবিত্র আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করলাম:

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ

"তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা শেষ হইবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যাহা চিরস্থায়ী। (কুরআন, 16 অধ্যায়, 96 আয়াত)

অতঃপর দুনিয়ায় আমি যা কিছু (বস্তুগত সম্পদ) সঞ্চয় করেছি, তা আমি ধার্মিক দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের মধ্যে বিতরণ করে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছি যাতে এটি (বস্তুগত সম্পদ যা আমি আল্লাহর পথে বিতরণ করেছি) আমার আস্থা হিসাবে মহান আল্লাহর কাছে জমা পাবে এবং প্রচুর কল্যাণ ও মুক্তির উৎস হয়ে উঠবে (অর্থাৎ, পরিত্রাণ) আখেরাতে।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন,

"হে হাতিম! আল্লাহ আপনাকে তাঁর প্রতিদান দান করুন (তাঁর পথে আপনি ব্যয় করার প্রতিদান)। আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন এবং খুব ভালো কাজ করেছেন। এবার চতুর্থ উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **<u>চতুর্থ সুবিধাটি</u>** হলো, আমি বিশ্বের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে মহিমা এবং সম্মান জাতি বা উপজাতি (গোষ্ঠী) এর যা বড় এবং শক্তিশালী, তাই তারা তাদের গোত্র (জাতি বা গোষ্ঠী) নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এমন যে, তারা মনে করে যে, ধন-সম্পদ, [বস্তুগত] সম্পদ, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে জাঁকজমক অর্জন করা হয়, তাই [কারকে] মানুষ তাদের সম্পদ ও সন্তান নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছে। কিছু লোক এমন যে তারা মনে করে যে তাদের মহিমা ও সম্মান ক্রোধ প্রদর্শন, মারধর, হত্যা, খুন ও লুটপাটের মধ্যে রয়েছে এবং তারা এতে তাদের গর্ব প্রকাশ করে। কিছু [মানুষ] এমন যে তারা মনে করে যে তাদের মহিমা অপচয় ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে, তাই তারা তাদের অপচয় ব্যয়কে সম্মানের উৎস হিসাবে বিবেচনা করে এবং এতে তাদের গর্ব প্রকাশ করে। কিন্তু আমি এই আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করেছি যেখানে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মহৎ ব্যক্তি হলেন, যে তাঁর প্রতি গভীরভাবে সচেতন এবং ভয় করে। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 13)

অতএব, এটি সঠিক এবং সত্য এবং সৃষ্টির চিন্তাভাবনা মিথ্যা এবং ভুল অনুমান। এ কারণেই আমি *তাকওয়া* (ধার্মিক শ্রদ্ধা, চেতনা, ভয় এবং আল্লাহর ভয়) গ্রহণ করেছি যাতে আমি মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ মর্যাদার ব্যক্তি হিসাবে গণনা করি।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন,

"হে হাতিম! আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট হোন। আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। এবার পঞ্চম উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **<u>পঞ্চম সুবিধাটি</u>** হ'ল আমি তাদের দিকে তাকালাম যারা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। দেখা গেল যে, তারা ঈর্ষা, ঈর্ষা ও শত্রুতার কারণে এই সব করছিল

এবং এর প্রধান কারণ হচ্ছে মহত্ত্ব, মহিমা, [বস্তুগত] সম্পদ, সম্পদ ও জ্ঞানের জন্য [আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিযোগিতা]। আমি পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াতটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলাম, যেখানে বলা হয়েছে:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ

"আমরাই তাদের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বণ্টন করি। (কুরআন, 43 অধ্যায়, 32 আয়াত)

তখন আমি ভেবেছিলাম যে, মহান আল্লাহ তাআলা (সৃষ্টির) প্রথম শুরু থেকেই ধন-সম্পদ ও মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই। অতএব, আমি কারো সাথে প্রতিযোগিতা করিনি বা ঈর্ষা করিনি এবং ঈশ্বরের [বিশ্বের সমস্ত মানুষের মধ্যে জাগতিক অনুগ্রহ] এবং [তাঁর নিযুক্ত নিয়তি] বিতরণে একমত ছিলাম এবং [ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির বিরুদ্ধে সমস্ত ঈর্ষা ও শত্রুতা ত্যাগ করে] সমগ্র বিশ্বের সাথে মিশে গিয়েছিলাম।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন,

"হে হাতিম! আপনি সত্য বলছেন এবং আপনি সঠিক কাজটি করছেন। এবার ষষ্ঠ উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **<u>ষষ্ঠ লাভ হল</u>** , যখন আমি জনগণের দিকে তাকাই, তখন দেখলাম যে প্রত্যেক মানুষ কোনও না কোনও কারণে অন্য কারও সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করছেন। এরপর আমি নিচের আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করলাম:

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ

" নিশ্চয় *শয়তান* তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে তোমাদের শত্রু হিসেবে গণ্য কর। (কুরআন, অধ্যায় 35, আয়াত 6)

এরপর আমি নিশ্চিত হলাম যে, আল্লাহর বাণীই সত্য, শয়তান (শয়তান) ব্যতীত অন্য কারো সাথে আমার শত্রুতা থাকবে না । তখন থেকে, আমি শয়তানকে আমার শত্রু হিসাবে বিবেচনা করেছি এবং তার কোনও আদেশ পালন করিনি। পরিবর্তে, আমি [ঈশ্বরের] আনুগত্য বিকাশ করেছি এবং মহান আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করেছি এবং কেবল তাঁর উপাসনা ও দাসত্ব গ্রহণ করেছি। সঠিক পথ হচ্ছে *সিরাতুল মুস্তাকিম* (আল্লাহর হেদায়েতের সরল পথ, যেখানে কোন কুটিলতা নেই) যেমন মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এই ওয়াদা পাইনি যে, হে আদম সন্তানগণ! কখনো শয়তানের আনুগত্য করো না । নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, অতএব আমারই এবাদত কর, কেননা এটাই সরল পথ। (কুরআন, অধ্যায় 36, আয়াত 60)

শাইখ শাকীক বলহী (রহঃ) বললেন, হে হাতীম! আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন এবং খুব ভালো কথা বলেছেন। এবার সপ্তম উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **সপ্তম লাভ হল** যে আমি জনগণের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে প্রত্যেক মানুষ নিজের জীবিকা নির্বাহ এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যস্ত এবং একটি নিরন্তর প্রচেষ্টায় ব্যস্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সে *হালাল* ও *হারাম* (হারাম) এর মধ্যে পার্থক্য করছে না, বরং সন্দেহজনক ও হারাম *(*হারাম) উপার্জনের মাধ্যমে অপমানিত হচ্ছে। এরপর আমি নিচের আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করলাম:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

"আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিক দান আল্লাহর দায়িত্ব নয়। (কুরআন, 11 অধ্যায়, 6 আয়াত)

অতঃপর আমি নিশ্চিত হলাম যে, প্রজ্ঞাময় কুরআন সত্য ও সঠিক এবং আমিও পৃথিবীতে বিদ্যমান জীবিত প্রাণীদের একজন। সুতরাং আমি আল্লাহর ইবাদতেই নিয়োজিত হয়ে পড়লাম এবং নিশ্চিত হয়ে উঠলাম যে, তিনি আমার জন্য রিযিক আনবেন, কারণ তিনি আমাকে রিযিক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন,

"আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন এবং খুব ভাল জিনিস বলেছেন। এবার অষ্টম উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **অষ্টম সুবিধাটি** হ'ল যখন আমি লোকদের দিকে তাকালাম, আমি দেখতে পেলাম যে প্রতিটি ব্যক্তির [বা বিশ্বাস] কোনও না কোনও বা কিছুর উপর নির্ভর করে। কেউ কেউ তাদের [বস্তুগত] সম্পদের উপর নির্ভর করে [বা নির্ভর করে], কেউ কেউ অন্য লোকেদের উপর নির্ভর করে [বা নির্ভর করে]। অতএব, আমি এই পবিত্র আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করলাম যেখানে ঈশ্বর, ধন্য ও মহান ঈশ্বর বলেছেন:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য একমাত্র তিনিই যথেষ্ট। (কুরআন, অধ্যায় 65, আয়াত 3)

ওয়া *হুওয়া হুসবি ওয়া নাঈমাল ওয়াকিল।*

"আর তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

অতএব, আমি প্রতিটি বিষয়ে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) যখন এই [আট] উপকারিতা শুনে বললেন:

"হে হাতিম! আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর *তৌফিক* দান করুন । আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। আমি *তাওরাত* (তাওরাত), *ইঞ্জিল* (নবী ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসমাচার), *জাবুর (*গীতসংহিতা) এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে প্রশংসনীয় পার্থক্য (অর্থাৎ পবিত্র কুরআন) এ দেখেছি যে, এই সমস্ত কিতাব [আল্লাহর] এই আটটি উপকারের কথা উল্লেখ করেছে, অর্থাৎ চারটি কিতাব তাদের শিক্ষায় এই আটটি উপকারিতা [আমাদের] বর্ণনা করেছে। যে ব্যক্তি এই [আটটি নীতি] পালন করে, সে এমন যেন সে চারটি [পবিত্র] কিতাবের উপর কাজ করেছে।

জীবনের উদ্দেশ্য এবং চিরন্তন সুখ অর্জনের পথে চলার উপকারিতা

এই মুহূর্তে, এটি স্পষ্ট যে জীবনের আসল উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বরের জ্ঞান (" *মারিফা"*) অর্জন করা যা ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। এখন প্রশ্ন উঠছে, "এই লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করা এবং অনন্ত সুখের দিকে পরিচালিত পথে চলার উপকারিতা কী? আবার, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য গাজালির রচনা থেকে সহায়তা চাওয়া হবে। গাজ্জালী তাঁর শেষ গ্রন্থ '*মিনহাজ আল-আবিদিন ইলা জান্নাতু রব আল-আলামমীন* বা 'আল্লাহর

উপাসকদের জন্য সর্বোত্তম পথ যা তাদের সমস্ত মহাবিশ্ব ও অস্তিত্বের প্রভুর জান্নাতে নিয়ে যায়' বা সংক্ষিপ্ত শিরোনাম "ঈশ্বরের উপাসকদের জন্য সর্বোত্তম পথ"। তিনি লিখেছেন [13]:

আপনার জানা উচিত যে, এই পথটি (জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং অনন্ত সুখের উপলব্ধি ও প্রাপ্তির) প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যে, শক্তি বা দুর্বলতা নিয়ে হেঁটে চলা বিশ্বের পথের মতো নয়। এটি একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা যা হৃদয় (আত্মা) দিয়ে পরিচালিত হয়। এটি প্রজ্ঞা এবং ধ্যান, বিশ্বাস এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এর ভিত্তি স্বর্গীয় আলো এবং ঐশ্বরিক চেহারা। যদি তারা কারো উপর পড়ে তবে দুই জগতের রহস্য তার কাছে স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়।

অনেক সময় একশো বছর খোঁজার পরও আলো পাওয়া যায় না, কারণ এর অনুসন্ধানের সময় অনেক ভুল ও ত্রুটি ঘটে। কখনো এই আলো অর্জিত হয় পঞ্চাশ বছরে, কখনো দশ বছরে। কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি আলোর মালিক ঈশ্বরের সাহায্যে কেবল এক ঘন্টার পরিবর্তে এক দিনে এটি পায়। এত কিছুর পরও আল্লাহর বান্দাকে এই পথে সংগ্রাম করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাকে এই আদেশ মেনে চলতে হবে। চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করে ভাগ্য ও ভাগ্যের ওপর। আপনার অন্তরে অবশ্যই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, তিনি যা ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে ইচ্ছা করেন তাই করেন।

আপনি হয়তো বলতে পারেন যে, এটা খুবই কঠিন ব্যাপার এবং ঈশ্বরের বান্দার অনেক কিছুর প্রয়োজন। এই পরিশ্রম এবং কঠোর পরিশ্রমের উদ্দেশ্য কী হবে? আমি একমত যে এটি পুরোপুরি সত্য যে পথটিতে ভয়াবহ ঝুঁকি রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"নিশ্চয়ই আমি আস্থা অর্পণ করেছিলাম নভোমন্ডল, যমীন ও পর্বতমালার উপর, অতঃপর তারা তা বহন করতে সংকোচ করল এবং ভয় পেয়ে গেল এবং মানুষ তা গ্রহণ করল। নিশ্চয়ই সে একজন অত্যাচারী ও মূর্খ প্রমাণিত হয়েছে। (কুরআন, 33 অধ্যায়, আয়াত 72)

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি *হাদীসে* বলেছেন :

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً

"আমি যা জানি তা যদি তুমি জানতে পারো, তবে তুমি অনেক কাঁদবে এবং সামান্য হাসবে।

হযরত আবু বকর আস সিদ্দিক (রাঃ) বলতেন,

"আমি পছন্দ করি যে আমার ঘাসের ফলক হওয়া উচিত ছিল যা কোনও প্রাণী খেতে পারত।

[পার্থিব কাজে অন্যায়ের জন্য] শাস্তির ভয়ের কারণেই তিনি এ কথা বলেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি কাউকে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছেন:

هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـٔٗا مَّذۡكُورًا ١

"মানুষের কাছে এমন এক সময় এসেছে যে, সে উল্লেখ করার মতো কিছুই ছিল না। (কুরআন, অধ্যায় 76, আয়াত 1)

এ কথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) বললেন,

"যদি এই অবস্থায় জীবন সম্পূর্ণ হতো!

(আল্লাহর ভয়ে তিনি এ কথা বলেছেন)। আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রহঃ) বলতেন,

"আমি পছন্দ করি যে আমি আমার বাড়িতে ভেড়া হতাম; আমার মাংস বিতরণ করা হত এবং আমার স্যুপ খাওয়া হত এবং আমি আদৌ জন্মগ্রহণ করিনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

"আমি তাদের প্রতি ঈর্ষা করি যারা জন্মগ্রহণ করেনি।

আপনি ভাবছেন যে এটি একটি খুব কঠিন কাজ। প্রকৃতপক্ষে, এটি আপনি কল্পনা করতে পারেন তার চেয়েও বেশি কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। যাই হোক না কেন, এই কাজটি সৃষ্টির একেবারে শুরুতে ঈশ্বরের জ্ঞানে নির্ধারিত হয়েছিল এবং সেই মহান জ্ঞানী যিনি এই প্রোগ্রাম এবং পদ্ধতি জারি করেছেন।

সুতরাং আল্লাহর বান্দার কাছে আল্লাহর সেবা ও উপাসনায় কঠোর পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। তার উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তাঁর উপস্থিতিতে সর্বদা আজ্ঞাবহ ও নম্র হওয়া, যাতে তিনি তার প্রতি দয়া করেন এবং তাকে ব্যর্থতা ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন।

আমি এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি যে, যখন কোন বান্দা আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও সেবায় অগ্রসর হন এবং তাঁর সারা জীবন এই পথে চলতে থাকেন, তখন মহান আল্লাহ তাআলা তাকে প্রায় চল্লিশ ধরনের অনুগ্রহ [এবং বরকত] দান করেন। দুনিয়ায় কুড়ি জন, পরকালে কুড়ি জন। এগুলি [ঈশ্বরের জ্ঞানের পথে চলার জন্য ঐশ্বরিক অনুগ্রহ] নিম্নরূপ:

প্রথমত: মহান আল্লাহ নিজেই মানুষের প্রশংসা করেন। আপনি সহজেই সেই ব্যক্তির ধার্মিকতা কল্পনা করতে পারেন, যিনি ঈশ্বরের প্রশংসার বিষয়।

দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁকে মহিমান্বিত করেন। এখন ভেবে দেখুন, ঈশ্বরের প্রশংসা ও মহিমান্বিত হওয়ার লক্ষ্য হওয়া কত বড় সম্মান ও লাভের উৎস!

তৃতীয়ত: মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালবাসেন। একজন মানুষের জন্য ঈশ্বরের প্রিয় হওয়া কতই না এক মহান আশীর্বাদ ও সম্মান!

চতুর্থত: মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সমস্যা ও অসুবিধা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পঞ্চমত: মহান আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করেন যে, কোন কাজ ছাড়াই তাঁর রিযিক তাঁর কাছে পৌঁছায়, তাঁর পক্ষ থেকে দুশ্চিন্তা অনুসন্ধান করে।

ষষ্ঠত: মহান আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রতিপক্ষ ও শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্যকারী ও রক্ষক হয়ে ওঠেন।

সপ্তম: মহান ঈশ্বর মানুষের হৃদয়কে সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট রাখেন (এটিই একজনকে সত্যিকারের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও প্রশান্তি এবং হৃদয়ের তৃপ্তি ও সুখ দেয়)।

অষ্টমত: আল্লাহ তাআলা তাকে এমন সম্মান ও মর্যাদা দান করেন যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের সেবা করার অপমান থেকে তিনি রক্ষা পান। তাছাড়া, বিশ্বের শাসক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তাঁর সেবা করতে পছন্দ করেন না।

নবম: আল্লাহ তাকে মহৎ ও সাহসী করে তোলেন। তিনি জগতের বা এর লোকদের নোংরা ও দূষণে কলুষিত হন না, বা তাদের আচরণ এবং নেতিবাচক ও অকেজো কার্যকলাপের প্রতি মনোযোগ দেন না, ঠিক যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিরা শিশু, পুরুষ ও মহিলাদের নির্বোধ কাজকে উপেক্ষা করে।

দশম: সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তাকে অন্তরের তৃপ্তি দান করেন। তিনি খুব উচ্চ স্তরের আত্মসম্মান [এবং এর সাথে আসা মর্যাদা] নিয়ে পৃথিবীতে রয়েছেন। তার মহানুভবতা কোনও দুর্ঘটনা বা কোনও কিছুর বঞ্চনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

একাদশ: মহান আল্লাহ তাআলা তাকে হৃদয়ের আলো দান করেন, যার মাধ্যমে তিনি বিষয়ের গোপন (এবং তাদের পিছনে অভ্যন্তরীণ জ্ঞান) প্রবেশাধিকার পান যা অন্যরা তাদের প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রমের পরেও প্রবেশাধিকার পায় না।

দ্বাদশ : আল্লাহ তাআলা তাকে দূরদর্শিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দান করেন। তিনি সময়ের উত্থান-পতন দ্বারা মোটেও বিরক্ত হন না, বা জনগণের দুর্ব্যবহার এবং দুর্ব্যবহারে বা তাদের মন্দ পরিকল্পনার প্রতি তিনি বিরক্ত হন না [কারণ তিনি বাহ্যিকভাবে এবং ভিতরে উভয় দিকেই ঐশ্বরিকভাবে সুরক্ষিত]।

ত্রয়োদশ: মহান আল্লাহ অন্যদের হৃদয়ে তাঁর ভয় ও ভয় প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত ভাল এবং খারাপ মানুষ তাকে সম্মান করে এবং সময়ের স্বৈরশাসকরা তাকে ভয় পায়।

চতুর্দশ: আল্লাহ মানুষের হৃদয়ে তাঁর ভালবাসা সৃষ্টি করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا

"পরম করুণাময় তাদের প্রতি ভালবাসা স্থাপন করবেন। (কুরআন, অধ্যায় 19, আয়াত 96)

পঞ্চদশ : তার সমস্ত সম্পত্তিতে বরকত সৃষ্টি হয়, যেমন তার কথা, তার কাজ, তার পোশাক এবং তার ঘর। লোকেরা খুব পবিত্র জিনিস হিসাবে বিবেচনা করে যে মাটিতে তিনি হাঁটেন বা যেখানে তিনি একদিন বা তার বেশি সময় থাকেন।

ষোড়শ: পৃথিবীর সমগ্র স্থল, সমুদ্র ও সমুদ্র তাঁর আজ্ঞাবহ ও অধীন হয়ে ওঠে। তিনি যদি পানির উপর বা মহাকাশে হাঁটতে চান তবে তিনি তা করতে পারেন। মাত্র এক ঘণ্টায় পুরো পৃথিবী পরিক্রমণ করার ক্ষমতা তিনি রাখেন।

সপ্তদশ: সমস্ত জীবিত প্রাণী, পশু, পাখি ইত্যাদি তার বাধ্য ও অধীন হয়ে যায়, এমনকি যদি তারা বিপজ্জনক বন্য পশু বা পোকামাকড় এবং হামাগুড়ি দেয় এমন প্রাণী হয়। বন্য প্রাণীরা তাকে ভালবাসে এবং বিপজ্জনক জন্তুরা তাকে চাটতে পারে।

অষ্টাদশ: তিনি বিশ্বের সম্পদের মালিক হন। তিনি যেখানেই হাত রাখেন সেখানে তিনি গুপ্তধনের সন্ধান পান এবং যেখানেই পা রাখেন সেখান থেকে জল ঝরতে থাকে। সে যেখানেই ফিরে যাবে, সে রিযিক পাবে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে।

ঊনবিংশ : আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর দরবারে এমন স্থান দিয়েছেন যে, লোকেরা তাকে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য মধ্যস্থতাকারী (বা মধ্যস্থতাকারী) হিসাবে গ্রহণ করে।

বিংশ: *ঐশ্বরিক* দরবারে তার প্রার্থনা গ্রহণ করা হয় এবং তিনি যা প্রার্থনা করেন তা পান। যদি সে কারো জন্য সুপারিশ করে, তবে তার সুপারিশ কবুল করা হয়। অনুরূপভাবে, যদি সে শপথ করে, তবে মহান আল্লাহ তার শপথকে সমর্থন করেন। এমনকি তার ইশারায় পাহাড়ও তার গোড়া থেকে সরে যায়। যখনই তার অন্তরে কোন ইচ্ছা জাগ্রত হয়, আল্লাহ তার কাছ থেকে তা না চাইয়েই তা পূরণ করেন।

এই [উপরের] বিশটি বরকত পার্থিব বরকত, সম্মান এবং অনুগ্রহের উদাহরণ [ঈশ্বরের গনোসিস ("মা'*রিফা*") এর পথে চলার জন্য]। নীচে উল্লিখিত বাকি বিশটি নেয়ামত আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত:

একবিংশ: মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে যা থেকে নবীগণ আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন, তাদের জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। কিছু লোকের জন্য, মৃত্যুর স্বাদ এতটাই স্বাগত যে একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য জলের ড্রাফট স্বাগত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ . (سورة النحل : ٣٢)

"ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ বের করে নেয়, যখন তারা পবিত্রতা ও ধর্মপরায়ণ অবস্থায় থাকে। (কুরআন, অধ্যায় 16, আয়াত 32)

বাইশ: *ঐশ্বরিক* জ্ঞান (জ্ঞান বা "মা'*রিফা*") এবং ঈমান ("ঈমান") তাদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকা। এগুলো হলো সেই আশীর্বাদ, যার প্রাপ্তির জন্য নানা প্রকার কষ্ট, দুঃখ-কষ্ট, দুঃখ সহ্য করা হয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (سورة ابراهيم : ٢٧)

"আল্লাহ মুমিনদেরকে দৃঢ়তার মাধ্যমে দৃঢ় করেন দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে। (কুরআন, অধ্যায় 14, আয়াত 27)

তেইশতম : মৃত্যুর সময় তাকে সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করা হয় এবং তাকে শান্তি ও সন্তুষ্টির সাথে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেওয়া হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . (سورة الصافات : ٣٠)

"তোমরা ভয় করো না এবং দুঃখ করো না, বরং জান্নাতের সুসংবাদ শুনুন, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। (কুরআন, অধ্যায় 41, আয়াত 30)।

এখন তার আখেরাতের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে কোন ভয় থাকবে না, দুনিয়ার বরকত ও আরাম-বিলাস রেখে যাওয়ার কোনো দুঃখ থাকবে না।

চতুর্থতম : তিনি জান্নাতে অনন্ত জীবনের সুখ লাভ করবেন।

পঁচিশ: মৃত্যুর সময় তার আত্মা আলোকিত হবে এবং ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে তাকে সম্মানিত ও সম্মানিত করা হবে। তার আপাত অবস্থা সম্পর্কে, তার মরদেহ যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে পরিচালনা করা হবে এবং তার শেষকৃত্যে শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত লোকদের কাঁধে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। বিপুল সংখ্যক মুসলমান তার জানাজার নামাজে অংশ নেবেন নিহতদের পাশাপাশি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। লোকেরা তার শেষকৃত্যের জন্য তাদের কাঁধ সমান করার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে।

ছাব্বিশতম : তাঁর কবর প্রশস্ত ও আলোকিত করা হয় [আল্লাহ দ্বারা]। তিনি জান্নাতের একটি জান্নাতে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবস্থান করবেন।

সাতাশতম : কবরে (ফেরেশতাগণের) জিজ্ঞাসাবাদের বিচার থেকে সে নিরাপদ থাকবে। তার কাছে (তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রত্যাশিত হবে।

আটাশতম : তার আত্মা ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতার অবস্থায় থাকবে। এটি স্বর্গের একটি সবুজ পাখিতে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার ধার্মিক ভাইদের সাথে থাকে।

ঊনত্রিশ: কিয়ামতের দিন তাকে মহা সম্মানের সাথে এবং মুকুট ও সিংহাসনে পুনরুত্থিত করা হবে। তিনি "*বুরাক*" (জান্নাতে প্রবেশের জন্য একটি স্বর্গীয় যাত্রা) চড়ে চড়বেন।

ত্রিশ: তার মুখমণ্ডল আলোকিত ও উজ্জ্বল হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ. (سورة عبس:٣٨-٣٩)

"সেদিন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে এবং হাসিখুশি হবে এবং সুসংবাদ পেয়ে আনন্দিত হবে। (কুরআন, অধ্যায় 80, আয়াত 38-39)

একত্রিশ: তাকে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করা হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سورة : ٤٠)

"যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সে কি উত্তম নাকি কেয়ামতের দিন যে নিরাপদে আসবে?

বিত্রিশ : কিয়ামতের দিন তাদের ডান হাতে আমলের রেজিস্টার হস্তান্তর করা হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন থাকবে যারা হিসাব থেকে অব্যাহতি পাবে এবং তাদের আমলের নথির প্রয়োজন হবে না।

তেত্রিশতম : এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের হিসাব তাদের জন্য সহজ করা হবে এবং এমন কেউ কেউ থাকবে যাদেরকে কোন হিসাব দেওয়া হবে না।

চতুর্ত্রিশ: আমলের ওজন করার সময় নেক আমলের দাঁড়িপাল্লা মন্দ আমলের চেয়ে ভারী হবে।

পঁয়ত্রিশ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওথারের *পুকুর থেকে তাকে* বিশুদ্ধ পানি পান করার পর দেওয়া হবে, যা তিনি আর কখনও তৃষ্ণা বোধ করবেন না।

ছত্রিশ: সে নিরাপদে *সিরাত* সেতু পার হবে এবং জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে।

সাতত্রিশ: আল্লাহর নবীগণের মতো কিয়াতমতের সমান্তরে অন্যদের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা তিনিও পাবেন।

আটত্রিশ: তিনি জান্নাতের অনন্ত রাজ্য এবং অনন্ত আশীর্বাদে প্রবেশ করবেন।

উনত্রিশ: তিনি ঈশ্বরের সন্তুষ্টি এবং প্রশংসা উপভোগ করার সম্মানে অনুগ্রহ পাবেন এবং তিনি ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা এবং অনুমোদন পাবেন।

চল্লিশতম : অনন্তকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টির উপাসনার বস্তু মহান ঈশ্বরকে দেখার সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ তিনি পাবেন, যার কোনও শারীরিক আকৃতি বা রূপ নেই।

আমি আমার দুর্বল বোঝাপড়া অনুসারে এই সংখ্যাটি [চল্লিশের পরিমাণে আশীর্বাদ] তালিকাভুক্ত করেছি এবং প্রত্যেকটির খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি কারণ এর জন্য আরও বেশি জায়গা প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমি অনন্ত রাজ্যকে এক আশীর্বাদ হিসেবে বর্ণনা করেছি। আমি যদি এই একটি আশীর্বাদকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতাম, তবে এটি কেবল চল্লিশ বরকত ছাড়িয়ে যেত। আবার এগুলোর প্রত্যেকের বিবরণ এতটাই বৈচিত্র্যময় ও বিস্তৃত যে, আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী ব্যতীত আর কেউ তা জানেন না। পবিত্র কুরআন ঘোষণা

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"কেউ জানে না যে তাদের জন্য আনন্দের জন্য যা গোপন করা হয়, তারা যা করত তার প্রতিদানস্বরূপ। (কুরআন, 32 অধ্যায়, 17 আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক *হাদিসে* বলেছেন , 'জান্নাত এমন বরকতসমূহে সুসজ্জিত ও সুসজ্জিত করা হয়েছে, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কান তাদের সম্পর্কে কোন ধারণাও পায়নি, এমনকি কারো হৃদয়ে তাদের সম্পর্কে ধারণাও আসেনি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا ١٠٩

"যদি সমুদ্র আমার পালনকর্তার বাণী রচনার জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার পালনকর্তার বাণী শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমরা এর অনুরূপ পরিপূরক হিসেবে নিয়ে এসেছি। (কুরআন, 18 অধ্যায়, 109 আয়াত)

পবিত্র কুরআনের তাফসীগণ বলেছেন, এ আয়াতে উল্লিখিত কথাগুলো হলো মহান আল্লাহ তায়ালা জান্নাতবাসীদের আনন্দ ও সুখের জন্য তাদের সাথে কথা বলবেন। জান্নাতের অবস্থা যখন এমন হয়, তখন তার নেয়ামতের এক লাখের এক ভাগও জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

এই মহান আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন যাদের সাহস আছে তারা যেন তার জন্য সংগ্রাম করে এবং যাদের জ্ঞান ও উপার্জনের অধিকারী তারা তাদের জন্য কাজ করুক। আপনার জানা উচিত যে একজন চাকরের চারটি গুণাবলীর প্রয়োজন:

1. জ্ঞান,
2. কর্ম এবং প্রচেষ্টা [অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী],
3. আন্তরিকতা [নিজের অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী প্রচেষ্টায়], এবং
4. [ঈশ্বরের প্রতি ভয় যে বিভিন্ন ত্রুটির কারণে ঈশ্বরের চোখে কর্ম কম হয়ে যেতে পারে এবং এইভাবে ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতার যোগ্য নাও হতে পারে]।

ঈশ্বরের একজন বান্দার জন্য প্রথমত, কর্মের গতিপথ নির্ধারণ করা দরকার [নিজের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, যেমনটি পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা ফলস্বরূপ অনন্ত সুখ এবং অনন্ত বিজয়ের দিকে পরিচালিত করে] এবং এটি কেবল জ্ঞানের সাহায্যে সম্ভব। জ্ঞান ছাড়া

কর্মপথের সন্ধান করা অন্ধকারে হাঁটখোঁড়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। অতএব, তার উচিত জ্ঞানের দাবি অনুযায়ী কাজ করা, কিন্তু কর্ম [এবং প্রচেষ্টা] ছাড়া সে কোন অগ্রগতি পায় না। সে যে কাজই করুক না কেন, তা একচেটিয়াভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য (কোন বস্তুবাদী বা গোপন উদ্দেশ্য ছাড়াই) হওয়া উচিত। আন্তরিকতা ছাড়া কাজ তার কোন উপকার করবে না, বরং তার ক্ষতি করতে পারে [পরিবর্তে]। এরপর, তাকে সর্বদা তার কর্মের গ্রহণযোগ্যতা বা অন্যথা সম্পর্কে ভয় থাকা উচিত। [আল্লাহর, অর্থাৎ "তাকওয়া"] ভয়ের মাত্রা ছাড়াই, তিনি প্রতারণার শিকার হবেন [ঈশ্বরের সামনে নম্রতার বিপরীতে আত্ম-ধার্মিকতার কারণে]।

তৃতীয় অংশ: মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে পৌঁছানো এবং অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত বিজয় অর্জনের জন্য জ্ঞানের উৎস

এই গ্রন্থে কিছু বিস্তারিতভাবে জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং তা অর্জনের পথ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। এই বিষয়বস্তুটি অপরিসীম এবং তীব্র যে পূর্ববর্তী শতাব্দী জুড়ে সার্বজনীন সত্যের মহান জ্ঞানী বা জ্ঞানবাদীরা এটি ব্যাখ্যা করার জন্য এবং মানবতার পথ আলোকিত করার জন্য ভলিউমগুলি লিখেছেন। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি মানবজাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই জ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ইমাম মুহাম্মাদ আল-গাজ্জালী (রহঃ) এর আধ্যাত্মিকতা এবং লেখার আলোকে এর বিশালতার এক ঝলক দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই বিষয়ে অপরিসীম প্রাসঙ্গিকতা এবং সকলের জন্য উপকারের জন্য কিছু মহান রচনার তালিকা করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যা থেকে সমস্ত সত্যের সন্ধানকারীরা উপকৃত হতে পারেন। এই মুহূর্তে, এটি জিজ্ঞাসা করা ন্যায্য, "জীবনের উদ্দেশ্য এবং অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য অর্জনের উপায়গুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান কোথা থেকে পাওয়া যায় যাতে পথটি পরিষ্কার, আলোকিত এবং প্রশস্ত হয়ে যায় যে এটি অনুসরণ করতে চায় এবং এই জ্ঞানের উপর কাজ করার পরে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের জীবনের উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারে এবং এইভাবে অনন্ত আনন্দ এবং অফুরন্ত সাফল্যের অবস্থায় নিমজ্জিত হতে পারে?" ভাগ্যক্রমে, এই মহান জ্ঞান, যদিও সাধারণভাবে পরিচিত নয়, যে কেউ এটি থেকে উপকৃত হতে চায় তার জন্য উপলব্ধ। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের পথ এবং ফলস্বরূপ অনন্ত সুখ এবং অবিরাম বিজয়ের জ্ঞান নিম্নলিখিত আশ্চর্যজনক কাজগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে যা সত্যের সমস্ত আন্তরিক অন্বেষকদের জন্য পথ আলোকিত করে:

1. কুরআনের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে, একটি ভাল ব্যাখ্যার সহায়তায়, কুরআনের দশটি উদ্দেশ্যের আলোকে, যা গাজ্জালী তাঁর গ্রন্থ "*জাওয়াহির আল- কুরআন*" বা "কুরআনের রত্ন" এ ব্যাখ্যা করেছেন। এই দশটি উদ্দেশ্য অধ্যয়ন করুন, সেগুলো বুঝুন ও অন্তর্নিহিত করুন, এই দশটি উদ্দেশ্য মাথায় রেখে কুরআন অধ্যয়ন করুন এবং উপরন্তু, এই দশটি নীতি ও উদ্দেশ্যের আলোকে নিম্নলিখিত বইগুলি অধ্যয়ন করুন।
2. গাজ্জালীর বই "*মিনহাজ আল- আবেদীন ইলা জান্নাতু রাব আল- আলামীন*" বা "ঈশ্বরের উপাসকদের জন্য সর্বোত্তম পথ যা তাদের সমস্ত মহাবিশ্ব ও অস্তিত্বের প্রভুর জান্নাতে নিয়ে যায়" বা সংক্ষিপ্ত শিরোনাম "মুসল্লিদের জন্য সর্বোত্তম পথ"। এই বইটি জীবনের

উদ্দেশ্য এবং কীভাবে অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য অর্জন করা যায় তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে। এই উল্লেখযোগ্য বইটির অনেক নির্বাচন এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

3. গাজ্জালীর "কিমিয়া-ই-সাদাত" *(বা* "কিমিয়া আস-সাদা") *বইটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা,* যা তিনি ফার্সি ভাষায় লিখেছিলেন বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট অফ চেঞ্জ" যা একজন মানুষের চিরন্তন সুখ এবং অমরত্ব এবং সত্যিকারের সাফল্যকে ব্যাখ্যা করে। এই বইয়ের অবশিষ্ট অংশটি সংক্ষেপে এই পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় চল্লিশটি ধাপ শিখতে পড়া যেতে পারে। এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকাটি এই গ্রন্থের প্রথম অংশে বিশিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
4. গাজ্জালীর চার খণ্ডের জ্ঞানের সংকলনটি "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন" নামেও পরিচিত, যা "ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ" নামেও পরিচিত। চল্লিশটি ছোট বইয়ে বিভক্ত এই বিশাল বইটি - প্রতিটি ঈশ্বরের জ্ঞান বা "মারিফা" এর আধ্যাত্মিক পথের একটি পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং চিরন্তন আনন্দ অর্জনের পথের একটি বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে।
5. সর্বশেষে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বাধিক বিক্রিত কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি, যিনি "রুমি" নামে পরিচিত, সমগ্র মানব ইতিহাসে ঈশ্বরের জ্ঞানের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেছিলেন, যার নাম ছিল "*মথনবী-ই-মা'নবী*" বা "গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা"। দয়া করে একটি ভাল অনুবাদ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সহ এটি অধ্যয়ন করুন। এই চমৎকার গ্রন্থটি কুরআনের গভীর অভ্যন্তরীণ জ্ঞান প্রকাশ করে এবং এর সাহায্যে একজন ব্যক্তি তার জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে।

প্রস্তাবিত বইগুলির তালিকা বিশাল হতে পারে, কারণ চিরন্তন সুখের মাস্টারদের দ্বারা রেখে যাওয়া জ্ঞানের কালজয়ী ভাণ্ডার - জ্ঞানবাদী বা সার্বজনীন সত্য এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের জ্ঞানী - বিশাল। যাইহোক, এক মিলিয়ন মাইলের যাত্রা কোথাও না কোথাও শুরু করতে হবে এবং এই সংক্ষিপ্ত তালিকাটি চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের অন্বেষণের জন্য এই মহান যাত্রার সূচনা এবং চূড়ান্ত বিন্দু উভয়ই হবে। চিরন্তন সত্যের এই অগাধ এবং বিশাল সমুদ্রের ঝড়ো জলের মধ্য দিয়ে নেভিগেট করার জন্য, সত্যিকারের আত্ম-উপলব্ধি এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে আপনার যাত্রায় এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অনন্ত বিজয়ের দিকে আপনার যাত্রায় আপনি ঐশ্বরিক সুরক্ষিত এবং পরিচালিত হন।

আরও অধ্যয়নের জন্য সুপারিশ করা বই

তাফসীর আল-তুস্তারি (পবিত্র কুরআনের মহান ভাষ্য) সাহল ইবনে আবদুল্লাহ আল-তুস্তারি (লেখক), ইউসুফ মেরি (সম্পাদক), আনাবেল কিলার (অনুবাদক), আলী কিলার (অনুবাদক)
প্রকাশক: ফন্স ভিটে (এপ্রিল 13, 2011)
আইএসবিএন -10: 1891785192; আইএসবিএন -13: 978-1891785191
কুরআনের নির্বাচিত আয়াতগুলির এই ব্যাখ্যাটি ঐশ্বরিক ওহীর গভীর অর্থে প্রবেশ করে এবং গভীরে নিহিত রত্নগুলি বের করে আনে।

কুরআনের বাণী: মুহাম্মাদ আসাদ (সম্পাদক, অনুবাদক) এর সমান্তরাল প্রতিবর্ণীকরণ সহ অবতীর্ণ আরবি পাঠ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ
প্রকাশক: দ্য বুক ফাউন্ডেশন; সংশোধিত সংস্করণ (ডিসেম্বর 1, 2008)
আইএসবিএন -10: 1904510353; আইএসবিএন -13: 978-1904510352
এটি কুরআনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যা।

ইমাম গাজ্জালী রচিত বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জান্নাতে ইবাদত বান্দাদের পথ (মিনহাজ আল-আবিদিন)
প্রকাশক: আল-বাজ পাবলিশিং ইউএসএ (2011)
আইএসবিএন -10: 1882216261; আইএসবিএন -13: 978-1882216260
ইমাম গাজ্জালীর শেষ বইটি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা এবং আলোকসজ্জার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পথের রূপরেখা দেয়।

আল-গাজ্জালি আলকেমি অফ হ্যাপিনেস 2 খণ্ড ইমাম মুহাম্মদ আল-গাজ্জালি (লেখক), জে আর ক্রুক (অনুবাদক), লালেহ বখতিয়ার (ভূমিকা)
প্রকাশক: Kazi Publications, Inc. (জানুয়ারী 1, 2007)
আইএসবিএন -10: 1567446744; আইএসবিএন -13: 978-1567446746
ইমাম গাজ্জালীর মাস্টারপিস '*কিমিয়া-ই-সা'আদাত* অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত সাফল্যের রূপান্তরকারী এজেন্টের রূপরেখা তুলে ধরে।

ধর্ম বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন (ইহইয়া উলুম আদ-দীন) 4 খণ্ড ইমাম মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী (লেখক), মুহাম্মাদ মাহদী আল-শরীফ (অনুবাদক)
প্রকাশক: দার আল-কতোব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন (2011)
এসকেইউ 1010021; আইএসবিএন: 9782745159458
http://jamalon.com/en/1010021.html
ইমাম গাজালির 4-খণ্ডের জ্ঞানের সংকলনটি আধ্যাত্মিক পথের প্রতিটি দিককে বিচ্ছিন্ন করে যা একজনের জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করে এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমির মাসনাভি (6 খণ্ড) / আর.এ. নিকলসন (অনুবাদক)
http://www.dar-al-masnavi.org/about_nicholson.html
রুমি নামে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক বিক্রিত কবির "*মথনাভি-ই-মা'নাভি*" বা "গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা" একটি চমৎকার 6-খণ্ডের বই যা কুরআনের গভীর অভ্যন্তরীণ জ্ঞান, একজনের জীবনের গভীর অর্থ এবং উদ্দেশ্য এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্য নিয়ে আসে। এটি জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক প্রেমের উপর লেখা সর্বকালের সেরা আধ্যাত্মিক কবিতা।

উদ্বেগ, অস্থিরতা ও অশান্তির যুগে সহনশীলতা, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, সুখ, চিরন্তন আনন্দ এবং অফুরন্ত বিজয়

বিনামূল্যে পিডিএফ: https://archive.org/details/resilience-positivity-inner-peace-and-happiness-in-an-age-of-turmoil-synopsis/page/43/mode/2up

মুদ্রিত বই: https://www.amazon.com/Resilience-Positivity-Tranquility-Happiness-Turbulence/dp/B09B5HTJ4T

গ্রন্থপঞ্জি

[1]আবু হামিদ আল-গাজ্জালীর কর্মের মানদণ্ড থেকে একটি অধ্যায়ের অনুবাদ (*মিজান আল- আম্মাল*) সম্পাদনা দ্বারা এস দুনিয়াহ (দার আল-মারাইফ প্রেস, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, 1964) পৃষ্ঠা 180-181। অনুবাদ করেছেন মুহাম্মাদ হোজিয়েন। থেকে নেওয়া হয়েছে http://ghazali.org/works/mizan-en.htm

[2] আল-গাজ্জালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া- ই- সা' দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা XV-XXIII.

[3] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া- ই- সা' দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা 1-47।

[4] আল-গাজালী, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া- ই- সা' দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা 48-68।

[5] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া- ই- সা' দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা 77-90।

[6] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া- ই- সা' দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা 91-140।

[7] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া- ই- সা' দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা 141-142।

[8] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: আনসারী, ইকবাল হোসেন। *মিনহাজ আল- আবেদীন* (মুসল্লিদের জন্য সর্বোত্তম উপায়)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1998। পৃষ্ঠা 8-20।

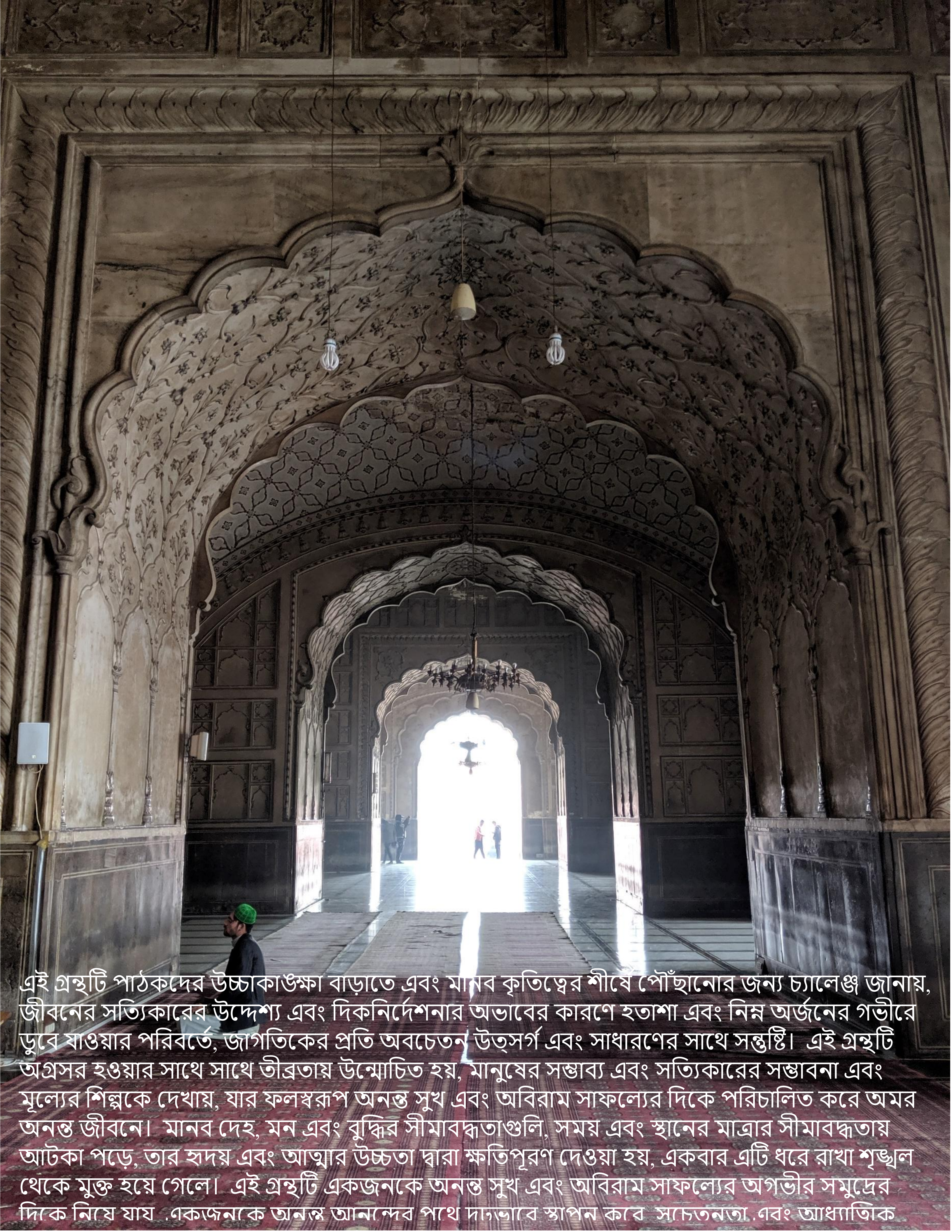
[9] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: আবুল কাসেম, মুহাম্মদ। *জাওয়াহির আল- কুরআন* (কুরআনের রত্ন)। কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া: ইউনিভার্সিটি অফ মালয় প্রেস, 1977। পৃষ্ঠা 19-33।

[10] আল-গাজ্জালী, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: আল-শরীফ, মুহাম্মাদ মাহদী। *ইহিয়া উলুম আদ- দীন* (ধর্ম বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ)। বৈরুত, লেবানন: দার আল-কোতুব আল-ইলমিয়াহ, 2011। খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 22-28, 35-38।

[11] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: আনসারী, ইকবাল হোসেন। *মিনহাজ আল- আবেদীন* (মুসল্লিদের জন্য সর্বোত্তম উপায়)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1998। পৃষ্ঠা 363-369।

[12] আল-গাজ্জালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ (উর্দু অনুবাদ থেকে): হাসান, ইরফান। *আইয়ুহল ওয়ালাদ* (আমার প্রিয় পুত্র বা কন্যা)। - *মাজমুয়া রাসা- ইল ইমাম গাজালি* (ইমাম গাজ্জালির সংক্ষিপ্ত বইয়ের সংগ্রহ): করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 2004। খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 13-17। ইংরেজি অনুবাদ থেকে নেওয়া: http://www.ghazali.org/books/My%20Dear%20Beloved%20Son.doc

[13] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: আনসারী, ইকবাল হোসেন। *মিনহাজ আল- আবেদীন* (মুসল্লিদের জন্য সর্বোত্তম উপায়)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1998। পৃষ্ঠা 401-411।



এই গ্রন্থটি পাঠকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়াতে এবং মানব কৃতিত্বের শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়, জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য এবং দিকনির্দেশনার অভাবের কারণে হতাশা এবং নিম্ন অর্জনের গভীরে ডুবে যাওয়ার পরিবর্তে, জাগতিকের প্রতি অবচেতন উত্সর্গ এবং সাধারণের সাথে সন্তুষ্টি। এই গ্রন্থটি অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তীব্রতায় উন্মোচিত হয়, মানুষের সম্ভাব্য এবং সত্যিকারের সম্ভাবনা এবং মূল্যের শিল্পকে দেখায়, যার ফলস্বরূপ অনন্ত সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে অমর অনন্ত জীবনে। মানব দেহ, মন এবং বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাগুলি, সময় এবং স্থানের মাত্রার সীমাবদ্ধতায় আটকা পড়ে, তার হৃদয় এবং আত্মার উচ্চতা দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, একবার এটি ধরে রাখা শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে গেলে। এই গ্রন্থটি একজনকে অনন্ত সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের অগভীর সমুদ্রের দিকে নিয়ে যায়, একজনকে অনন্ত আনন্দের পথে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে, সচেতনতা এবং আধ্যাত্মিক